

ଓମ୍



ଅନୁବାଦକ
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ

কৃষ্ণভো বিশ্বমার্ম্

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

4/2/93



ওম্

দয়ানন্দ প্রবচন সংগ্রহ

অর্থাৎ

পূনা বসাই প্রবচন

ARYA SAMAJ CALCUTTA

Phone-2241 3439

(M) 9831847788

পূনা প্রবচন—প্রবচন-কাল সন্ ১৮৭৫ সালে মরাঠী ভাষায় মুদ্রিত

পুস্তিকা সমূহ হইতে আৰ্য্য ভাষায় অনূদিত পঞ্চদশ

প্রবচনের প্রামাণিক সংস্করণ

অনুবাদক এবং সম্পাদক

মুদ্রিষ্ঠির মীমাংসক

আর্য্যসমাজ কলিকাতা শত বার্ষিকী সমারোহ

উপলক্ষ্যে বঙ্গভাষায় অনূদিত

পূনা প্রবচন

বঙ্গানুবাদক এবং সম্পাদক

আচার্য্য প্রিয়দর্শন

গ্রন্থ পরিচয় ও সম্পাদকীয়

শ্রীযুত শ্রীমদ্ব্যসী গোবিন্দ রানাডে এবং মহাদেব মোরেশ্বর কুটে আদি কতিপয় প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারকের আমন্ত্রণে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সনৎ ১৯৩২, আষাঢ় কৃষ্ণ চতুর্দশী মঙ্গলবার, তদনুসার ২০ জুন ১৮৭৫ সালে পুনা নগরে উপস্থিত হন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত 'দয়ানন্দ চরিত' অনুসারে স্বামীজী মহারাজ পুনা নগরে এবং ছাউনীতে ৫০টি বক্তৃতা দেন। সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া তদানীন্তন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছিল। শ্রীমহাদেব রানাডে ১৫টি ব্যাখ্যান নিজে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অসুস্থতার জন্য তিনি ছাউনীর বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই কিন্তু বক্তৃতাকালে উপস্থিত ছিলেন।

এইভাবে শ্রীমদ্ব্যসী গোপালরাওহার দেশমুখ দ্বারা দয়ানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

সেই মহত্বপূর্ণ বক্তৃতাবলী আজমের ও অন্যান্য সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রামাণ্য বিষয় ভাষা আদি বোধগম্য করিবার জন্য রামলাল কপূর ট্রাষ্টের পক্ষে 'সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুধিষ্ঠির মীমাংসক' যেরূপ অন্যান্য গ্রন্থের জটিল ভাগ উদ্ধার করিয়া জনসমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন সেইরূপ 'পুনা প্রবচন সংগ্রহ' পুস্তকের বিষয়টিকে জটিলতা মুক্ত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

এই পুস্তিকার যাবতীয় টিপ্পনী মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুধিষ্ঠির মীমাংসক দ্বারা উদ্ধৃত হইয়াছে। টিপ্পনীর যে স্থলে আমি বা () [] চিহ্ন প্রযুক্ত হইয়াছে সেগুলি তাঁহারই, বঙ্গানুবাদকের নহে।

আর্য্যসমাজ কলিকাতার শতবার্ষিকী সমারোহ সমিতি দ্বারা সেই গ্রন্থিত বক্তৃতাবলী, যাহা হিন্দী ভাষায়, 'পুনা প্রবচন সংগ্রহ' নামে পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক দ্বারা অনূদিত ও সম্পাদিত হয় উহাই বঙ্গভাষায় 'পুনা প্রবচন' নামে প্রকাশিত হইল। পুস্তকে অশুদ্ধি থাকা স্বাভাবিক। কেননা, অতি অল্প সময়ের এই গ্রন্থটির অনুবাদ করিতে হইয়াছে। পাঠকগণ! সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য অবশ্যই অনুবাদককে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখিবেন।

আচার্য শ্রীমদ্ব্যসী

পূনা-প্রবচন

বিষয় সূচী

প্রবচন	বিষয়	তারিখ	পৃষ্ঠা
প্রথম	ঈশ্বর সিন্ধি	৪ জুলাই ১৮৭৫	১
দ্বিতীয়	ঈশ্বর বিষয়ক প্রস্তোত্তর	৬ " "	৭
তৃতীয়	ধর্মার্থ বিষয়ক	৮ " "	১৩
চতুর্থ	ধর্মার্থ বিষয়ক প্রস্তোত্তর	১০ " "	২৪
পঞ্চম	বেদ বিষয়ক	১৩ " "	৩৫
ষষ্ঠ	জন্ম বিষয়ক	১৭ " "	৪৮
সপ্তম	যজ্ঞ ও সংস্কার বিষয়ক	২০ " "	৬৪
অষ্টম	ইতিহাস (১)	২৪ " "	৮১
নবম	ইতিহাস (২)	২৫ " "	৯৬
দশম	ইতিহাস (৩)	২৭ " "	১০২
একাদশ	ইতিহাস (৪)	২৯ " "	১১৫
দ্বাদশ	ইতিহাস (৫)	৩০ " "	১২৬
ত্রয়োদশ	আহ্নিক অথবা নিত্যকর্ম ও যুক্তি	২ আগষ্ট " "	১৩৭
চতুর্দশ	ইতিহাস (৬)	৩ " "	১৪৫
পঞ্চদশ	আপন পূর্ব চরিত্র	৪ " "	১৫২

ওম্

গুণা-প্রবচন

প্রথম-প্রবচন

ঈশ্বর সিদ্ধি

‘স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহারাজ ইং ১৮৭৫, ৪ জুলাই’ রাত্রি [৮ ঘটিকা^১] যে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, উহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওম্, শং নো মিত্রঃ শং বন্ধুগঃ শং নো ভবত্বর্যমা।

শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুক্মকমঃ ॥^২

নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বাবো ব্রহ্মেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। স্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিস্যামি। [স্বতং বদিস্যামি। সত্যং বদিস্যামি। ভগ্নামবতু। তদ্, বস্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বস্তারম্ ॥^৩]

(ইত্যাদি^৪ পাঠ স্বামীজী মহারাজ প্রথম উচ্চারণ করেন—)^৫

‘ওম্’ ইহা ঈশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট নাম, কেননা ইহাতে তাহার সমস্ত গুণের সমাবেশ রহিয়াছে ॥^৬

১। প্রত্যেক ব্যাখ্যানের উপরে স্থল অক্ষরে এই যে পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে উহা মারাঠি ব্যাখ্যানের পুস্তিকা সমূহে স্থল অক্ষরে শীর্ষক রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

২। আষাঢ় শুক্ল ১, রবিবার সং ১৯৩২।

৩। ‘৮ ঘটিকা’র সংকেত মারাঠী সংস্করণের প্রথম দুই ব্যাখ্যান ব্যতীত সর্বত্র দৃষ্ট হয়। অতএব উহা এখানেও উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪। গ্রন্থে ১।৯০।৯৫।

৫। তৈ. উপ. শিক্ষাবলী ১।১৫।

৬। আদি পদ দ্বারা সূচিত শেষ মন্ত্র পাঠ কোষ্ঠে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৭। () এই প্রকারের কোষ্ঠে রক্ষিত পাঠ লেখকের পক্ষে লেখা হইয়াছে।

ইহার পর যে স্থলে () এই কোষ্ঠান্তর্গত পাঠ উপলব্ধ হইবে, উহা লেখক দ্বারা প্রদত্ত চিহ্ন জানিবেন। মারাঠী সংস্করণে এই প্রকারের পাঠ কোষ্ঠে দেওয়া হয় নাই। আমরা লেখকের বাক্যের প্রবক্তার পাঠ হইতে পার্থক্য জ্ঞাপনার্থে () কোষ্ঠক প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি যদি কোনও স্থলে পদ বা বাক্য নিজে আদিক লিখিয়া বৃত্ত করিয়া থাকি উহার সর্বত্র [] এই প্রকারের চতুষ্কোণ কোষ্ঠে রাখিয়াছি।

৮। ‘ওম্’ নামের ব্যাখ্যা জানিতে হইলে ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ প্রথম সমুদ্রাস এবং পঞ্চ মহাবজ্র বিধির অন্তর্গত গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রথমে আমাদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। তৎপশ্চাৎ ধর্ম বিষয়ক বর্ণনা করা উপযুক্ত, কেননা “সত্তি কুডো চিত্রম্” এই গ্রাম অনুসারে যত সময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ করা না হইবে তত সময় ধর্ম-ব্যাখ্যানের অবকাশ কোথায় ?

“স পর্যগাচ্ছুক্রমকাষমত্রণ

মস্তাবির ৩ শুদ্ধমপাপবিভ্রম ।

কবির্মনীষৌ পরিভূঃ স্বমভূর্থাখাতখ্যভো

হর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥”^১

“ন ভস্য কার্যং করণং চ [বিজ্ঞতে ন তৎসমস্তাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।]

পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রীযতে শান্তাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥”^২

(এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া দ্বায়ীজী মহারাজ ইহার ব্যাখ্যা করিলেন)

মূর্তি দেবতাদের^৩ মধ্যে এই সমস্ত গুণ প্রযুক্ত হইতে পারেনা। এই কারণ মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে কেহ হরত প্রশ্ন করিবেন যে, রাবণ আদির গ্রাম ভূতদের পরাস্ত করিবার জন্য এবং ভক্তদের পরিব্রাণের জন্য [ঈশ্বরকে] অবতার হইতে হয়। পরন্তু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান হওয়ায় তাঁহার অবতার হইবার প্রয়োজন হয়না। কারণ, ঈশ্বর ইচ্ছা মাত্রই রাবণ (মদুশদের) বিনাশ করিতে পারে। এই ভাবে ঈশ্বরের উপাসনার্থে ভক্তদের পক্ষে তাঁহার কোনও না কোনও প্রকারের আকার^৪ হওয়া উচিত। একরূপ কথা অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু একরূপ বলাও যথার্থ নহে। কারণ এই যে, শরীরে যে জীব রহিয়াছে, উহাও আকার রহিত এইরূপ সকলে স্বীকার করেন। আকার না থাকিলেও আমরা একে অপরকে চিনিতে পারি, এবং মনুষ্য প্রত্যক্ষ রূপে কখনও কাহাকে না দেখিলেও কেবল গুণানুবাদ দ্বারাই সম্ভাবনা ও পূজ্যবুদ্ধি [অন্তঃ] ব্যক্তির সম্বন্ধে পোষণ করে। এই ভাবের কথা

১। যজুঃ ৫০।৮৥ পরোপকারিণী সভা দ্বারা মুদ্রিত মারাসী সংস্করণে এই প্রমাণ সংকেত মূল পাঠের সহিত মুদ্রিত আছে।

২। হেতা. উপ. ৩।৮৥

৩। অর্থাৎ মন্দির সমূহে দেবতাদের নামে স্থাপিত মূর্তি সমূহে।

৪। সমস্ত অনুবাদে ‘অবতার’ পাঠ আছে পরন্তু মারাসী সংস্করণে ‘আকার’ পাঠই আছে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে খাটেনা একথা বলাও ঠিক নহে। এতদ্ব্যতীত মনের কোনও আকার নাই। মন দ্বারাই পরমেশ্বর গ্রাহ—গ্রহণীয়। উহাকে জড়েক্রিয়-গ্রাহ্যতার^১ অন্তর্ভুক্ত করা অপ্রয়োজন।

ঈশ্বর মহাবাহু এক ভদ্র পুরুষ ছিলেন। ভারতে তাঁহার^২ উত্তম বর্ণনা করা আছে^৩ পরন্তু ভাগবত [পুৰাণ] গ্রন্থে তাঁহার প্রতি সর্বপ্রকারের দোষারোপ করিয়া ছুপ্তনের বাজার উত্তপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। শক্তির^৪ অভিপ্রায় কি? “কতুর্মকতুর্মমুখা কতুর্ম” এইরূপ ভাব তাঁহাতে নাই। কিন্তু সর্ব শক্তিমান অর্থাৎ কায়কে উন্নয়ন না করিয়া কর্ম করিবার শক্তির অবিকারী হওয়া, ইহা সর্ব শক্তিমানের অর্থ জানিবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর তাঁহার পুত্রকে^৫ পাপফালনের জন্ত [সংসারে] পাঠাইয়াছেন। কেহ বলেন—উপদেশ প্রদানের জন্ত পয়গম্বরকে^৬ প্রেরণ করা হইয়াছিল। এ সমস্ত কার্য সাধিবার জন্ত পরমেশ্বরের এতাদৃশ কোনও প্রকার সাধনের প্রয়োজন ছিলনা, কারণ তিনি সর্ব শক্তিমান।

বল, জ্ঞান ও ক্রিয়া এগুলি শক্তির প্রকার ভেদ মাত্র। বল, জ্ঞান ও ক্রিয়া অনন্ত হইয়াও স্বাভাবিক। ঈশ্বরের আদি কারণ নাই। আদি কারণ স্বীকার করিলে অনবস্থা-প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে^৭। নিরীশ্বরবাদের পুষ্টি সাংখ্যশাস্ত্র হইতে হইয়াছে প্রতীত হয়; পরন্তু সাংখ্য শাস্ত্রকার কপিল মুনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, তাঁহার পুত্র সমূহকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র সমূহের অর্থ যেতদূর হওয়া উচিত সেরূপ করা হয় নাই।

পুত্রগুলি এইরূপ—

- ১। এখানে পাঠে কিছু ভ্রম রহিয়াছে মনে হয়। শ্রীমান শর্মা ‘ঘটানা’ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।
- ২। অর্থাৎ মহাভারতে।
- ৩। তুলনা করুন—সত্যার্থপ্রকাশ গ্রন্থের সংস্করণ নং (সনু ১৮৭৫) পৃষ্ঠা ২৭০, সত্যার্থপ্রকাশ (সংস্করণিত) পৃ. ৪২৯ পৃ. ১৯-২২ (আনুগম্য সং. ২)। বিশেষ দ্রষ্টব্য—‘ভাগবত বগবদ’ পরিশিষ্ট পৃ. ৪০৭, ৪০৮ (বলগ্রন্থ)।
- ৪। কোনও কোনও সংস্করণে ‘শক্তিমান’ এবং কোনও সংস্করণে ‘সর্বশক্তিমান’ পাঠ আছে। মরাঠী সংস্করণে ‘শক্তি’ এই পাঠই আছে। ইহাই ঠিক।
- ৫। অর্থাৎ বীণা খুঁটকে। ৬। অর্থাৎ মোহম্বর সাহেবকে।
- ৭। ঈশ্বরের আদি কারণ আছে, ইহা স্বীকার করিলে সেই আদি কারণেরও আদি কারণ স্বীকার করিতে হইবে, আবার তাহারও আদি কারণ। এইভাবে এই আদি কারণের পরম্পরা কোথাও কখনও শেষ হইবে না। ইহাকেই অনবস্থা-প্রসঙ্গ দ্বারা পুচ্ছিত করা হইয়াছে।

“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ।

মুক্তবন্ধযোরম্মতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ।

উভযথাপ্যসৎকরত্বম্।

মুক্তাশ্রমঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধন্ত বা।”^১ ইত্যাদি

পরন্তু সূত্রসাহচর্য্য দ্বারা বিচার করিলে ঈশ্বর এক, দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। এইরূপ কল্পিত মানিতেন। কারণ, “পুরুষ” আছেন তাঁহার সিদ্ধান্ত এইরূপ। সেই পুরুষ সহস্র-শীর্ষাদি সূক্তে^২ বর্ণিত রহিয়াছে। তাহারই সম্বন্ধে বেদাহমেত্তং পুরুষং মহান্তম্^৩ ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

প্রমাণ বহুবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকারগণ প্রমাণের ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা স্বীকার করেন।

মীমাংসা-শাস্ত্রকার জৈমিনি দুইটি প্রমাণ স্বীকার করেন। গৌতম ন্যায় শাস্ত্রকার আটটি প্রমাণ স্বীকার করেন। কেহ অর্থাৎ অন্য ন্যায়-শাস্ত্রকার চারটি স্বীকার করেন। পতঞ্জলি যোগ শাস্ত্রকার তিনটি স্বীকার করেন। বেদান্তে ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু, ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা স্বীকার করা ইহা সেই সমস্ত শাস্ত্রকারদের বিষয়াক্রমে করা হইয়াছে। সমস্ত প্রমাণ সমূহের (একটি অপরিচিত) অন্তর্ভাব করিয়া তিনটি প্রমাণ অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ।

এই তিনটি প্রমাণের লাপিকা^৪ করিয়া ঈশ্বর সিদ্ধি-বিষয়ক প্রেষণ করিবার সময় প্রত্যক্ষের লাপিকা করিয়া পূর্ব অনুমানের লাপিকা করা উচিত। কারণ, প্রত্যক্ষের জ্ঞান অতীব সংকুচিত এবং ক্ষুদ্র^৫। একক

১। সাংখ্য ১।২২, ২৩, ২৪, ২৫। এই স্থান নির্দেশ পরোপকারিণী সভার মরাঠী সংস্করণে সূত্রের সহিত মূল পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। শেষের সূত্রটির মরাঠী শুদ্ধ পাঠ আছে। কোথাও কোথাও “প্রশংসোপাসা” “উপাসনা” পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

২। গ, ব, ভতে সূত্র সমূহের পাঠ আছে। মরাঠী সং (ক) ইহাতে সূত্রেরই নির্দেশ আছে। সহস্রশীর্ষা সূক্ত ৪. ১-১২০ এবং বহুঃ ৩১॥

৩। বহুঃ ৩১।১৮ ॥

৪। ‘লাপিকা শব্দ’ আ-লাপিকা’র এক অংশ। যথা সত্যভামা—ভামা। মরাঠী ভাষায় প্রযুক্ত এই শব্দের অর্থ—আলাপ=বিচার-বিবেচনা ॥

৫। অর্থাৎ, অল্প।

ব্যক্তির পক্ষে ইন্দ্রিয় দ্বারা কতটুকু জ্ঞান সম্ভব? এ কারণ প্রত্যক্ষকে একদিকে রাখিয়া শাস্ত্রীয় বিষয়ে অনুমানকেই বিশেষ রূপে গণ্য করা হইয়াছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে [৩] অনুমান আবশ্যক।^১ অনুমান ব্যতীত ভবিষ্যতের ব্যবহারিক বিষয়ে আমাদের যে স্থির নিশ্চয়, উহা নিরর্থক হইবে। আগামী কাল সূর্য উদয় হইবে, ইহা প্রত্যক্ষ নহে, তথাপি এ বিষয়ে কাহারও মনে তিল মাত্রও সন্দেহ হয়না। এবার এই অনুমানের তিনটি প্রকার ভেদ দেখা যায়।—শেষবৎ, পূর্ববৎ, ও সামান্যতো দৃষ্টে।

‘পূর্ববৎ’ অর্থাৎ কারণ দ্বারা কার্যের অনুমান।

‘শেষবৎ’ অর্থাৎ কার্য দ্বারা কারণের অনুমান।

‘সামান্যতো দৃষ্টে’ অর্থাৎ সংসারে যেরূপ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় উহা দ্বারা যে অনুমান হইয়া থাকে, উহা।

এই তিন প্রকার অনুমানের লাপিকা [বিচার বিবেচনা] করিলে ঈশ্বর — পরমপুরুষ — মনাতন ব্রহ্ম সর্ব পদার্থের বীজ, ইহা সিদ্ধ হইয়া যায়। রচনারূপী কার্য দৃষ্ট হয়। ইহার কেহ রচয়িতা আছে।^২ পঞ্চভূত সমূহের দ্বারা রচিত সৃষ্টি নিজে নিজেই হয় নাই। কারণ, ব্যবহারিক রূপে গৃহ [নির্মাণের] উপকরণ থাকিলেও গৃহ নির্মাণ হয় না, ইহা আমরা দেখিয়া থাকি। এবং এই অনুভবই সর্বত্র দৃষ্ট হয় যে, ইহার সহিতই [পঞ্চ ভূতের] নিয়মিত প্রমাণ দ্বারা মিশ্রণ এবং বিশিষ্ট কাব্য উৎপন্ন হইবার সুগমতার জ্ঞান কদাপি ও নিজে নিজে সংঘটিত হয় না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আমরা সৃষ্টির যে ব্যবস্থা দেখিতে পাই, উহার উৎপাদক ও নিয়ন্তা একরূপ কোনও শ্রেষ্ঠ পুরুষ অবশ্যই থাকা উচিত।

এমতাবস্থায় ঈশ্বর সিদ্ধিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রযুক্ত হয় কি? যদি এইরূপ কাহারও অপেক্ষা হইয়াই থাকে তাহা হইলে তৎসময়ে বিচার এইভাবে করা যাইতে পারে যে, প্রত্যক্ষ রীতি অনুসারে গুণের জ্ঞান হইয়া থাকে। গুণের অধিকরণ যাহা গুলী দ্রব্য উহার জ্ঞান প্রত্যক্ষ রীতি

১। এ বাক্য মরাঠী সংস্করণে আছে।

২। গ, ঘ, ঙ, ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, ইহার রচয়িতা কেহ আছে। এই পাঠটি মরাঠী সংস্করণের অনুরূপ। ভবিষ্যতে যে সমস্ত স্থলে ইহার পাঠ অপর সংস্করণের সহিত ভিন্ন দৃষ্ট হইবে, সে স্থলের সর্বত্র এইরূপ পাঠকে মরাঠী সংস্করণের অনুকূল জানিবেন। সর্বত্র প্রাচীন পাঠের উল্লেখ করা হইবে না।

অন্যদিকে হয় : এইরূপ ঈশ্বর বহুবৈয় গুণের জ্ঞান চেনন এবং
যদিও ১৪৫ দ্বারা প্রকাশ হইয়া থাকে ইহার দ্বারা এই সমস্ত গুণের
যিনি অবিকল্প ঈশ্বর, ইহার জ্ঞান হইয়া থাকে।^২ এরূপ জ্ঞান
উচিত।

“হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাঃ প্রভৃতি জাতঃ পতিরেক আসীৎ
স দাধার পৃথিবীং তামুভেমাং কটৈশ্চ দেবায় হবিষা বিধেম ॥”^৩

হিরণ্যগর্ভের অর্থ শাস্ত্রানুসারে সঠিক নহে, কিন্তু হিরণ্য অর্থাৎ যাহার
উদরে “জ্যোতিঃ” বিদ্যমান সেই জ্যোতিঃরূপ পরমাত্মা” এরূপ অর্থ
হইবে জনসাধারণের যেরূপ দৃষ্টি পূজার পাণ্ডল্যম ছাড়িয়া পড়িয়াছে
ইহাদের কি করা উচিত? ইহা এক প্রকারের গাভীর জের মূর্খ পূজার
আভাস হইলে জৈনদের নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইবে

“যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছ্রণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূম্য^৪
পরমাত্মা ॥

তিনি অমৃত এবং তিনিই সকলের উপাসনার যোগ্য ওঁদ্বির সমস্ত মিথ্যা,
উহা স্বীয় আধার [যাত্র] নহে।

১। কহিলেন নৈমিষিক পক্ষের প্রস্তাবের উপর সঠিক করা না। অপর প্রস্তাবের উপর
হইয়া পক্ষ, এরূপ প্রস্তাব সঠিক করে। অপর নৈমিষিক ও মহিষ গুণী ও প্রস্তাব
স্বীকার করে।

২। যুগ্ম দ্বারা প্রকাশ, ৭ম সমুদ্র, পৃষ্ঠ ২৭৮, পংক্তি ৬-১২ (আদ্য ২২, ২)।

৩। ঋগ্বেদ ১০।১২।১।

৪। জ্যোতি বৈ হিরণ্যম্। শত. ব্রা. ৩।১।২।

৫। ছা. উ. ৭২৭। এখানে পরের ‘পরমাত্মা’ পদটি বাখান কপ অথবা অম্ল দ্বিত্ব জানিবে।

দ্বিতীয় প্রবচন

কেশব বিময়ক প্রণোত্তর

মঙ্গলবার তাং ৬ই জুন ই ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ [রাত্রি ৮ ঘটিকায়] আগামী
 দয়ানন্দ সরস্বতীর উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সম্মুখীন বাদ নিবাদের
 জারিও—

◎附註： 本報自一九八一年一月一日起，凡在本報刊登廣告，其刊例如下：

[illegible]

গোমমাক্ষাযতে বৃশ্চিকঃ । ৩

[illegible]

एकमेवाद्वितीयम् ।^{१०}

শ্রুতি বচন এইরূপ উক্ত বস্তু কহিলে হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থায় কোনও বাধা
 সৃষ্টি হয় না। কারণ [ইহাও জ্ঞান] 'জ্ঞান'ই অর্থ। ঐশ্বর্যই উপাদান [কারণ]
 হইল কিম্বা উক্ত একপ নহা। কারণ ভেদ হিন প্রকারের—কখনও কখনও
 স্বাভাবিক ভেদ, কখনও কখনও নিজ্ঞাতীয়, এবং কখনও বা স্বগত ভেদ হয়।

[illegible]

୨ । ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଥମ ବାଧାନ ।

৩। এই লৌকিক অসিদ্ধি বহু প্রাচীন এবং নির্দিষ্ট আছে।

[illegible]

৩। পুরোপকারিণী সভা দ্বারা প্রকাশিত মরু হাঙ্গুলের বিজ্ঞাতীয় ভেদ 'অসুচা কেবছা' এই পাঠ্য সংশোধক প্রমাণে অনুভূত মজারক বান হয় কেননা, হিন্দী অনুবাদ বিজ্ঞাতীয় এবং কখনও পাঠ্য বিজ্ঞাতীয় আছে।

এবার ২য় 'ক' শব্দ 'ক' অর্থঃ সূক্ষ্ম, এক বস্তুকে যাহা কিছু বিভাগ্যমান আছে
উহা ইহা। এতদ্বারা 'ক' শব্দ 'ক' অর্থঃ সূক্ষ্ম, এক বস্তুকে যাহা কিছু বিভাগ্যমান আছে
নহে, পরন্তু 'ক' শব্দ 'ক' অর্থঃ সূক্ষ্ম, এক বস্তুকে যাহা কিছু বিভাগ্যমান আছে
সংযুক্ত নহে, ইহাই অর্থ হয়। অতঃপর—

“ঐশ্বর্যঃ সর্বসৃষ্টিং প্রাবিশৎ।”

শব্দের অর্থ এইরূপঃ ইহার অর্থ ক্রিয়াকর্ম করা হইবে অথবা —

“সর্বং শ্রবিত্বং ব্রজা।”^১

এই বাক্যের অর্থ কিভাবে করা হইবে? ‘সর্বং বিশ্বম্’
এইরূপ শব্দকে ‘ক’ অর্থঃ সূক্ষ্ম, এক বস্তুকে যাহা কিছু বিভাগ্যমান আছে
সংযুক্ত নাহে, পরন্তু ‘ক’ শব্দ ‘ক’ অর্থঃ সূক্ষ্ম, এক বস্তুকে যাহা কিছু বিভাগ্যমান আছে
সংযুক্ত নাহে, ইহাই অর্থ হয়। অতঃপর—

“নানা বস্তু ব্রজা”^২ অথবা বৃহদারণ্যকোপনিষদে “ম আত্মনি তিষ্ঠন্ অ
[আনোহিস্তুরো যথা] আ ন বেদ”^৩ অথবা “যস্য আত্মা শরীরম্”^৪ এই
বাক্যের অর্থ করিবার সময় বাধা ঘটি হইবে। এ সময়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা
প্রয়োজন। একই শরীরে বাপা এবং বাপক এই [পৃথক] দুই ধর্মের সমন্বয় করা
সম্ভব হইবে না। গৃহ ইহা আকাশে স্থিত, আর আকাশ ইহা বাপক, গৃহ বাপ্য
এই দৃষ্টিতে আকাশ ও গৃহ ইহারা এক এবং অভিন্ন, একরূপ অনুমান করা সম্ভব

১। দ. ২২২৮ বৃহদারণ্যকোপনিষদ (১-২, ৩৬)।

২। জা. উ. ৩১৪।

৩। মনে হয় এটি লৌকিক লব্ধ।

৪। শত পঞ্চ মাধ্বদিন পার্ট ১৪৩, ৭ ৩১। বৃহদারণ্যক উপনিষদ শত পঞ্চের অন্তর্গত। শত পঞ্চের
মাধ্বদিন ও কথকটি ৭ ১ পাওয়া যায়। বর্তমানে যে পণ্ডিত বৃহদারণ্যক উপনিষদ পাওয়া যায়
উহা কথ-পাঠানুসারী। স্বামীজী মহারাজের পাঠ মাধ্বদিন পার্টানুসারী। স্বামীজী তাঁহার
‘সত্যার্থ প্রকাশ’ গ্রন্থের মধ্যম সমুদ্রাণ, পৃষ্ঠা ৩০২, পৃষ্ঠা ৬ (মাসন স ২) এ ও এই পাঠ বৃহদারণ্যকের
নামে উদ্ধৃত করিয়াছেন ‘বৈদ্যসিদ্ধান্তি নিবারণ’ পৃ. ৩৭১, পং ২-৪ (দল গ্রন্থঃ) ইহাতেও
এই পাঠ উদ্ধৃত আছে।

৫। শ. মা. ১৪৩। ৭৩১। অ. পূর্বপৃষ্ঠা ৮, টি. ৫।

নহে। এভাবে জীবন ও পরমাত্ম ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না।

“অবঃ” লক্ষ্যমি— এই বাক্যের যদ অর্থ করা যায় : হ ইহা হইল ইহা
অন্যতঃ পশ্চিম উদাহরণ। = অদর্শ, হইল ইহা ইহা নৈতিক দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট
হয়,—‘আমি’র ‘আমি’র ‘আমি’র একই নৈতিক দৃষ্টান্ত, পদার্থ ‘আমি’র ‘আমি’র ‘আমি’র
ইহাদের মধ্যে সর্ব দৈব অভিন্ন। ইহাদের একই নৈতিক দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট

৩ সমাধিহীন হনস্থায়ী ভবনসি' নুনের' দেহপ ব'লগাউন, পরন্তু সহচর্যোর প্রাণ
ধানে দিলে নুনের' এই উ ক 'জ'ন' প'রম' হ' অ'ভিন্ন' এই মতের পোষক
হয় ন'। কারণ, এই ব'লগাউন ['ক' হ' ব'র] পূ'র' ভ'গ' এই সময় পূ'র' ও পূ'র'
জগতে কারণ ক'প' পরমাত্মার ঐশ্বর্য [ক'ব'ি'] বিস্তারিত। পরমাত্মার আত্মা
ভিন্ন ন'হে, "স আত্মা" এই অ'য' 'ভব'ভ'হ'না' 'হ'ম'সি' য'নি সময় জগতের
অ'ত্মা, সে যে 'গ'র'ই এ কারণ 'ক'ব' হ' প'রম' হ' উ'দের' 'ব'ধো' প'রম্পর
সেবা সেবক, বাপা বাপক' 'হ'না'রা'ন'য়' এ'স'ম'স' ব'ল'গ'ই'ক'ট' খাটে' 'ঐ'ত'দ'্রা'য়ো-
প'নিষ'দ' গ্রন্থে—

‘ଅଜ୍ଞାନଃ ବ୍ରହ୍ମ’^୧

ବାକ୍ୟଟି এই ରୂପ । ইহার মহাবাক্য-বিবরণে

‘अष्टाविंशति लक्ष’

এইরূপ বিশ্বাস করা চলছে, যেখানে পদমেধাই সৃষ্টি ঘটনা করিয়াছেন, এইরূপ অর্থ “৩৭মস্তিঃ প্রবলতঃ” এর বাক্যের আশ্রয়ে অর্থ করিলে কাঞ্চ কালের ভিন্নতা হওয়া সম্ভব হইবে, যদি জানা নু হন, তাহা হইলে তিনি অবিজ্ঞা ময়া আদির অধীন হইবে সৃষ্টারও তার কারণ হইবেন। এরূপ বলিলে ‘তিনি শাস্ত’ এইরূপ প্রতিপাদন করিতে হইবে যেখানে দেশ, কাল, বস্তু [র] পরিচ্ছেদ হইলে, উহা ভ্রান্তিময়। এসেবর সেই শাস্তি হইয়াছে যদি বলা হয় তাহা হইলে ত্রকের জ্ঞান অমিত্য প্রমাণিত হইবে [অতঃ] ইহা বিচারণীয় বিষয়।

অর্থঃ একমাত্র অনুমান করণ খাতির। - ১০ টি ১০০ টাকা করে ১০০০ টাকা

৪ নানি ত্রি সাত্বতী গরু নানিক নবিত্রি ত্রিগুণ ভূগ' অতীত অতীত
বিস্ময় নানি নবিত্রি নবিত্রি ত্রিগুণ ভূগ' অতীত অতীত

৩। হা. উ. ৬/৮, ৮, ১০।

৩. ইহা, 'ব্রহ্মসি'র অর্থ 'ব্রহ্ম' = প্রদান কর, 'সি' = ন। অর্থাৎ 'ব্রহ্মসি' = ব্রহ্ম প্রদান কর।
 *দ্বিগত। ড.—বেদান্তসংগ্রহনিবন্ধে পৃষ্ঠা ৩৭৩, ৩৭৪, ১৯-২০ (দ্বিগত)।

৭। ঐ. উ. ৫. আ ৮। হ—যষ্ঠাঙ্গার উপ.

• कूलनौष- '३२ सूत्र' हज्जेवात्तुप निशर । १२ उ २८ । कूलनौषाठ क*क पत्तौ २ हज्जे

ધર્માધર્મ

৩য়, উদ্ভাং বর্ণোক্তিঃ শৃঙ্গমাং , দবা উদ্ভাং পাশোমাক্ষিভদ্রভ্রাঃ
 দ্বিষ্টেরনষ্টে ৬৪ ১, ২ সস্তাভির্ন, শেষমহি , দবাহি ভ্রং মদামুঃ .

বন্ধু সংহিতা ১।৮৩৮৩

(আমাদের হঠাৎ করে কলকাতা পৌঁছান, তখন রাতের দশটা পর্যন্ত এখানে থেকে
 তিনি ব্যাখ্যান আরম্ভ করেন ।)

পারমেশ্বরের নামে, হৈচী ধর, গনক, হই, অদয়, নিধি হই ধর্ম, ন্যায়
হৈ। অদয় ; গাণি, হই ধর্ম, অদয় হই অদয়, সত্য, হৈচী ধর, অদয়, হৈচী
অধর্ম, লিপ্সাকলা = হৈচী, ধর্ম, পক্ষনা = হই অদয় ।

অতেন দান্যামাপ্নোতি" এই শ্লোকের মতটি শুদ্ধ যজুঃ সংহিতায়

- [illegible]

ଦକ୍ଷିଣା ଏକାମାତ୍ରୋତି ଅବ୍ୟୟ। ସତ୍ୟମାପ୍ୟତେ ॥

৫. মহর্ষি দয়ানন্দ সবস্মনী মনুস্মৃতি বহিঃ ১৯১৩ খ্রিঃ ১৯১৩ খ্রিঃ 'মহর্ষি দয়ানন্দ' শব্দের ব্যবহার
"স্বপ্নেনদি ভাষ্য চূড়িকা, পৃষ্ঠা ১৭৩, পং ৭, পৃষ্ঠা ৩৩৩ পং ১০, মহর্ষি প্রকাশ (চল ১৮৭৫,
পৃষ্ঠা ৩৩৩, পং ১১, স্বকল্যাণের নতুন সংস্করণ পৃষ্ঠা ১৪৩, পং ১, শাস্ত্রো নিবারণ পৃষ্ঠা
২২২, পং ৮, পূনা পং ১৫৩-এর পাঠদেয় প্রবচনের অন্তর্ভুক্ত ও করিয়াছেন 'কৃষ্ণ' বহুবচন
শব্দের প্রয়োগও শাস্ত্রো নিবারণ, পৃষ্ঠা ২২২, পং ৮ এ দৃষ্ট হয়।

হইলে তখন উইহা ছাড়া ইহাও অর্থ করা হইয়াছে।

ধর্ম, ইহা যদি সত্য মূলক হয়, তাহা হইলে সেই সত্যটি কি?

প্রশ্ন দৈববর্গ-পরীক্ষণম্— এই প্রশ্ন অর্থনূত যে বস্তুটি হইবে, উইহাই সত্য।

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য্যম্, গৃহস্থ্যম্, বাণেশ্বর্য্যম্ ও সংন্যাস।

“অহিংসা পরমো ধর্মঃ।”

“ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

ধারিণী সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম লক্ষণম্ ॥” মন্ত্ৰ-৬২২।

(ধর্ম ও অধর্ম বহু সংখ্যক, পরন্তু উহাদের মধ্যে বিশেষ রূপিত অষ্টমারে এগারটি ধর্ম ও এগারটি অধর্ম, ২ স্বাক্ষরিত মন্ত্রেই উহাদের বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন।)

এইরূপ একাদশ লক্ষণযুক্ত ধর্মের সংখ্যক সত্য মনে ভাবিয়া

প্রথম (১) অহিংসা—ইহার লক্ষণ—

“অহিংসাসত্যাস্তেবলক্ষণচর্যাপরিগ্রহ যমাঃ।”

যোগসূত্র সাধন পাদ, ৩০ সূত্র।

(১) অহিংসা—ইহার অর্থ কেবলমাত্র “পশু আদি হনন না করা” এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থ করা হইয়া থাকে, ‘কিন্তু বাসুদেব এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা—

‘সর্বথা সর্বদা সর্বভুতানামভিজ্ঞোহঃ অহিংসা জ্ঞেয়া’^১ অর্থাৎ [সর্বথা সর্বদা সমস্ত প্রাণীর সহিত বৈর ত্যাগ করা।

(২) ধৃতি—অর্থাৎ ধৈর্য্য। রাজ্যও যদি যায়, তথাপি ধর্মের ধৈর্য্য পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ধৈর্য্য ত্যাগ করিলে ধর্ম পালন হয় না।

(৩) ক্ষমা—অর্থাৎ সহনশীলতা। ‘বলবান্’ ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তির প্রতি যদি কোনও অপকর্ম করে, আর দুর্বল উহা নীরবে সহ্য করে, ইহাকে ক্ষমা বলে না। ইহা সামর্থ্যহীনতা। শরীরে সামর্থ্য আছে, অথচ অপকর্ম আচরণকারীর প্রতি প্রতিকার না করা, ইহা ‘ক্ষমা’।

(৪) দম—দম নাম মমসো বৃত্তিনিগ্রহঃ—মানসিক বৃত্তি সমূহকে নিগ্রহ করার নাম ‘দম’। ইহার অর্থ বৈরাগ্য নহে।

১। ভাষ্য ভাষ্য ১।১।

২। পূর্বে ক্ত এগার লক্ষণযুক্ত ধর্ম এবং এগার লক্ষণযুক্ত অধর্মের উল্লেখ লক্ষণ পঞ্চাশ (মন্ত্ৰ ১৮৭৫) এইরূপে ১৬২-১৭১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। মন্ত্ৰ ১৮৭৫-এই এগারটি লক্ষণ গণ্য করা হইয়াছে, পরন্তু অধর্মের লক্ষণ ৬২২-৬৩০ (মন্ত্ৰ ১৮৭৬)।

৩। যোগসাধন ১.৩০ বাক্যসমূহ পরবর্তী পদ বাক্যের পৃষ্ঠ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এতদ্দেশপ্রসূতস্বা মনশাদ্ অর্থতপুনঃ ।

স্বং স্বং চরিত্রং শিষ্টৈরনু পৃথিব্যাং সর্বমানবান্ ॥

মহুশ্বতি অ० ২১২০ ॥

১৮২০ খ্রিঃ অব্দে ১২ই আগস্ট তারিখে পূনাতে পূনা প্রবচন সমিতি
দেহা হইতে পূনাতে পূনা প্রবচন সমিতি দ্বারা পূনা প্রবচন
যন্ত্রে কটা যন্ত্রে পূনা প্রবচন সমিতি দ্বারা পূনা প্রবচন
কটা যন্ত্রে পূনা প্রবচন সমিতি দ্বারা পূনা প্রবচন
করিয়াছেন—

সমুদ্রযান কুশলা দেশবালগাধাশিল্পঃ ।

স্বাপনস্তি কৃষাং নৃকং সা ভ্রাম্যগমং প্রাচি ।

২১২০ খ্রিঃ অব্দে ১২ই আগস্ট

দেহা হইতে পূনাতে পূনা প্রবচন সমিতি দ্বারা পূনা প্রবচন
নির্মাণ করিতেন ।^৩

অর্থ—১৮২০ খ্রিঃ অব্দে ১২ই আগস্ট তারিখে পূনাতে পূনা প্রবচন
প্রকার লিখিয়াছেন—

পরদারোপসেবাং মনমানিষ্টেচিন্তনম্ ।

বিত্তথাভিনিবেশচ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম মানসম্ ॥৫॥

পারক্কাহনুতং চৈব পৈশ্চুতং চাপি সর্বশঃ ।

অসম্বন্ধপ্রলাপচ্চ বাঙ্মহং স্রাচ্চ কুবিধম্ ॥৬॥

অদভ্যাসানুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ ।

পরদারোপসেবা চ শারীর্যং ত্রিবিধং শ্রুতম্ ॥৭॥

মহুশ্বতি অ० ১২১৫, ৬, ৭ ॥

১। মাঝে ১৮২০ খ্রিঃ অব্দে ১২ই আগস্ট তারিখে পূনাতে পূনা প্রবচন সমিতি
দেহা হইতে পূনাতে পূনা প্রবচন সমিতি দ্বারা পূনা প্রবচন
নির্মাণ করিতেন ।^৩

২। ১৮২০ খ্রিঃ অব্দে ১২ই আগস্ট তারিখে পূনাতে পূনা প্রবচন সমিতি
(এই পৃষ্ঠার টিপস ১ দেখা)

৩। এই বাক্যটি মার ১৮২০ খ্রিঃ অব্দে ১২ই আগস্ট তারিখে পূনাতে পূনা প্রবচন সমিতি
দেহা হইতে পূনাতে পূনা প্রবচন সমিতি দ্বারা পূনা প্রবচন
নির্মাণ করিতেন ।^৩

অনুগ্রহ করা হয়। ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ইহাও ইহাও
কারণ দ্বারা, বলা হয়। ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও
অনুগ্রহ করা হয়। ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও
এক জোড়িও প্রমাণিত হয়। ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গোত্রা নব বর্ষা তু যৌবনী
দশবর্ষা ভবেৎ বন্যা তু উদরং ব্রহ্মসমা ॥১
মাতা চৈব পিতা তথা ভ্রাতৃশ্চাভাভা ভৈব চ
ত্রয়ন্তে নরকং বাস্তি দৃষ্টে। বন্যাং ব্রহ্মসমাম্ ॥২॥

কথা নীচ গোত্র হয়, বৈদ্য হয়, বৈদ্য হয় এইরূপ প্রমাণিত
দেখা হইয়াছে। ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও

অনুগ্রহ করিলে মনু মহারাজের বচন—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদ্যোক্তে ত গৃহে বন্যভুমত্যপি ।
উদরং তু কালাদেতস্মাদ্ বিক্ষেত নদৃশং পতিম্ ॥১

মনু মহারাজ এইরূপ বলেন যে, ত্রীণি বর্ষাণ্যুদ্যোক্তে ত গৃহে বন্যভুমত্যপি
ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও

কামমামসুনাং তিষ্ঠেৎ গৃহে বন্যভুমত্যপি
ন চৈবৈনাং ত্রয়ন্তে তু গুণহীনান বহিচিৎ ॥২

প্রাচীন যুগের এই চরিত্র — এই বৈদ্যক গ্রন্থ সমূহে আরও চার অংশ বর্ণনা
করা হইয়াছে। (১) ব্রহ্ম (২) যৌবন (৩) সম্পূর্ণতা ও (৪) কাল। ইহাদের
ব্যবস্থা এই শ্লোকে^১ দেওয়া হইয়াছে।

১। গ, ঘ, ঙ সম্পূর্ণ সমূহ ১০০ বর্ষের পাঠ লেখা আছে। মাদ্রাসে ১২ অধ্যায় "বৈদ্যক" অর্থাৎ
'৮০ বর্ষের' পাঠ আছে। পুণে হস্ত লিখিত গ্রন্থে ১০০ বর্ষের পাঠ আছে। ১২০০ বর্ষের হিন্দী-
অনুবাদ করেন যে সময় কালানিমান সম ১০০০ = সম ১০০০ এ ১০ যোগ করিয়া ৮০ + ১০
= ৯০ অর্থাৎ অর্থাৎ ১০০ বর্ষের করিয়া দিল। পুনর্বার সম্পূর্ণ সমূহ গ্রন্থে ইহাও ইহাও
ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও

২। মনু ২।২০ ॥ মনুস্মৃতিতে হিন্দী চরিত্র পাঠ "কুমারভূমতী" অর্থাৎ। সম্পূর্ণ প্রকাশ
নং বিং পৃষ্ঠা ১০০ আছে। পুণে হস্ত লিখিত গ্রন্থে ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও ইহাও

৩। মনু ২।২০ ॥

৪। হিন্দী নং '১০ সমস্ত বাক্য'। মাদ্রাসে '১০ শ্লোক' পাঠ আছে। পুণে হস্ত লিখিত ইহাও
শ্লোক নং, ইহাও গন্ত।

অধ্যয়ন চলুক, পরীক্ষা গ্রহণ হোক এবং বেদ অধ্যয়ন সর্ব প্রকারে^১ উৎসাহ লাভ করুক এরূপ [প্রযত্ন করা] উচিত।^২

দান—আজকাল দান শব্দের অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় উহা যথাযথ নহে।
উদয় সর্বত্র পেটুক ভ্রাঙ্কণরা বলেন—

পরাম্নং তুলভং লোকে শত্রীরাগি-পুনঃ পুনঃ।

বিশেষনা মূলক দান সর্বদা দেওয়া উচিত। কিন্তু ইন্দ্রাণী^৩ মাতৃশ্রী পীতা পীতা^৪ ব্রহ্মাপি মৃতঃ^৫ এইরূপ বাক্য প্রচার করিয়া দানের মিথ্যা অর্থ করিয়াছে বিজ্ঞা বুদ্ধির জগৎ ব্যয়, কলা কৌশলের (উন্নতির) জগৎ ব্যয় করা এরূপ দান সমুচিত।

আশ্রম চার—ব্রহ্মচর্য আশ্রমের বর্ণনা পূর্বেই করা উইয়াছে।

গৃহস্থ আশ্রম ইহাতে পরম্পর প্রতি বৃত্তি বৃদ্ধি হয় সামাজিক হিংসা বৃদ্ধি হয় ইহাই মুখ্য ধর্ম। এইরূপ সামাজিক প্রতি বুদ্ধির জগৎ মৃত্তি পূজা আদি পাষণ্ড কর্ম নষ্ট হওয়া উচিত।

সমুদ্রো ভাঙ্গয়া ভর্তা ভাঙ্গা ভক্তা^৬ তথৈব চ।

যন্মিষ্মেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ক্ষুব্ধম্ ॥^৭

উপর্যুক্ত শ্লোকে বর্ণিত বচনানুসারে গৃহস্থদের আনন্দে থাকিয়া নিবাস করা উচিত, ইহা তাহাদের মুখ্য ধর্ম।

১। হিন্দী সংস্করণ সমূহ “দুঃখের কথা র প ন ‘অতএব একটা হুকু বেন স্থানে স্থানে বেদশালা সমূহ থাকুক, সেখানে বেদ অধ্যয়ন করান হোক, পরীক্ষা গ্রহণ করা হোক’ অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের সর্ব প্রকার’ এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়।

২। ঋষি দয়ানন্দ সরস্বতী অত্র ব্রহ্ম এইরূপ বহু আদেশ উক্ত র অনুসারীদের দিয়াছেন। এবং হংবাজী ও ফারসী পাঠশালা স্থাপন করা নিষেধ করিয়াছেন।

(ঐ ঋষি দয়ানন্দ মহাবাজের পত্রাবলী ও বিজ্ঞাপন পৃঃ ৪২, ২৫৯, ৫০১, ৬২২, ৬৩৫, ৬৮৪ ৭৮১ আদি. সংস্করণ ৩) তথা পণ্ডিত ভগবতন্ত্র লিখিত দা. দয়ানন্দের পত্র ও বিজ্ঞাপনের, ভূমিকা (প্রথম ভাগ) পৃঃ ৪৭—৭২ (তৃতীয় সংস্করণ) পত্রিত্ব আত্মমাত্ত ঋষির এই মহান আবশ্যক আদেশ উল্লেখন করিয়াছে এবং করিয়া চলিয়াছে। হাজার ০ গ্লানি আত্ম সমাজের নাপ ছাড়া আর কি হইবে?

৩। এখানে পাঠ উষ্ট্র হইয়াছে প্রতীক হয় ‘দত্ত, দত্তা’ পাত হওয়া উচিত। কেননা এখানে দানের প্রকরণ আছে, পান (=পান করার) এর নাই।

৪। মন্তব্যসিদ্ধিতে ‘ভাষা ওয়া’ এইরূপ পূর্বাপর পাঠ আছে। সত্যায় প্রকাশ হওয়া সম্ভবে বিধিতে উক্ত, ন পাঠ টিকই আছে। লেখক এখানে পদ ন বশতঃ বাতীস করিয়াছেন।

৫। মন্তব্য ৩৬৩।

বানপ্রস্থ —এই আশ্রমে বিচার নিবেশনার দ্রুত থাকা কর্তব্য। তপ অর্থাৎ
বিজ্ঞাসম্পাদন করা, ইহা উচিত কর্তব্য।

সংন্যাসী—সংন্যাসীর পক্ষে সমস্ত জগতে শ্রমণ করা সহুপদেশ দেওয়া
উচিত, ইহাই তাঁহার দৃশ্য কর্তব্য। যথার্থ উপদেশ শ্রবণে যন্ত্র মহারাজ
বলেন—

দৃষ্টিপুত্রং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপুত্রং জলং পিবেৎ ।

সত্যপুত্রং বদেদ্, বাচং মনঃ পুত্রং সমাচরেৎ ১

পঞ্চাশিখা [চাখা] এবং শঙ্করাচাখা, ইহাদের ইচ্ছাশাসন দেখা উচিত তাঁহারা
গদা সত্য এবং সত্য উপদেশই দান করিয়াছেন, সেই রূপে সংন্যাসীর শু উপদেশ
দান করা উচিত।

সহ নাববহু সহ নো ভুজন্ত, সহ বীর্যং কারাবাবহে

ভেজস্বিনাবদাতমস্ত্র মা বিদ্বিষাবহে ॥২ কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা ।

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

(ইহা বলিয়া ব্যাখ্যান সমাপ্ত করিলেন)

চতুর্থ প্রবচন ধর্মধর্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

শনিবার, ১০ জুলাই ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ, ধর্মধর্ম এই বিষয়ে দয়ানন্দ সরস্বতী ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন^১ সে সময়ে যে প্রশ্নোত্তর উপস্থিত হয় সেগুলি—[এই]

প্রশ্ন—বেদ সমূহে মন্ত্রময়^২ দেবতাদের অথবা বিগ্রহবর্তী দেবতাদের [কি] প্রতিপাদন করা আছে? সাধারণ দেবতাদের অভাবে জড়মতি অজ্ঞানী জন সাধারণ কিভাবে পূজা করিবে এবং ধর্ম ব্যবহারে তাহাদের কিরূপে নির্বাহ হইবে।

উত্তর—বেদের তিনটি কাণ্ড—উপাসনা, কর্ম ও জ্ঞান। পরন্তু উপাসনাকাণ্ডে কেবল মাত্র একটি উপাসনাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ইহা নহে, অথবা জ্ঞানকাণ্ডে জ্ঞানই প্রতিপাদিত অথবা কর্মকাণ্ডে কর্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা নহে। উপাসনা কাণ্ডে উপাসনা প্রধান, পরন্তু উহাতে জ্ঞান ও কর্মের নিকৃপণ ও পাওয়া যায়। এইভাবে সর্বত্র^৩।

মীমাংসার প্রারম্ভ “অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা” এইরূপ আছে। উহাতে কর্মের বিচার করা আছে। উহাতে যে ‘অথ’ এবং ‘অতঃ’ শব্দ আছে ইহাদের অর্থ বিষয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে^৪ এবং উহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কাণ্ডের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা বিষয়ক বোধ হইয়া থাকে কেহ কেহ একথাও বলিয়া থাকেন, কিন্তু সেক্ষেপ করা প্রশস্ত নহে। আখ্যায়ন^৫ স্থূল ব্যবস্থা দিয়াছেন, উহা দেখা উচিত।

১। আষাঢ় শ্রাবণ ৭, ১৮৭৫। এই তারিখ ও দিনের নির্দেশ চতুর্থ প্রবচন কণ প্রশ্নোত্তর বিষয়ক।

২। প্রবচন সংখ্যা ৩ প্রস্তাব। এ ব্যাখ্যান বঙ্গ-ই এ ৮ জুলাই বৃত্তান্তবিধান ভবন ছিল (দ্রঃ পৃষ্ঠা ৩৮, টিপি ৩)।

৩। অর্থাৎ জ্ঞান কাণ্ডে জ্ঞান প্রধান, কর্ম ও উপাসনা গৌণ, কর্মকাণ্ডে কর্ম প্রধান, কর্ম ও উপাসনা গৌণ।

৪। সম্ভবতঃ, এই লঙ্কেইটি মীমাংসার শাবর-ভাষ্যকে (১৮৭৫) লক্ষ্য করিয়া করা হইবে। শাবরভাষ্যে এই সমস্ত শব্দের অর্থ সম্বন্ধে পরীক্ষা বিচার করা হইয়াছে।

৫। এই বর্ণনা হইতে একপ ধারণা হয় যে, আখ্যায়ন পূর্ব-মীমাংসার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন এবং উহাতে ‘অথ’ ও ‘অতঃ’ ইহার ব্যাখ্যা শবর স্যামী কৃষ্ণ বাণী ইত্যাদি ভিন্ন। সত্যার্থ প্রকাশ ও সংসারনিবৃত্তি প্রমুখ দয়ানন্দ সরস্বতী মীমাংসার ব্যাখ্যায়নি কৃষ্ণ শাক্য পাঠ করিবর নির্দেশ দিয়াছেন। ‘পুণ্যকল্পন্য’ গ্রন্থের লেখক পূর্ব ও উত্তর ভাষ্য মীমাংসা বিষয়ক বোধ দ্বয় মুক্তিকৃত ব্যাখ্যার নির্দেশ করিয়াছেন। বেদান্ত বিষয়ে বোধায়ন গ্রন্থের নির্দেশ অবধান আচরণ করিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয়ে বিচার করিবার পর অনেক অভিপ্রেত এই যে, আখ্যায়নের স্থলে বোধায়ন নাম অধিক যুক্তি বুল হইতে পারে।

বর্তমান সময়ে কর্ম বেদ-মতের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কারণ জৈমিনি পৃথি কর্মকাণ্ডে মন্ত্রময়ী দেবতা স্বীকার করিয়াছেন^১ এবং কর্মের অধিকার লানক^২ যোগালা প্রাপ্ত পুরুষেরই আছে, মানেন ইহার দ্বারা কর্ম বিষয়ে জড় বুদ্ধি পুরুষের কোনও অধিকার নাই এইরূপ (সিদ্ধ) হয়। যদি কর্মকাণ্ডে মন্ত্রময়ী দেবতা থাকে তাহা হইলে কো 'উহাঃ' মূর্তি দেবতাদের প্রবেশ নির্ধিক

উপাসনা প্রভৃতির আবার যেরূপ যোগশাস্ত্র মেরূপ কর্মকাণ্ড মীমাংসার আধার। পরন্তু যোগশাস্ত্রে মূর্তিপূজা বিষয়ে কোনও বর্ণনা পাওয়া যায় না। জ্ঞানকাণ্ডে মূর্তির কোনও প্রয়োজন হয় না^৩ ইহা সবসম্মত [সিদ্ধান্ত]। এ বিষয়ে জৈমিনির মতে, পত্রকলির মতে এবং ব্যাস দেবের মতে মূর্তিপূজা গৃহীত হয় নাই, অর্থাৎ পূর্ব-মীমাংসা-শাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, উক্তর মীমাংসা অথবা বেদান্ত-শাস্ত্র, এ সমস্তে মূর্তিপূজার কোথাও অবকাশ নাই।

এ বিষয়ে যদি কেহ বলে যে, মূর্তি গ্রন্থে মূর্তি পূজার বিধান আছে এবং মূর্তিকে, অনুমান অনুসারে শ্রুতি-মূলক^৪ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উপলব্ধি লাগিতে মূর্তি পূজা উপদিষ্ট না থাকিলেও লুপ্ত শ্রুতিতে মূর্তি পূজা [র বিধান] আছে, এইরূপ স্বীকার করিয়া মূর্তিপূজা করা উচিত^৫। শ্রুতি ও মূর্তির সম্বন্ধ এইরূপ স্বীকার করিয়া এবং অনুপস্থিত শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া উপস্থিত গ্রন্থ সমূহের আধারে যে বিধানের কথা বলা হইতেছে, সে বিষয়ে গোলমাল সৃষ্টি করা প্রশস্ত বলিয়, বোধ হয় না, বর্তমান সময়ে চার বেদ ও প্রত্যেক বেদের বহু শাখাও পাওয়া যায়।^৬

১। মন্ত্রময়ী দেবতার বর্ণনা পূর্ব মীমাংসা অঃ ৯ পঃ ১২ ২। লানক ভাষ্যে উক্তব্য।

২। লানক অর্গ ২ আদীত বেদ। অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রময়ী দেবতা বাধ্য করণে প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় 'বেদান্ত মনান্তর' বর্ম 'জ্ঞানলা কটর'। এইরূপ স্পষ্ট লেখা আছে।

৩। অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে।

৪। শ্রুতি নথুতে শ্রুতি-মূলক স্বীকারের পূর্বে উপ দান লগমান জৈমিনী "বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং শ্রাদ্ অসতি হুমানম্" (অঃ . পাঃ ১, সূত্র ৩) অনুসারে করিয়াছেন। পরন্তু শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটিলে তথা সোভ দি পত্রক হেতুনুতক ইত্যাদি মূর্তি প্রমাণের যোগ, হয়না, ইহাই মুখ্য সিদ্ধান্ত। (ত্রঃ খীঃ ১।৩।৩—৪)।

৫। দঃ সত্যার্থ প্রকাশ প্রথম সংস্করণ অনুসারে ১১, পৃঃ ৩৩১, তথা সংশোধিত সংঃ অনুঃ ১১, পৃঃ ৫৪৬-৫৪৮। এখানে এ বিষয়ের বিস্তৃত ভাবে লেখা হইয়াছে। এই সম্পূর্ণ মন্তব্যের তুলনামূলক ব্যাখ্যা সত্যার্থ প্রকাশের উক্ত সংস্করণের পাঠ প্রথম পর্বে দৃষ্ট হইতেছে।

৬। সম্প্রতি ঋগ্বেদের শাকল্য নৈশিরীয় এবং শাক্যায়ন, শুক্ল যজুর্বেদের মাধান্দিয় ও কথঃ; কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয়, মৈষাধ্যয়ী, কঠক এবং কঠ-কপিষ্ঠন, সামবেদের কোণ্ময় রণায়নী ও জৈমিনীয়, অথর্ব বেদের শৌনক ও পৈপ্পলাদ—এই সবসম্মত ১৪ শাখা মুদ্রিত তথা হস্তলিখিত রূপে পাওয়া যায়।

শাখা ভেদ কয়েক প্রকার আছে^১। যাঁহা মূল বীজরূপী বেদ সমূহে রহিয়াছে, সেইরূপ বর্তমান যে স. হ. শাখা পাণ্ডে যার উৎপত্তি নহে, উহা লুপ্ত শাখায় আছে, একপ কল্পনা বৃত্তিবৃত্ত নহে। আশ্বিনাশ্বিন, কাশ্যাপাদি শ্রোত্র-সূত্রকার^২, নহে শাখার মন্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই। এ কারণ অমুক মন্ত গ্রহণ করি নাই, একপ উক্তির প্রকাশ করেন নাই। অতঃপর স. হ. শাখার বর্তমান জগৎ স্তম্ভবৎপন্ন করা উচিত, একপ কথার ইচ্ছা^৩ বলাই নাই। আমরদের বক্তব্য এইরূপ যে পূর্ব মীমাংসা, যোগ এবং উক্তির মীমাংসা এই শাস্ত্র গ্রন্থ সমূহকে রূপান্তরিত দেখুন। এইরূপ শ্রুতপথ আদি গায়ে, নিকট, পার্শ্বস্থান মত ভাবো। নহে শাখা সমূহকে^৪ গোপন কপেও দেখিবার কোন চেষ্টা নাই। অতঃপর “মুনির প্রতিভা” কত বিস্তারিত, এই অভিমতাদিসারে আধুনিক অমুক বাবদকে অগ্রাহ্য করিয়া ইচ্ছামত যতটুকু পাবা যায় ততটুকু জ্ঞাপক^৫ বাহির করা হইবে অপশঙ্ক কাব্য। যাঁহা শুটুক, বেদ ভূপা শাস্ত্রে মূর্তি পূজার^৬ [বিবাহন নাই, এ বিষয়ে আলোচনা কর হইয়াছে।

এমতাবস্থায় মুচ ও আত্মানীরা শব্দগত দেবতা বা শ্রুতি কল্পে আপন জীবিকা নিবাহ করিবে? এই সমস্যার সমাধান করুন। আমরদের মতে মূর্তির পক্ষেও মূর্তি

শাখা ভেদ পঞ্চদশতঃ উক্ত প্রকারের। প্রবচনঃ—যে শাস্ত্র বেদের স. হ. শাখার অর্থমূল স্থানে পালিক পালক অর্থমূল পালকের নিমিত্ত দিয়া অর্থ জ্ঞান করান তাহা যথ—সং. ১. ১৭ ব ‘দাতব্যস্ত বধায়’ অর্থে ক. হ. শাখায় ‘দ্বিত্যন্ত বধায়’ পাঠ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বেদ মন্তের পাঠ ভেদের সহিত ব. কল্যাণের ও স. শিখণ কপ হইয়া, যাক বধা—ক. হ. মন্তের শাখা সমূহ।

অথি দয়ানন্দ সরস্বতী সংগ্রহপ্রকাশের প্রথম সংস্করণে এই কথাই উল্লেখ্যে স্পষ্ট করিয়াছেন—শাখা বেদব্যাখ্যান সমূহের ল. য. বক্তব্য স্থায় মূর্তির দ্বারা করা হইয়াছে। যথ—
‘মনো জুতিজুর্ষতামাজ্যস্ত’ এইরূপ পাঠ আছে। ইহা দ্বারা [জুতি শব্দ] স্পষ্টার্থক হইল। সং. প্র. প্রথম সংস্করণ পৃষ্ঠা ৩৩২ ॥

২। এই পদের সম্বন্ধ পরে “এইরূপ কোথাও বলা হয় না” ইহার সহিত আছে। তাৎপর্য্য এই যে, এই শ্রোত্র-কাবগণ একথা কোথাও লেখেন নাই যে, আমরা লুপ্ত শাখার মন্ত গ্রহণ করিতে পারি নাই। এ কারণ আমরা লুপ্ত শাখা সমূহের মন্ত গ্রহণ উক্ত করি নাই।

৩। অর্থাৎ পূর্বনির্দিষ্ট শ্রোত্র সূত্রকারদের।

৪। অর্থাৎ লুপ্ত শাখাতেও মূলপূজা বিষয়ে অপর কল্পে ও প্রমাণের কোনও চিহ্ন নাই।

৫। অর্থাৎ বর্তমান আধুনিক কর্মকাণ্ডের প্রত্যেক নির্দিষ্ট শ্রুতিমূলক জ্ঞাপক সমূহকে বর্জিত কর সম্ভবতঃ এই সংকেতি ৩টি কুণ্ডলিলের প্রতীকরণের (মী. ১। ৩। ১) ইত্যাদিক বাধা নের প্রতি সংকল্প করা হইয়াছে। এই অতিকরণ এবং অন্য যে সমস্ত শ্রুতিব. ন. ক. ন. বিবর্তিত তথা লোভাদি দুষ্টমূলক বল হইয়াছে, কুনারিতা ভ. নে সমস্তকে সহন বুরপকের হ. ত. হ. তে রক্ষ করিয়া স্মৃতি মূলক হ. নিক করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পরিবর্তন ঘটবে না, যে জড়, সে জড়ই থাকিবে আর যে সচেতন, সে চিরকালই সচেতন।

প্রাণ প্রসিদ্ধ কথা হইতেছে যেহেতু জড়মূর্তি পূজনের একপ মনে করিবার মূল কি হইয়াছে। মোর উচ্চতম ধর্ম হইল চার বেদ অথবা গুরু শ্রোত মত প্রভৃতির অথবা বদধর্মের কোথাও পূন প্রসিদ্ধ করিবার যত্ন নাই। তাহা হইলে 'প্রাণেভ্যোঃ অমঃ' এই বাক্যের স্থান প্রায়শঃ মূর্খ কোথা হইতে আসিল? ইহাবাদ্যের অমঃ হিন্দুদের ইচ্ছা, না, না আমি ভুলিয়া গিয়াছি, আমাদের আশ্রয়ের কর টি ১০ হিন্দু নামের উচ্চারণ আমি ভুল বশতঃ করিয়াছি। হিন্দু আমায় কখনও কখনও, হে নৃপতি, হে নৃপতি হুসমানেরা আমাদের দিয়াছে। আমি চতুর্কে নৃপতিবংশঃ করিব করিয়াছি। আশা অর্থাৎ প্রার্থ, ইহা আমাদের নাম।

বিজ্ঞানীভাষ্যান্ বে চ দশ্যন্তো বহিঃক্ষেপে বন্ধনা শাসদভ্যন্তান্

শাকী ভব যজমানস্ত চোদ্ভিত্তা বিদ্যেভ্যো ভে সধমাদেষু চাকন।^১

অথেন সংহিতা

আর্যো লাক্ষণ কুমারভোঃ। অষ্টোধ্যায়ী পানিনীয়।^২

আর্যো^১ দশ্যন্তো বহিঃক্ষেপে বন্ধনা শাসদভ্যন্তান্। আর্যো যাহারা বহিঃক্ষেপে বন্ধনা শাসদভ্যন্তান্। আর্যো যাহারা বহিঃক্ষেপে বন্ধনা শাসদভ্যন্তান্। আর্যো যাহারা বহিঃক্ষেপে বন্ধনা শাসদভ্যন্তান্।

প্রসিদ্ধ কথা যে অথবা শাসন ন ৫৭মের ইচ্ছা হইল। আর্যো যাহারা বহিঃক্ষেপে বন্ধনা শাসদভ্যন্তান্। আর্যো যাহারা বহিঃক্ষেপে বন্ধনা শাসদভ্যন্তান্। আর্যো যাহারা বহিঃক্ষেপে বন্ধনা শাসদভ্যন্তান্।

যদি কেহ একপ মনে যে, 'আমরা'। এই সময় অহংমূর্তি প্রাণ বলিয়া স্বীকার করি নাহা হইলে সেই সময় অহংমূর্তি—

পৌত্রা পৌত্রা পুন পৌত্রা নানং পততি ভূতলে।

পুনরুত্থায় বৈ পৌত্রা পুনরুত্থায় ন বিভভে ॥

এতাদৃশ তাত্ত্বিক মতের মধ্যে, বৈদিক মতের দাবী কোথা হইতে আসিল? এ কারণ জড় মূর্তির চেহারা উপর হয় না, এই মত দ্বারা স্বভাবতঃ যে জড় পদার্থ উত্থানে প্রাণ সঞ্চার করা নো দূরের কথা, পরন্তু স্বভাবতঃ জীব

১। নৃপতি মতঃ ১১, পঞ্চম স্তম্ভের পৃষ্ঠা ৩৩০ পূর্ব পানিনীয়া বিদ্যক প্রায় ১২মস্ত মন্ত উদ্ধৃত আছে।

২। ক. ১৫১৮ ॥

৩। অষ্টোধ্যায়ী ৩২৫৮ ॥

৪। ইহা মারঠির আদর মতক অব্যয়।

অবস্থানক বৈ সম্বয়ন মুঃ পঠ্যে, যাহাও প্রাণ সকা র হওয়া উচিত এবং মুক্তকের
জীবন সকা র হওয়া সম্ভব, উহ্যে কেন সেহণ হয় ন এইচপ প্রাণ প্র'ষ্টা
করিবার ভণ্ডামীতে আছেটা কি ?

প্রশ্ন আপনাদা কোন ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ জানেন ন এ অসম্বয় বর্ণ শ্রমের বাবস্থা
কিভাবে ক'রবেন ? ব্রাহ্মণ কে ? ক্ষত্রিয় কে ? শূদ্র বা ক ?

উত্তর অশ্রম ১৫টি ক্ষত্রিয় গুণ ১২টি, ব্রাহ্মণ ১৪টি, শূদ্র ১০টি
অধ্যয়ন, ইহার অবস্থার সব মানবের রহস্য হে যে যে প্রকারের সংস্কার যাহার
যাহার মাধ্যম থাকিবে সেই সেই প্রকারের যেরূপ যাহার মতো বুদ্ধি লাগু
হইবে। আমাদেব দেশে কোন মহান্ কর্ম সনা নাই যথব প'রম নাই সে
কার্য আশ্রম ব'বস্থা ও জাতিবাবস্থা ২ ইচ্ছা অশ্রম কণ দাব্য করিয়াছে।
জাতি, মানুষ দুই ভাগ করিয়াছে, যথন যক শ্রম্যক প'রম্য ম'ল্লসের যত
প্রয়োজন তত পাওয়া যায় না, দেশে সম্ভবম'ত প'রম্য ম'ল্লস দলে দলে ঘুরিয়া
বেড়ি হইছে। যতারা আনু'নিক সম্মানায় আনসারে ম'ল্ল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে
তাহাদের গণন ১৪ আশ্রমের মধ্যে কোন আশ্রমে যত হইবে ? শত্রু বিধি ভাগ
করিয়া ম'ল্ল ইচ্ছামিত্ত থাকি আরম্ভ করিয়াছে, ইহা গায়ের জোরে শূদ্র,
বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই বাবস্থা গুণ ও বর্ম অল্পমারে করা হইক, প্রাচীন
আগাদের বাবস্থা এই ভাবেই করা হইত। তাহারা জন্ম অল্পমারে ব্রাহ্মণ স্বীকার
করিতেন না।

জান অতি [৩] জাবাল ইহার ন'চ (কুলোৎপন্ন) ছিলেন, ৩ জাবাল ঋষির
কথা ছান্দোগ্যপনিষদে উল্লেখ আছে। জাবালের মাতা ব্যভিচারিণী ছিল, কিন্তু
গুরু সকাশে [গমন করিয়া] জাবাল সত্য কথা বলে, এই কথন মাত্র দ্বারা গুরু
প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বলিলেন - 'জাবাল ! তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, তুমি ব্রাহ্মণ।'^১
এই কথা বলিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণত্ব দান করেন।

১. মাণ্ডী সংস্করণে 'জাতি' ব'বস্থা পাঠ আছে। ইহাও অল্পমারে বর্ণ ব'বস্থার সহিত ব'হিয়াছে
ভাব্যতেন সত্য জাতি শব্দের প'র্যায় 'বর্ণ' অর্থে ব'বস্থিত হইয়াছে জানা উচিত।

২. স্ব'য়ং দয়ানন্দ ব'ব'বস্থা 'গুণ কর্ম শ্রম' অল্পমারে স্বীকার করেন। সম্ভবতঃ এখানে 'শ্রম' পদ বাদ পড়িয়াছে। হিন্দী সংস্করণে শ্রম পদ ও পাওয়া যায়।

৩। হিন্দী সংস্করণে ছা. উপ. ৩১২.৩ এ শূদ্র বলা হইয়াছে, জাবালীর কথা ছা. উপ. ৪৪১-৪ উল্লেখ
আছে।

৪। ছা. উপ. ৪৪১-৪ ॥

পুনা শব্দে একই ভাব উৎপন্ন আছে, ইহারও অর্থ করা প্রয়োজন

“ব্রাহ্মণোহিত্য মুখমাসাদ্ বাহু রাজন্তঃ কৃতঃ

উক্ৰ তদস্য বদ্যৈবগুঃ পদভ্যাং শূদ্রো অজাতাত” ১

পুনা শব্দের মূল ‘সহস্রশাখা’ এই পদটি বহুব্রীহি, উহা তৎপুরুষ নহে। ২
যখন গজাখ্যাং নে যঃ নক্ষণং দদং ইত্যবসরং কুরুবে ইত্যং সেই পুরুষকে
সম্মুখে প্রাচীনে উপবেশন করান অর্থ করা উচিত।

পূর্ণহাং পূরিশমসাদ্ বা পুরুষঃ।

ইহা ‘পুরুষের প্রমাণ’

সেই পুরুষের দুই পদে ‘পূ’ থাকিলে ‘পূ’র স্থানে ‘পূ’র স্থানে—ফলবান্ (যিনি) তিনি
বিশেষ। পূর্ণহাং বাক্যে ‘বাহু’ অর্থ ‘বীহু’ এইকরণে ‘বাহু’ দেখিয়া উঠিয়াছে। ৪
ইহার অর্থ যে ‘ক’ বীহবান্ সেই ফলবান্, এমতাবস্থায় উঠাই হয়।

বাহু এক বিভাগে যে চতুর, সে ‘বীহু’। এহার ‘পদভ্যাং শূদ্র অজাতাত’
উক্ত যে ‘পদ’ শব্দ আছে ইহার অর্থ নীচ মানিয়া দুইই অর্থ গ্রহণ করিয়া
উহার অর্থ হয়—শূদ্র, এইকরণ [‘বীহু’র করিয়া উঠাকে নীচ] বলা কি প্রকারে
সম্মুখীন হইতে পারে? ‘যানি ভাষানি সাগরে তানি ব্রাহ্মণস্য নক্ষিণে
পদে’ এখানে যে ‘পদ’ শব্দ বহুস্থানে উহা ‘করণ’ উক্ত পূর্ণ ইহা অবশ্যই

১। ‘ব্রাহ্মণোহিত্য মুখমাসাদ্ বাহু রাজন্তঃ কৃতঃ’ ইহার অর্থ ‘ব্রাহ্মণের মুখমাসাদ্ বাহু রাজন্তঃ কৃতঃ’ ইহা
পট্টক ‘ব্রাহ্মণোহিত্য মুখমাসাদ্ বাহু রাজন্তঃ কৃতঃ’ ইহার অর্থ ‘ব্রাহ্মণের মুখমাসাদ্ বাহু রাজন্তঃ কৃতঃ’
পুনা শব্দের মূল ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’
অনুপদে ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’
করণ ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’
নত শব্দ পুনা ও উক্ত করণ ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’
দিয়াছেন। ইহার উল্লেখ আশ্রয় (পৃষ্ঠা ৩৮ টি ৩) করিয়াছি।

২। ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’ ইহার অর্থ ‘সহস্রশাখা’
করা হইয়াছে।

৩। ‘ব্রাহ্মণোহিত্য মুখমাসাদ্ বাহু রাজন্তঃ কৃতঃ’ ইহার অর্থ ‘ব্রাহ্মণের মুখমাসাদ্ বাহু রাজন্তঃ কৃতঃ’
যঃ ‘পুরুষঃ পূরশব্দঃ, পূরিশব্দঃ, পূরবহুভূতঃ’। পূরশব্দঃ পূরশব্দঃ পূরশব্দঃ পূরশব্দঃ

৪। ‘বাহু’ বা ‘বীহু’ এই পট্টক ‘বাহু’ বা ‘বীহু’ ইহার অর্থ ‘বাহু’ বা ‘বীহু’ ইহার অর্থ ‘বাহু’ বা ‘বীহু’
পৃষ্ঠা ১৫৪ এ উক্ত করা হইয়াছেন। কিন্তু এটি অনুপূর্বের পট্টক আশ্রয় পাঠি নাই। ইহা, এই
অর্থযুক্ত ‘বীহু’ বা ‘বীহু’ ইহার অর্থ ‘বীহু’ বা ‘বীহু’ ইহার অর্থ ‘বীহু’ বা ‘বীহু’
ভাষা ভূমিকার বীহু শব্দ প্রকরণ (বামলাল কপূর ট্রাস্ট সং পৃষ্ঠা ২৬০) স্থানে শব্দ ‘বীহু’ এর
পূর্ব নির্দিষ্ট বচনই উক্ত হইয়াছে।

[illegible][illegible]

८. श्री-यदि पद ० सार्वभौम मान दिनांक १९८८ के २२ अक्टूबर १९८८

উত্তর—শব্দের কোনও আকার নাই তথাপি শব্দ ধ্যানের দ্বারা দেয়া, না দেয়া? আকাশের কোনও আকার নাই তথাপি আকাশের ধ্যান করা যায়, —না, করা যায় না? জীবের কোনও আকার নাই তথাপি জীবের ধ্যান হয়, না হয় না? জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, দৈব, প্রযত্ন এসমস্ত নষ্ট হইল, আর জীব [দেহ হইতে] বাহির হইল, একজন কৃষকও ইহা দেখিয়া বুঝিতে পারে ধ্যানকে এইরূপই পদার্থ জ্ঞানিবে। যোগ প্রভৃতি শাস্ত্রে ধ্যানের লক্ষণ দেওয়া আছে—

২. এতুল স'কামী, নর কন্য য প্রভি কর গণন, কর হইয়াছে ক'হাও 'স'ক' নী গুণগ অদি ধ হু
স্মা ক'হিলেন' এতাদৃশ প'হ' লখকেত দাবা ব'ল হইয়' ত মনে হই . প্র. পরবর্তী টিপ্পনী।

৩। কোষ্ট স্তম্ভ পট হিন্দী সংস্করণে অঙ্ক উহা স্পষ্ট বাক্যে লেখ

৪ এই বাক্যটির অর্থ হইতেছে যে, সংস্কৃত নীতি প্রাচীন পূর্ব চারিত্র্যপূর্ণ প্রাচীন সন্তান
প্রভৃতি ধর্ম্ম স্মরণ করিয়াই একমুখি হইয়া বহুদায় বহিষ্কৃত হইতে পারে। ইহা লিখিত
সময় বাদ পড়িয়াছে। অঃ সত্যার্থ প্রকাশ প্রথম সূত্রঃ।

“রাগোপহতির্ধ্যানম্” ১১১।

“ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ ১২১। সাংখ্যশা• ১”

“ভক্ত প্রত্যয়েকভাবিতা ধ্যানম্ ১৩১। যোগ শা• ২

সাকারে ধ্যান করিবে কি রূপে ? সাকারের গুণ সমূহের জ্ঞানাকার না হওয়া পর্যন্ত ধ্যান সম্ভব হয়না [অর্থাৎ ইহা হয়না যে, জ্ঞানের পূর্বে ধ্যান হইয়া যাইবে]। জ্ঞাত্যে, এক স্বল্প পরমাণুর ও অধম, উচ্চম [এবং] মধ্যম এইরূপ অনেক বিভাগ জ্ঞান বসের দ্বারা কল্পনায় ধরা দেয় যদি কেহ এইরূপ বলে যে [বলতো] হাতের মুঠায় ‘ক’ পদার্থ আছে ? সম্ভবতঃ উহাকে না জ্ঞান পর্যন্ত কিভাবে ধ্যান করা যাইবে ?

এদ্বারা আমার এই মত বক্তব্য যে, প্রত্যেক ব্যক্তিত্ব সেই পদার্থ সমূহে জ্ঞানবির জন্ম পায় ও অনেক দৃঢ়তর মনল উপায় আছে জ্ঞাত্যে, অনুমান, উপমান, শব্দ, ঐ হৃদ, অর্থোপনি, সম্ভব ও অসম্ভব—এই সাতটি উপায় আছে। অনুমান জ্ঞানের সম্মুখে প্রত্যক্ষের প্রতিষ্ঠা কোথায় ? ইহা নিচারণীয়, অসম্ভব।

১। সাংখ্য অ৩• ১১, অ২• ১১

২। যোগ অ২।

৩। মরাঠী-সংস্করণে ‘আচ’ শব্দ আছে। পূর্ব বাক্যে ‘প্রত্যক্ষের অন্তরিক্ত’ নির্দেশ থাকায় এখানে ‘সাক্ত’ শব্দই ইঙ্গিত উচিত।

৪। জ• পূর্ব পৃষ্ঠা ২২, পং ২—১৮।

পঞ্চম-প্রবচন

বেদ-বিষয়

আমি দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার-পেঠের বাড়ে
তাং ১৩ই জুলাই^১ দিন, রাত্তিকালে আট ঘটিকার সময় 'বেদ' বিষয়
যে ব্যাখ্যান দিচ্ছিলেন উহার সারাংশ—

ওম্, দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্ ।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে । মিত্রস্য চক্ষুষা
সমীক্ষামহে ।^২

অত্কার ব্যাখ্যানের বিষয় বস্তু 'বেদ'। ইহার বিচার তিন প্রকারে করা
প্রয়োজন—

(১) বেদের উৎপত্তি কিসে হইয়াছে ?

(২) বেদের কর্তাকে ? এবং

(৩) বেদের প্রয়োজন কি ?

পরমেশ্বর বেদের কর্তা। বেদ অর্থাৎ জ্ঞান, বেদ অর্থাৎ বিদ্য জ্ঞানও
বিদ্যা এই দুইটি সম্পূর্ণ সমতুল্য সমূহের মধ্যে উত্তম, জ্ঞান স্থখের কারণ, জ্ঞান
বাতীত স্থকারণক পদার্থও দুঃখ কাটক হয়, কেননা, জ্ঞান বাতীত পদার্থের
যোগাযোগনা করা সম্ভব নহে। ইহাদের জ্ঞান অনন্ত এ কারণ "অনন্তা বৈ
বেদাঃ"^৩ একপ বচন পাওয়া যায়, অনন্ত এটি উহার সংজ্ঞা। পরমেশ্বর অনন্ত
জ্ঞানবান্। মনুষ্যের যোগাত্মা বুদ্ধির ক্ষমতা এবং উহাকে উচ্চ পদে লইয়া যাইবার
ক্ষমতা সহজ^৪ প্রবৃত্তি বহিরাছে এবং এই কারণকে^৫ সকল করিবার ক্ষমতা [যাহা]
বিজ্ঞার প্রকাশ করায়, সেই প্রকাশ^৬ "বেদ" মনুষ্য, এই অনন্ত জ্ঞানের অর্থাৎ
বেদজ্ঞানের পক্ষে যোগ্য অধিকারী। এই জ্ঞানের উদ্ভব মনুষ্যের দ্বারা
হয় নাই।

১। আষাঢ় শুক্লা ১০, মঙ্গলবার, মধ্যং ১৯৫২।

২। যজুঃ ৩৬ ১৮। পরোপকারিণী সত্যধারা মুদ্রিত মরাঠী সংস্করণে "ওম্ ৫ ৩৭। প্রতীক প্রস্তুত
হইয়াছে উহা অস্বক। পুণমুদ্রিত হিন্দী সংস্করণ সমূহে যথেষ্ট প্রতীক পদ্য কা সংস্করণ হাই
জ্ঞানো প্রয়োজন যে, একপ ভুল কিরূপে হইল। সন ১৮৭২ এর মার টা সংস্করণে কোনও
নির্দেশ পাওয়া যায় না। ৩. অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা উৎপন্ন করা পদার্থ

৪। তৈঃ ব্রাঃ ৩। ১০। ১১।

অপল্ট আছে।

৫। মরাঠী সংস্করণ সহজ=সহজবতঃ। অতঃ সংস্করণে। 'নদী'

৬। অর্থাৎ আপন সহজ বুদ্ধিকে।

৭। অর্থাৎ বিজ্ঞার প্রকাশ।

(১) প্রথম প্রমাণ—বেদে পক্ষপাত নাই ঈশ্বর সমস্ত জগতের প্রতি
[সমান রূপে] অত্যাশ্রয়কারী। একদম ২২ পৃষ্ঠা ৩ যে বেদ, উহাতে পক্ষপাত
থাক কি প্রকার সম্ভব হইতে পারে। এইভাবে ঈশ্বর ন্যায়কারী এই কারণে তাহাতে
পক্ষপাতের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

যা হাতে পক্ষপাত আছে, সে হাতে উৎসব করে কলকল করে হাজার উদাহরণ - সেদের
উৎসব করে। তাই এখানেও 'সংস্কৃত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তবে 'ক' পক্ষের 'সংস্কৃত' ?
যদি কেউ 'ক' পক্ষের 'সংস্কৃত' শব্দটি ব্যবহার করে, তবে 'সংস্কৃত' [সংস্কৃত] সংস্কৃত
ভাষা সমস্ত ভাষার মূল। 'সংস্কৃত' শব্দটি 'সংস্কৃত' হতে এসেছে। 'সংস্কৃত' শব্দটির
অর্থ 'সংস্কৃত' হতে এসেছে। 'সংস্কৃত' শব্দটির অর্থ 'সংস্কৃত' হতে এসেছে।
উৎপন্ন হইয়া থাকে। 'সংস্কৃত' শব্দটি 'সংস্কৃত' হতে এসেছে। 'সংস্কৃত' শব্দটির
হইয়া 'সংস্কৃত' শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে - এইভাবে 'সংস্কৃত' এবং 'সংস্কৃত' 'সংস্কৃত'
ইহা হইতে 'সংস্কৃত' [সংস্কৃত] 'সংস্কৃত' হইতে 'সংস্কৃত' হইতে 'সংস্কৃত' হইতে 'সংস্কৃত'
অপভ্রংশ কতিপয় নিয়মকে অনুসরণ করিয়া গঠিত হয়। আর
কতিপয় অপভ্রংশ যথেষ্টাচার দ্বারা হইয়া থাকে। এ বিষয়ে বিশেষ
বলিবার প্রয়োজন নাই। উৎসবে যেকোন অনন্ত আনন্দ আছে সেইরূপ সংস্কৃত
ভাষাতেও অনন্ত আনন্দ বহিয়াছে। এহ ভাষার চ্যাম মুখ, মধুর এবং বাপক, সর্ব
ভাষার মাতা, এতাদৃশ অপর কোন ভাষা কি আছে ?

এবার যদি কেহ বলে যে, এই ভাষা^১ একই দেশের কেন হইবে? ছাথো, সংস্কৃত ভাষা একটি মাত্র দেশের ভাষা নহে। সমস্ত ভাষার মূল সংস্কৃত ভাষায় আছে। এ কারণ সর্বজ্ঞানের মূল যে বেদ উহাও সংস্কৃত ভাষাতেই আছে। যে সমস্ত দেশে সংস্কৃত ভাষার প্রসার ঘটিয়াছে, সেই সমস্ত দেশের বিদ্বান্ বা^২ ক্তিদের মনকে আকর্ষণ করিয়া চলিতে থাকে^৩ এবং ইহা অপর ভাষা সমূহের মাতৃভাষা^৪।

১. এহে সন্দেহের দু'নাথ 'সংস্কৃত' (পঞ্চম সংস্করণ) অনুঃ ১, পৃষ্ঠ ১০-১১ পাঠ
পুথি ১২৪৮ স্ক্রিপ্ট 'বনব' বৈদ্য সংঃ ১, ১৭ ও ১৮ 'ক' ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১
দ্ব্যনন্দ" প্রবন্ধ পাঠ করুন।

୨ । ଅର୍ଥ 'ସ' ହେଲେ 'ଈ' ।

৩। মরাঠী সং. 'বুই' অপপাঠ জানিবে।

৪। অর্থাৎ 'বেদ' এর ভাষা।

১. ক্র. হৃদয়, শ্রোত, বিলুপ্ত, কান শৈশব, হৃদয়, শাপেন হৃদয় প্রভৃতি প. টেন যুবোপায়ন
বিহান্ বাক্তিরা, হৃদয়, মস্তিষ্ক ইত্যদী, হৃদয় ইত্যদর পক্ষপাতরূপ হৃদয় অবিকার করিয়া
বিস্ময়াজিলন, সকলে সংস্কৃত বাহ্যময়ের ভূমি ভূমি পক্ষপাত করিয়াছেন। হৃদয় অবিকারের বৃহৎ
ইতিহাস ভাগ ১, সংস্করণ ২, পৃ. ৩৬, ৩৭।

একপাশে যোগ্যতা লাভ করিয়া চলে।^১

আবার জাতি, বেদেরই কতিপয় মুখ্য বচনের প্রচার বিশ্বের সমস্ত দেশে প্রচলিত ইহাদের মত বেদী নির্মাণ করে এবং যজ্ঞ করিত। এ জ্ঞান তাহারা কোথা হইতে পাইয়াছিল? হোতা, উদ্গাতা, ত্রুতা ইহাদের যথাবিধি স্থাপন রূপে করিয়া যে যজ্ঞ করা উচিত একথা তাহাদের সকলের জানা ছিল না। ইহাতে কিছু বিশেষ নাই।^২ আমাদের আর্থ রীতি অনুসারে উহারা তুল করিয়াছে। এইরূপে পাণ্ডুরাও 'অগারীতে' অগ্নি পূজা করে এ আচার কি বেদমূলক নহে?

বেদে পক্ষপাতিত্ব নাই, ইহা স্পষ্ট। ইহাদের অপব্রজনের নিকট দ্বেষ শিক্ষা করিয়াছিলেন, মুসলমানেরা অপব্রজকে 'কাফির' বলিয়া থাকেন এবং তাহাদের বোধ অনুসারে তাহাদের ধর্মপুস্তকে [এইরূপ আচরণ করিবার] উত্তেজন^৩ আছে। এইরূপ অভিমান করিবার উত্তেজন বেদে নাই। এ কারণ বেদ ইহাদের প্রণীত, ইহা [প্রমাণিত] হয়।

(২) দ্বিতীয় প্রমাণ—বেদ স্থূলভ গ্রন্থ।^৪ অর্বাচীন পণ্ডিতর অবচ্ছেদক অবচ্ছিন্ন পদসমূহ চুপাইয়া দিয়া, মস্ত বড় পরিষ্কারের কাজ করিয়া থাকেন। পরন্তু সেই পরিষ্কার সমূহ কেবল শব্দ জাল মাত্র আছে। অর্থ বিশেষ গাভীরূপ হইয়া না। বেদ একপাশে গ্রন্থ নহে।

যদি কেহ বলেন যে, বেদ দুর্বোধ্য হওয়ায় পরিষ্কার করণের মধ্যে কাঠিন্য পাণ্ডিত্যসূচক বলিতে হইবে। তাহা হইলে তো কাকের দল যখন তাহারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে, তখন তাহাদের ভাষার অর্থ কাহারও পক্ষে বোধগম্য হয় না, তাহা হইলে কি দুর্বোধ্য হওয়ায় কাক ভাষায় পাণ্ডিত্য সম্ভব? যাহা হউক, বাকস্থূলভতা এবং অর্থ গাভীরূপ ইহাই সামর্থ্যের প্রমাণ। ক্রেশ ব্যতীত জ্ঞান

১। অর্থাৎ বিদেশী বিদ্বান্ বাক্তিরাও এইরূপ মনিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মাক্সমুলার অপেক্ষা প্রাচীন তথা সমসাময়িক বহু পক্ষপাত শূণ্য যুরোপীয়ন বিদ্বান্ গ্রীক্ ল্যাটিন্ ও ইংলিশ পরিবারের যুরোপীয়ন ভাষা সমূহের মূল যে সংস্কৃত ভাষা উহা মানিতেন। এই কথাটি ইহনী ট্রপাট্টি মতের পক্ষপাতী মাক্সমুলারের "ইদানীং একথা কেহই মানে না যে, গ্রীক্ ল্যাটিন্ ও এ্যাণ্ডলো সেক্ষন ভাষা সমূহ সংস্কৃত হইতেই নিস্কৃত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত একপাশে মানা হইত এত কখন হইতে স্পষ্ট জানা যায়।" (ডঃ "ইম ভারত সে কা সীর্বে" ? পৃ. ৪১, ইলাহাবাদ ১৯০৩কে প্রকাশিত হিন্দী অনুবাদ)

২। বিশেষ অর্থঃ পার্থক্য। ৩। পাণ্ডুরের যজ্ঞ লালার নাম 'অগারী'।

৪। 'উত্তেজন' অর্থঃ প্রেরণা, উৎসাহ, প্রেং সাহন। ৫। যাহা 'সীতে'ও 'স্থূলভ' পাঠ আছে। এখানে ইহার অস্তিত্বের সন্ধান। অর্থাৎ অনায়াসেই পাওয়া যায়।

লাভ করা ইহা ঈশ্বর-কৃতির দর্শক। 'শকাভাবচ্ছেদক' 'শকাভাবচ্ছিন্ন' শব্দ প্রয়োগের পরিবর্তে, সরল শব্দ প্রয়োগ দ্বারা বাৎস্যায়ন যাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, উহা দেখুন—

“প্রমাতুঃ প্রমাণানি প্রমে যাদ্বিগমার্থানীতি শক্যপ্রাপ্তিঃ”^১

এই মূলভবন^২র কারণ বাৎস্যায়ন মহাপণ্ডিত হো দূরের কথা, আধুনিক শাস্ত্রীদের অপেক্ষা কি গৌণ্যের প্রতিপন্ন হয়? ন, তাহা হয় না। বাৎস্যায়নের ভাষা অপেক্ষা বেদের ভাষা লক্ষণে সরল।

১০ তৃতীয় প্রমাণ—এইরূপ, বেদ হস্তে বহুবিধা ও শাস্ত্র দিক হয় যথা -

“নমে হস্ত কুদ্রেভ্যো যো দিবি মেঘ ২ বর্ষমিষনঃ।

তেভ্যো দশ প্রাচীর্শ দক্ষিণা দশ প্রতীচর্শ নোদৌচীর্শ শাস্ত্রীঃ।

তেভ্যো নমো অস্ত্রেতে নোহিবস্ত্রেতে নো মৃদমস্ত্রেতে

যং দিগ্নে বশচ নো দ্রেষ্টে তমেবাং কুন্তে দধ্যাঃ ॥

যজুঃ সং. অ. ১৬।^৩

যজুষ্করণ পুস্তকে একটি বিষয়ের প্রতিপাদন করা থাকে। জৈমিনির সমস্ত মতে^৪ ওষ^৫ একমাত্র ধর্ম ও ধনী এই বিষয়ের বিচার করিয়া উল্লেখ হইয়াছে। ভগবান কর্ণাদের মনের ওষ ষট্ পদার্থের বিবেচনের বিচারেই শেষ হইয়াছে। এইরূপ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, বাকরণ-ভাষ্য ও যোগ শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় ভগবান পতঞ্জলীর সমস্ত আয়ু কাটিয়া গিয়াছে।^৬ পরন্তু বেদ অনন্ত বিজ্ঞান অধিকরণ হওয়ায় বেদ যজুষ্কৃত নহে, কিন্তু ঈশ্বর প্রণীত। অতএব সমস্ত বিজ্ঞান অধিকরণ বেদ, অর্থাৎ সমস্ত বিজ্ঞান মূলতত্ত্বের দিগ্‌দর্শন মাত্র বেদে বহিয়াছে। উদাহরণার্থ দেখুন—

১। জ্ঞান বাৎস্যায়ন ভাষ্য ১:১১৩২।।

২। সমস্ত হিন্দী সংস্করণে ‘পাগন’ পাঠ আছে। এখানে ‘গৌয়ার’ শব্দ অধিক উচিত।

৩। যজুঃ ১৬।৬৪ ॥

৪। মরাঠী সংস্করণে “সর্ব মতাচা ওষ” পাঠ আছে। পরবর্তী বাক্যে ‘মন’চা ওষ’ পাঠ আছে। অতএব আমার বিবেচনায় এখানেও ‘সর্ব মতাচা ওষ’ পাঠই হওয়া উচিত। তদনুসৃত অর্থ হইবে “জৈমিনির মনের সমস্ত প্রবাহ”।

৫। ‘ওষ’ মরাঠী শব্দ ইহার অর্থ “প্রবাহ”।

৬। জন সাধারণে এ প্রবাদ প্রচলিত যে, আনুর্বেদীয় চরক, সন্থিতা, বাকরণ মহাভাষ্য এবং যোগ শাস্ত্র রচয়িতা একই পতঞ্জলি। এই কথাটি উক্ত প্রবাদ বাক্য অনুসারে বলা হয়। কিন্তু এ প্রবাদ অশুদ্ধ। এ বিষয়ের বিশেষ পরিজ্ঞানের জন্য আমার সংকৃত বাকরণ শাস্ত্রের ইতিহাস ভাগ ১. পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৭, সংস্করণ ৩ দেখুন।

বিষয়। একটি খন্ড আমিত দেওয়াছি ১ আসচে। সে যুগে দরিদ্রের গৃহেও
বসান থাকিত। সেই বসতির সামনে অগ্নি উত্তপ্ত করে কোথায়?

পূর্ণনা। এই মনো মনো। এতদ্বারা উদার মনো ও অগ্নি
বিস্তারিত। এতদ্বারা উদার মনো ও অগ্নি উদার মনো, উদার মনো
এতদ্বারা উদার মনো ও অগ্নি উদার মনো, উদার মনো
আকর্ষণ বেদের মনো সামর্থ্যে থাকেই হইতেছে ১। সাধারণ এই যে, সত্যতা, এক
বাক্যতা, হৃদয় রচনা, ভাষা লাবণ্য, নিষ্পক্ষতা, সর্ববিজ্ঞা মূলক এই সমস্ত
এতদ্বারা উদার মনো ও অগ্নি উদার মনো, উদার মনো
দেখো। এতদ্বারা উদার মনো ও অগ্নি উদার মনো, উদার মনো
সত্য, এতদ্বারা উদার মনো ও অগ্নি উদার মনো, উদার মনো
বস্তুবাদী শাস্ত্রের পদ্ধতিতে উদার মনো ও অগ্নি উদার মনো, উদার মনো
নতঃ উদার মনো ও অগ্নি উদার মনো, উদার মনো
উদার মনো ও অগ্নি উদার মনো, উদার মনো
[এই যে] সম্পূর্ণ পরম্পরকে স্বীকার করিয়া চলিবার কালে ধর্ম বিষয়ে সমস্ত
ওলট পালোট হইয়া গিয়াছে। এই ওলট পালোট সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে
বুক ফাটার উপক্রম হয়।

আগো। চতুর্দিকে জ্ঞাত বিভাগ হইয়া আমরা নিবল হইয়া পড়িয়াছি।
পূর্বে আশ্বিনের ক'ছেই শত্রুর অর্থাৎ কামান ও ছিল এবং বৃষ্টিও অর্থাৎ
বন্দুকও ছিল ১। এ সমস্ত কল কোথায় চলিয়া গেল? আশ্বিনের অস্ত্রাদির

১. একটা বৃষ্টিও পুষ্টিও ক'ছেই শত্রুর অর্থাৎ কামান ও ছিল এবং বৃষ্টিও অর্থাৎ
বন্দুকও ছিল ১। এ সমস্ত কল কোথায় চলিয়া গেল? আশ্বিনের অস্ত্রাদির
২. একটা বৃষ্টিও পুষ্টিও ক'ছেই শত্রুর অর্থাৎ কামান ও ছিল এবং বৃষ্টিও অর্থাৎ
বন্দুকও ছিল ১। এ সমস্ত কল কোথায় চলিয়া গেল? আশ্বিনের অস্ত্রাদির
৩. একটা বৃষ্টিও পুষ্টিও ক'ছেই শত্রুর অর্থাৎ কামান ও ছিল এবং বৃষ্টিও অর্থাৎ
বন্দুকও ছিল ১। এ সমস্ত কল কোথায় চলিয়া গেল? আশ্বিনের অস্ত্রাদির
৪. একটা বৃষ্টিও পুষ্টিও ক'ছেই শত্রুর অর্থাৎ কামান ও ছিল এবং বৃষ্টিও অর্থাৎ
বন্দুকও ছিল ১। এ সমস্ত কল কোথায় চলিয়া গেল? আশ্বিনের অস্ত্রাদির
৫. একটা বৃষ্টিও পুষ্টিও ক'ছেই শত্রুর অর্থাৎ কামান ও ছিল এবং বৃষ্টিও অর্থাৎ
বন্দুকও ছিল ১। এ সমস্ত কল কোথায় চলিয়া গেল? আশ্বিনের অস্ত্রাদির
৬. একটা বৃষ্টিও পুষ্টিও ক'ছেই শত্রুর অর্থাৎ কামান ও ছিল এবং বৃষ্টিও অর্থাৎ
বন্দুকও ছিল ১। এ সমস্ত কল কোথায় চলিয়া গেল? আশ্বিনের অস্ত্রাদির
৭. একটা বৃষ্টিও পুষ্টিও ক'ছেই শত্রুর অর্থাৎ কামান ও ছিল এবং বৃষ্টিও অর্থাৎ
বন্দুকও ছিল ১। এ সমস্ত কল কোথায় চলিয়া গেল? আশ্বিনের অস্ত্রাদির
৮. একটা বৃষ্টিও পুষ্টিও ক'ছেই শত্রুর অর্থাৎ কামান ও ছিল এবং বৃষ্টিও অর্থাৎ
বন্দুকও ছিল ১। এ সমস্ত কল কোথায় চলিয়া গেল? আশ্বিনের অস্ত্রাদির
৯. একটা বৃষ্টিও পুষ্টিও ক'ছেই শত্রুর অর্থাৎ কামান ও ছিল এবং বৃষ্টিও অর্থাৎ
বন্দুকও ছিল ১। এ সমস্ত কল কোথায় চলিয়া গেল? আশ্বিনের অস্ত্রাদির
১০. একটা বৃষ্টিও পুষ্টিও ক'ছেই শত্রুর অর্থাৎ কামান ও ছিল এবং বৃষ্টিও অর্থাৎ
বন্দুকও ছিল ১। এ সমস্ত কল কোথায় চলিয়া গেল? আশ্বিনের অস্ত্রাদির

পদার্থ-জ্ঞান বিষয়ে বেদশাস্ত্রে মহৎ দক্ষতা দেখা যায়।^১

“অগ্নি বায়ুর বিভ্যস্ত ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।

তুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমুগ্ধং যজুঃ সাম লক্ষণম্।”^২

সৃষ্ট পদার্থ বিশ্লেষণ করিবার জন্ত, সেইরূপ ঈশ্বরীয় জ্ঞানলাভ করিবার জন্ত বুদ্ধি সামর্থ্য সম্পাদন করা, বেদাধ্যয়নের প্রয়োজন বেত্বোৎপত্তি স্বাক্ষা হইতে হইয়াছে এবং ব্যাসদেব সংগ্রহ অর্থাৎ সংহিতা রচনা করিয়াছেন, আজকালকার পণ্ডিতেরা একপ বর্ণিয়া থাকেন। পরন্তু একপ বলা মিথ্য। ছাড় সত্য নহে কারণ, মন্ত্রতে ব্রহ্মদেব অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গির। এই চার ঋষিদের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়া, পরে বেদ প্রচার করেন, এইরূপ লেখা আছে। ব্রহ্মদেবের অপর নাম ‘চতুর্মুখ’ ইহা দ্বারা, উহার চার মুখ তিনি একপ নহে। যদি বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার চারমুখ থাকিত, তাহা হইলে বেদে ব্রহ্মদেবের নাম জানি কত ভুল হইত। তাছাড়া, বেচার। ব্রহ্মদেব স্থখে ঘুমাটতেন কেমন করিয়া? বাস্তবিক পক্ষে একপ ছিল না। কিন্তু—“চত্বারো বেদা মুখে যস্য ইতি চতুর্মুখঃ” একপ সমাস করা উচিত। প্রথম আরম্ভে ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ দ্বারা, যে চারজন ঋষির অস্তরে ঈশ্বর জ্ঞান বেদ প্রকাশিত হয় এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ব্রহ্মদেব শিক্ষা লাভ করেন, তদনন্তর তিনি সমস্ত বিদ্যে উহা প্রচার করেন, আর বিশ্বের নরনারী তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করেন। এ কারণ সেই জ্ঞান ‘বেদ’ নামে প্রসিদ্ধ, প্রথমে ঋষিরা একে অপরের নিকট শ্রবণ করিয়া আনিয়াছেন, এ কারণ বেদ ‘শ্রুতি’ নামে প্রসিদ্ধ।

অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, অঙ্গির। এই চার ঋষিদের অস্তরে বেদ প্রথম আবির্ভূত হয়। এ বিষয়ে যদি কেহ বলেন যে, আদিতে এই চারজন ঋষিই বা কেন হইয়াছিলেন, একাধিক হন নাই কেন? দেখুন, একপ সংশয় নো পাঁচজন অথবা তিনজনের সম্বন্ধে হইলেও হইতে পারিত। ইহাকে অশোক বনিকা

১ বেদ সমূহে প্রত্যেক পদার্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ দ্বারা অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি অবলম্বন করা হইয়াছে। এক একটি বিশেষণ এবং নামান্যরূপে উহার পর্যায় শব্দক বিভিন্ন নাম ৩২৩৭ পদার্থের সূক্ষ্ম পার্থক্যের নির্দেশন করান হইয়াছে। নিম্নলিখিত জলের ১০০টি নাম গণনা করা হইয়াছে। সেগুলি জলের ১০০ প্রকারের অবস্থার বাচক, সেগুলি জলের সামান্য পর্যায় বাচক নহে। এ কারণ বীজাংসকদের মধ্যে “অন্যায়শ্চানেকশব্দম্” (মী. ১।৩২৩) অর্থাৎ এক পদার্থ সম্বন্ধে বহুশব্দের ব্যবহার অ-ন্যায়া—এই ন্যায় আজও প্রচলিত আছে।

“পশ্যকঃ সর্বদৃক্ পরমামিত্তা গৃহীতঃ” ১

এই ভাবে কেহ কোনও কলকাতা কঠিবার দৃষ্ট ‘লক্ষ্যোবাচ’ সৃষ্টিয়া বহু পুরাতনের ভগ্নাঙ্গী সৃষ্টি করিয়াছে এবং বহু প্রয়াস আধুনিক সম্প্রদায়বাদী লোকেরা বহু করিয়াছে।

লক্ষ্যোবাচ

“টকা^২ বর্মষ্টকা কর্ম টকা হি পরমংপদম্।

যস্য গৃহে টকা লাগ্তি হা টকা টকটকামভে।

এই [টকা] সম্প্রদায়ের রাজার আজ্ঞাকান্থ খুব গরম। এই সম্রাজকে আশ্রয় করিয়া যে রূপ দোকানদারী আশ্রয় হইয়াছে উহাকে সম্প্রদায়বাদীরা ক্রীকপে ভাগ করিবে? গজমানের তিন^৩ জন্মেও যদি তান ও হস্ত, তোক, ভাড়াতে ডোঁদের কি আসে যায়? যেদিন সমস্ত শ্রী-পুরুষ সর্বদা লেন সমুদ্র অবলোকন করিবে, সেদিন এই সমস্ত সম্প্রদায়বাদের টপটপ^৪ বন্ধ হইয়া যাইবে। আর সেই দিনই কতী মাছায়ে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির স্বপ্ন পল বন্ধ হইয়া যাইবে। যদি এক কঠোর সংযোগে বৈকুণ্ঠ লাভ ঘটে তাহা হইলে কঠোর কয়েক লড়াই মালা গলায় লটকাইলে সামারে স্বথ মিলিবেনা কেন? চন্দন তিনকে যদি স্বর্গ লাভ হয় তাহা হইলে মুখময় চন্দন লেপন করিলে সামাক্ত স্বথও হয়না কেন? চন্দন, তিলক কতী এ সমস্ত সম্প্রদায়লোকদের ধন লাভের মাধন এ সব সত্য গ্রহণ নহে সত্য গ্রহণ কি? এ বিষয়ে বচন আছে।

[ছান্দোগ্য উপনিষৎ]

“অহিংসম্ সর্বভূতান্যত্র তীর্থোভ্যঃ”

সত্যর্থঃ ন ব্রহ্মচারী ১ বিজ্ঞাত্ত স্নাতঃ ২ ইত্যাদি।

১। প্রস্তা—কথাংশঃ পশ্যকঃ সর্বদৃক্ পরমামিত্তা গৃহীতঃ সৌম্যঃ। ১০০ আবেগক ১৮।

২। এ স্থলে ‘টকা’ শব্দের অস্তিত্ব টাক।। উড়িয়ার টকা শব্দের অর্থভাষ্য কথা ভাষায় টকা বলা হয়। ১৯০০ সালের পূর্বে উত্তর ভারতের কঠিন প্রান্তে টকা শব্দ দুই পদস্বর, অর্থাৎ আনা। সমস্তো ভাষ্যনুসৃত প্রচলিত ছিল। উহার হার ও একটাকার সমপরিমাণ হইতে।

৩। সমস্ত হিন্দী সংস্করণে (পৃষ্ঠ ৩) তিন কেন বর্জ্য পাঠ পাওয়া যায়। এই সংস্করণের পাঠ দ্বারা সী সংস্করণ অনুসারে লিখিত।

৪। ইহা মারাত্মক ভাষ্য। উহার অর্থ—যে কেহ চালাকী, ধাঁধান, গোলমেল।

৫। ছান্দোগ্য উপঃ ৮। ১৫। ১।

৬। এই দুইটি পদ ‘তীর্থোভ্যে চরণে বক্তব্যমিতি’ (অষ্টাধারী ৩। ১০৬-০৭) পার্শ্বনীর পুত্র সমুদ্রের ক্রমশঃ উদাহরণ রচিয়াছে। অর্থনৈতিক জ্ঞান ভূমিকার প্রথম পদ প্রকরণ বিষয় বিশেষরূপে দৃষ্টব্য। ৭। প্রঃ পঃ ১০২। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০। ১০১। ১০২। ১০৩। ১০৪। ১০৫। ১০৬। ১০৭। ১০৮। ১০৯। ১১০। ১১১। ১১২। ১১৩। ১১৪। ১১৫। ১১৬। ১১৭। ১১৮। ১১৯। ১২০। ১২১। ১২২। ১২৩। ১২৪। ১২৫। ১২৬। ১২৭। ১২৮। ১২৯। ১৩০। ১৩১। ১৩২। ১৩৩। ১৩৪। ১৩৫। ১৩৬। ১৩৭। ১৩৮। ১৩৯। ১৪০। ১৪১। ১৪২। ১৪৩। ১৪৪। ১৪৫। ১৪৬। ১৪৭। ১৪৮। ১৪৯। ১৫০। ১৫১। ১৫২। ১৫৩। ১৫৪। ১৫৫। ১৫৬। ১৫৭। ১৫৮। ১৫৯। ১৬০। ১৬১। ১৬২। ১৬৩। ১৬৪। ১৬৫। ১৬৬। ১৬৭। ১৬৮। ১৬৯। ১৭০। ১৭১। ১৭২। ১৭৩। ১৭৪। ১৭৫। ১৭৬। ১৭৭। ১৭৮। ১৭৯। ১৮০। ১৮১। ১৮২। ১৮৩। ১৮৪। ১৮৫। ১৮৬। ১৮৭। ১৮৮। ১৮৯। ১৯০। ১৯১। ১৯২। ১৯৩। ১৯৪। ১৯৫। ১৯৬। ১৯৭। ১৯৮। ১৯৯। ২০০। ২০১। ২০২। ২০৩। ২০৪। ২০৫। ২০৬। ২০৭। ২০৮। ২০৯। ২১০। ২১১। ২১২। ২১৩। ২১৪। ২১৫। ২১৬। ২১৭। ২১৮। ২১৯। ২২০। ২২১। ২২২। ২২৩। ২২৪। ২২৫। ২২৬। ২২৭। ২২৮। ২২৯। ২৩০। ২৩১। ২৩২। ২৩৩। ২৩৪। ২৩৫। ২৩৬। ২৩৭। ২৩৮। ২৩৯। ২৪০। ২৪১। ২৪২। ২৪৩। ২৪৪। ২৪৫। ২৪৬। ২৪৭। ২৪৮। ২৪৯। ২৫০। ২৫১। ২৫২। ২৫৩। ২৫৪। ২৫৫। ২৫৬। ২৫৭। ২৫৮। ২৫৯। ২৬০। ২৬১। ২৬২। ২৬৩। ২৬৪। ২৬৫। ২৬৬। ২৬৭। ২৬৮। ২৬৯। ২৭০। ২৭১। ২৭২। ২৭৩। ২৭৪। ২৭৫। ২৭৬। ২৭৭। ২৭৮। ২৭৯। ২৮০। ২৮১। ২৮২। ২৮৩। ২৮৪। ২৮৫। ২৮৬। ২৮৭। ২৮৮। ২৮৯। ২৯০। ২৯১। ২৯২। ২৯৩। ২৯৪। ২৯৫। ২৯৬। ২৯৭। ২৯৮। ২৯৯। ৩০০। ৩০১। ৩০২। ৩০৩। ৩০৪। ৩০৫। ৩০৬। ৩০৭। ৩০৮। ৩০৯। ৩১০। ৩১১। ৩১২। ৩১৩। ৩১৪। ৩১৫। ৩১৬। ৩১৭। ৩১৮। ৩১৯। ৩২০। ৩২১। ৩২২। ৩২৩। ৩২৪। ৩২৫। ৩২৬। ৩২৭। ৩২৮। ৩২৯। ৩৩০। ৩৩১। ৩৩২। ৩৩৩। ৩৩৪। ৩৩৫। ৩৩৬। ৩৩৭। ৩৩৮। ৩৩৯। ৩৪০। ৩৪১। ৩৪২। ৩৪৩। ৩৪৪। ৩৪৫। ৩৪৬। ৩৪৭। ৩৪৮। ৩৪৯। ৩৫০। ৩৫১। ৩৫২। ৩৫৩। ৩৫৪। ৩৫৫। ৩৫৬। ৩৫৭। ৩৫৮। ৩৫৯। ৩৬০। ৩৬১। ৩৬২। ৩৬৩। ৩৬৪। ৩৬৫। ৩৬৬। ৩৬৭। ৩৬৮। ৩৬৯। ৩৭০। ৩৭১। ৩৭২। ৩৭৩। ৩৭৪। ৩৭৫। ৩৭৬। ৩৭৭। ৩৭৮। ৩৭৯। ৩৮০। ৩৮১। ৩৮২। ৩৮৩। ৩৮৪। ৩৮৫। ৩৮৬। ৩৮৭। ৩৮৮। ৩৮৯। ৩৯০। ৩৯১। ৩৯২। ৩৯৩। ৩৯৪। ৩৯৫। ৩৯৬। ৩৯৭। ৩৯৮। ৩৯৯। ৪০০। ৪০১। ৪০২। ৪০৩। ৪০৪। ৪০৫। ৪০৬। ৪০৭। ৪০৮। ৪০৯। ৪১০। ৪১১। ৪১২। ৪১৩। ৪১৪। ৪১৫। ৪১৬। ৪১৭। ৪১৮। ৪১৯। ৪২০। ৪২১। ৪২২। ৪২৩। ৪২৪। ৪২৫। ৪২৬। ৪২৭। ৪২৮। ৪২৯। ৪৩০। ৪৩১। ৪৩২। ৪৩৩। ৪৩৪। ৪৩৫। ৪৩৬। ৪৩৭। ৪৩৮। ৪৩৯। ৪৪০। ৪৪১। ৪৪২। ৪৪৩। ৪৪৪। ৪৪৫। ৪৪৬। ৪৪৭। ৪৪৮। ৪৪৯। ৪৫০। ৪৫১। ৪৫২। ৪৫৩। ৪৫৪। ৪৫৫। ৪৫৬। ৪৫৭। ৪৫৮। ৪৫৯। ৪৬০। ৪৬১। ৪৬২। ৪৬৩। ৪৬৪। ৪৬৫। ৪৬৬। ৪৬৭। ৪৬৮। ৪৬৯। ৪৭০। ৪৭১। ৪৭২। ৪৭৩। ৪৭৪। ৪৭৫। ৪৭৬। ৪৭৭। ৪৭৮। ৪৭৯। ৪৮০। ৪৮১। ৪৮২। ৪৮৩। ৪৮৪। ৪৮৫। ৪৮৬। ৪৮৭। ৪৮৮। ৪৮৯। ৪৯০। ৪৯১। ৪৯২। ৪৯৩। ৪৯৪। ৪৯৫। ৪৯৬। ৪৯৭। ৪৯৮। ৪৯৯। ৫০০। ৫০১। ৫০২। ৫০৩। ৫০৪। ৫০৫। ৫০৬। ৫০৭। ৫০৮। ৫০৯। ৫১০। ৫১১। ৫১২। ৫১৩। ৫১৪। ৫১৫। ৫১৬। ৫১৭। ৫১৮। ৫১৯। ৫২০। ৫২১। ৫২২। ৫২৩। ৫২৪। ৫২৫। ৫২৬। ৫২৭। ৫২৮। ৫২৯। ৫৩০। ৫৩১। ৫৩২। ৫৩৩। ৫৩৪। ৫৩৫। ৫৩৬। ৫৩৭। ৫৩৮। ৫৩৯। ৫৪০। ৫৪১। ৫৪২। ৫৪৩। ৫৪৪। ৫৪৫। ৫৪৬। ৫৪৭। ৫৪৮। ৫৪৯। ৫৫০। ৫৫১। ৫৫২। ৫৫৩। ৫৫৪। ৫৫৫। ৫৫৬। ৫৫৭। ৫৫৮। ৫৫৯। ৫৬০। ৫৬১। ৫৬২। ৫৬৩। ৫৬৪। ৫৬৫। ৫৬৬। ৫৬৭। ৫৬৮। ৫৬৯। ৫৭০। ৫৭১। ৫৭২। ৫৭৩। ৫৭৪। ৫৭৫। ৫৭৬। ৫৭৭। ৫৭৮। ৫৭৯। ৫৮০। ৫৮১। ৫৮২। ৫৮৩। ৫৮৪। ৫৮৫। ৫৮৬। ৫৮৭। ৫৮৮। ৫৮৯। ৫৯০। ৫৯১। ৫৯২। ৫৯৩। ৫৯৪। ৫৯৫। ৫৯৬। ৫৯৭। ৫৯৮। ৫৯৯। ৬০০। ৬০১। ৬০২। ৬০৩। ৬০৪। ৬০৫। ৬০৬। ৬০৭। ৬০৮। ৬০৯। ৬১০। ৬১১। ৬১২। ৬১৩। ৬১৪। ৬১৫। ৬১৬। ৬১৭। ৬১৮। ৬১৯। ৬২০। ৬২১। ৬২২। ৬২৩। ৬২৪। ৬২৫। ৬২৬। ৬২৭। ৬২৮। ৬২৯। ৬৩০। ৬৩১। ৬৩২। ৬৩৩। ৬৩৪। ৬৩৫। ৬৩৬। ৬৩৭। ৬৩৮। ৬৩৯। ৬৪০। ৬৪১। ৬৪২। ৬৪৩। ৬৪৪। ৬৪৫। ৬৪৬। ৬৪৭। ৬৪৮। ৬৪৯। ৬৫০। ৬৫১। ৬৫২। ৬৫৩। ৬৫৪। ৬৫৫। ৬৫৬। ৬৫৭। ৬৫৮। ৬৫৯। ৬৬০। ৬৬১। ৬৬২। ৬৬৩। ৬৬৪। ৬৬৫। ৬৬৬। ৬৬৭। ৬৬৮। ৬৬৯। ৬৭০। ৬৭১। ৬৭২। ৬৭৩। ৬৭৪। ৬৭৫। ৬৭৬। ৬৭৭। ৬৭৮। ৬৭৯। ৬৮০। ৬৮১। ৬৮২। ৬৮৩। ৬৮৪। ৬৮৫। ৬৮৬। ৬৮৭। ৬৮৮। ৬৮৯। ৬৯০। ৬৯১। ৬৯২। ৬৯৩। ৬৯৪। ৬৯৫। ৬৯৬। ৬৯৭। ৬৯৮। ৬৯৯। ৭০০। ৭০১। ৭০২। ৭০৩। ৭০৪। ৭০৫। ৭০৬। ৭০৭। ৭০৮। ৭০৯। ৭১০। ৭১১। ৭১২। ৭১৩। ৭১৪। ৭১৫। ৭১৬। ৭১৭। ৭১৮। ৭১৯। ৭২০। ৭২১। ৭২২। ৭২৩। ৭২৪। ৭২৫। ৭২৬। ৭২৭। ৭২৮। ৭২৯। ৭৩০। ৭৩১। ৭৩২। ৭৩৩। ৭৩৪। ৭৩৫। ৭৩৬। ৭৩৭। ৭৩৮। ৭৩৯। ৭৪০। ৭৪১। ৭৪২। ৭৪৩। ৭৪৪। ৭৪৫। ৭৪৬। ৭৪৭। ৭৪৮। ৭৪৯। ৭৫০। ৭৫১। ৭৫২। ৭৫৩। ৭৫৪। ৭৫৫। ৭৫৬। ৭৫৭। ৭৫৮। ৭৫৯। ৭৬০। ৭৬১। ৭৬২। ৭৬৩। ৭৬৪। ৭৬৫। ৭৬৬। ৭৬৭। ৭৬৮। ৭৬৯। ৭৭০। ৭৭১। ৭৭২। ৭৭৩। ৭৭৪। ৭৭৫। ৭৭৬। ৭৭৭। ৭৭৮। ৭৭৯। ৭৮০। ৭৮১। ৭৮২। ৭৮৩। ৭৮৪। ৭৮৫। ৭৮৬। ৭৮৭। ৭৮৮। ৭৮৯। ৭৯০। ৭৯১। ৭৯২। ৭৯৩। ৭৯৪। ৭৯৫। ৭৯৬। ৭৯৭। ৭৯৮। ৭৯৯। ৮০০। ৮০১। ৮০২। ৮০৩। ৮০৪। ৮০৫। ৮০৬। ৮০৭। ৮০৮। ৮০৯। ৮১০। ৮১১। ৮১২। ৮১৩। ৮১৪। ৮১৫। ৮১৬। ৮১৭। ৮১৮। ৮১৯। ৮২০। ৮২১। ৮২২। ৮২৩। ৮২৪। ৮২৫। ৮২৬। ৮২৭। ৮২৮। ৮২৯। ৮৩০। ৮৩১। ৮৩২। ৮৩৩। ৮৩৪। ৮৩৫। ৮৩৬। ৮৩৭। ৮৩৮। ৮৩৯। ৮৪০। ৮৪১। ৮৪২। ৮৪৩। ৮৪৪। ৮৪৫। ৮৪৬। ৮৪৭। ৮৪৮। ৮৪৯। ৮৫০। ৮৫১। ৮৫২। ৮৫৩। ৮৫৪। ৮৫৫। ৮৫৬। ৮৫৭। ৮৫৮। ৮৫৯। ৮৬০। ৮৬১। ৮৬২। ৮৬৩। ৮৬৪। ৮৬৫। ৮৬৬। ৮৬৭। ৮৬৮। ৮৬৯। ৮৭০। ৮৭১। ৮৭২। ৮৭৩। ৮৭৪। ৮৭৫। ৮৭৬। ৮৭৭। ৮৭৮। ৮৭৯। ৮৮০। ৮৮১। ৮৮২। ৮৮৩। ৮৮৪। ৮৮৫। ৮৮৬। ৮৮৭। ৮৮৮। ৮৮৯। ৮৯০। ৮৯১। ৮৯২। ৮৯৩। ৮৯৪। ৮৯৫। ৮৯৬। ৮৯৭। ৮৯৮। ৮৯৯। ৯০০। ৯০১। ৯০২। ৯০৩। ৯০৪। ৯০৫। ৯০৬। ৯০৭। ৯০৮। ৯০৯। ৯১০। ৯১১। ৯১২। ৯১৩। ৯১৪। ৯১৫। ৯১৬। ৯১৭। ৯১৮। ৯১৯। ৯২০। ৯২১। ৯২২। ৯২৩। ৯২৪। ৯২৫। ৯২৬। ৯২৭। ৯২৮। ৯২৯। ৯৩০। ৯৩১। ৯৩২। ৯৩৩। ৯৩৪। ৯৩৫। ৯৩৬। ৯৩৭। ৯৩৮। ৯৩৯। ৯৪০। ৯৪১। ৯৪২। ৯৪৩। ৯৪৪। ৯৪৫। ৯৪৬। ৯৪৭। ৯৪৮। ৯৪৯। ৯৫০। ৯৫১। ৯৫২। ৯৫৩। ৯৫৪। ৯৫৫। ৯৫৬। ৯৫৭। ৯৫৮। ৯৫৯। ৯৬০। ৯৬১। ৯৬২। ৯৬৩। ৯৬৪। ৯৬৫। ৯৬৬। ৯৬৭। ৯৬৮। ৯৬৯। ৯৭০। ৯৭১। ৯৭২। ৯৭৩। ৯৭৪। ৯৭৫। ৯৭৬। ৯৭৭। ৯৭৮। ৯৭৯। ৯৮০। ৯৮১। ৯৮২। ৯৮৩। ৯৮৪। ৯৮৫। ৯৮৬। ৯৮৭। ৯৮৮। ৯৮৯। ৯৯০। ৯৯১। ৯৯২। ৯৯৩। ৯৯৪। ৯৯৫। ৯৯৬। ৯৯৭। ৯৯৮। ৯৯৯। ১০০০।

অক্ষচরী পুরুষ বিদ্যাস্নাত, ব্রতস্নাত^১ [এক বিদ্যাব্রত স্নাত] হইয়া থাকেন ।
এ কারণ বেদবিদ্যাই মুখ্যতীর্থ ।

১ . যে ব্রহ্মচারী বেদ অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া এবং ব্রতক পূর্ণ না করিয়া স্নান করে সে বিদ্যাব্রতক,
যে ব্রতক স্নানপু করিয়া বিদ্য সম্পূর্ণ না করিয়া স্নান করে সে ব্রতস্নাতক অর্থাৎ যে দিন ৩
ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া স্নান করে সে বিদ্যাব্রত স্নাতক । উক্ত স্নাতকই, অর্থাৎ স্নাতক 'অ.
পার গহ্য' ২।৫,৩৮-৩৯-৪০ ॥

মঠ প্রবচন

জগদ্বিষয়ক

আমি সন্ধানিত সঙ্গ্রহটা নিরূপণ করি। অমূল্যের নুসবার পেঠে ভিড়ের
বাড়ি ৩২১৭ই হুলাটে দাঁড়ি আট ঘণ্টাকাল এই বিনয়ে যে বক্তৃতা
দেন নিজে উহার সারসংক্ষেপ।

‘সুখং ভবং নমো ভিঃ সৃষ্টিনাম দ্বন্দ্বা ভবং পশ্যন্ত ম জ্ঞতির্গজজ্ঞাঃ।

‘স্বর্গদৈবমুখ্যে ন ২২২ সৃষ্টিভবং পশ্যন্ত দেব দ্বি ৩২ মদামুঃ।’

(আমিও প্রথমে এই কথা পাঠ করে)

অতঃপর এই কথাটির মর্ম বুঝা যায়। ‘স্বর্গ’ প্রথম উক্ত
কথার মর্ম। ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’
একটি পদার্থ। ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’
স্বর্গ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’
বাস্তবিক পক্ষে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’
হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’
জীবিত্যর যে বিয়োগ উহাই সত্য।^১

১। ‘আমিও প্রথম ৩২ ২২২ ৩৩৩ ৪৪৪ ৫৫৫ ৬৬৬ ৭৭৭ ৮৮৮ ৯৯৯’

এই কথাটির মর্ম বুঝা যায়। ‘স্বর্গ’ প্রথম উক্ত
কথার মর্ম। ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’
একটি পদার্থ। ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’
স্বর্গ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’
বাস্তবিক পক্ষে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’
হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’ হইতে ‘স্বর্গ’
জীবিত্যর যে বিয়োগ উহাই সত্য।^১

২। ম রটি ম রটি ‘অর্থ’ পদ আছে। ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’
এই কথাটির মর্ম বুঝা যায়। ‘অর্থ’ প্রথম উক্ত
কথার মর্ম। ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’
একটি পদার্থ। ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’
অর্থ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’
বাস্তবিক পক্ষে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’
হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’ হইতে ‘অর্থ’
জীবিত্যর যে বিয়োগ উহাই সত্য।^১

৩। গ. য. ক. সমস্ত হিন্দী সংস্করণে—‘জীবিত্যর সংযোগ, ইহা হইতে ‘জীবিত্যর’ হইতে ‘জীবিত্যর’
জীবিত্যর যে বিয়োগ উহাই সত্য।^১

এই জন্মান্তরক বহু মানুসিক বেহা নলেন—মহাত্মার একবার জন্ম হয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুৎপন্ন হয় না। কেহ বলেন—জন্ম অনেক অর্থাৎ মহাত্মার মৃত্যুর পর পুনরায় দ্বিতীয় জন্ম হয়।

আমাদের সিদ্ধান্ত মৃত্যুর পুনরুৎপন্ন হয় অর্থাৎ জন্ম অনেক

এক জন্মবাদী এবং অনেক জন্মবাদীদের কথানুসারে পূর্ব জন্মের আধার বিজ্ঞান। এবার বহুসংখ্যক বিচার কর প্রত্যক্ষন 'গাভান্টিগাভিকো লোকঃ'—এই জন্মবাদীদের পরামর্শে গও জন্মকে স্বীকার করা নিঃসঙ্গের উচিত নহে। তর্কাতর্কক ক'রগা নিষিদ্ধ কর প্রত্যক্ষন প্রমাণ করিয়া

এক জন্মবাদী প্রত্যক্ষ পূর্বপক্ষ করেন যে, এই জন্মের পূর্ব জন্ম অপর জন্ম থাকিত, তাহা হইলে সেই জন্মের কিছু নো অজ্ঞান স্বপ্ন থাকিত। যেহেতু পূর্বে জন্মের স্মরণ নাই অতএব পূর্বজন্ম ছিল না, ইহা বলা যথার্থ।

এই পূর্বপক্ষের সম্মান আরও প্রত্যক্ষ করে ও জন্ম, ইহা দুই প্রকারের জন্ম আছে—১. 'স্বভাবিক' জন্ম এবং 'উৎপন্ন'। স্বভাবিক জন্ম নিমিত্ত থাকে, আর নৈমিত্তিক জন্মের উৎপন্ন জন্মের উৎপন্ন আদি বহুসংখ্যক প্রকার উপস্থিত হয়। উৎপন্ন—অর্থাৎ 'দেহকর' ইহা জন্মের স্বাভাবিক নহে। অর্থাৎ এই বস্তু অল্পের পরেই মৃত্যু হইতে পারে, ইহা উৎপন্ন নিমিত্তের বস্তু, সে কদাপি লাগে করেন। এই কারণে অল্পের দাতব্য থাকে যে জন্ম আছে, উৎপন্ন স্বভাবিক জন্ম জন্ম উৎপন্ন জন্ম, অর্থাৎ জন্মের কারণে জন্মের উৎপন্ন ইহা অল্পের বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়, আর বিলাসে গিলে নেই উৎপন্ন বস্তু আর নাশের থাকে না। এ কারণে জন্মের উৎপন্ন বিলাসের যে জন্ম উৎপন্ন স্বাভাবিক জন্ম।

এবার জন্মের "জন্ম" অর্থাৎ "জন্ম অজন্মের" যে জন্ম, উৎপন্ন স্বাভাবিক জন্ম, শোভা ইত্যাদি জন্মের সহযোগে যে জন্ম উৎপন্ন হয় উৎপন্ন আত্মার নৈমিত্তিক জন্ম। এই নৈমিত্তিক জন্ম তিন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়—দেশ, কাল ও বস্তু। এই তিনের কারণে জন্মের সহযোগে যেকোন যেকোন সম্বন্ধ হয়, সেইরূপ সেইরূপ আত্মার প্রতি উৎপন্নের সহযোগে। এবার যেকোন যেকোন এই নিমিত্ত দূর হইতে থাকে সেইরূপ সেইরূপ এই নৈমিত্তিক জন্মের নাশ হইতে থাকে, অর্থাৎ পূর্ব জন্মের দেশ, কাল, শরীরের বিলাস, ইহা সেই সময়ের নিমিত্তজন্ম

১. অর্থাৎ সাধারণ জন্ম অনেক পক্ষের পক্ষের উৎপন্ন।

২. মারগা জন্মের—“জন্ম অর্থাৎ” পাঠ আছে ইহা অর্থ—যে হেতু

থাকে না। ইহা ছাড়া এই বিষয়ে এক বিশেষ কথা মনে রাখা কঠিন যে, জ্ঞানের স্বভাবই একপাশে যে, সে অসুগমঃ ক্রমশঃ সারের দ্বারা অর্থাৎ একই সময়সীমায়। স্বভাবের আত্মসম্বন্ধে যেটি জ্ঞান একই কালে বুঝতে পারেনা। এই নিয়মের দ্বারা স্বভাবের পূর্বজন্মের জ্ঞানের সম্বন্ধ না থাকে হইয়া যায়। এই জন্ম 'আমি জন্ম' জন্মের স্বভাবের ফল স্বভাব উপর কিছু কিছু থাকে। এই জন্ম পূর্বজন্মের জ্ঞানের স্মরণ আত্মসম্বন্ধ হয় না।

অতএব এই জন্মই বস্তু 'কিছু' হয় এ সম্বন্ধে বিচার করুন। আমি এই যে বাক্যটি বক্তৃতা শেষ করিয়াছি, সেই বক্তৃতা সেইভাবে সেই বিষয়ের মনোবাণীসম্বন্ধে, সময় পরস্পর সম্বন্ধে আমার স্মরণ হইয়া যাইবে? বক্তৃতা স্বপ্নানন্দের স্মরণ আছে ঠিক, 'কিছু' নতুন বস্তু স্বপ্নের বিষয়কে বিস্মৃতি ঘটিয়াছে তাই বলিয়া আমি বক্তৃতা দিই নাই, একপাশে রাখা যায় না। দ্বিতীয়—বাল্যাবস্থায় যে সমস্ত কথা শেখা ছিল এখন উহার বিস্মৃতি ঘটিয়াছে। অতএব বাল্যাবস্থা ছিলনা একপাশে চলেনা। পুনরাপি, জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত কথা স্মরণ থাকে, নিদ্রাকালে সেই সমস্ত কথার বিস্মৃতি ঘটে। এই সমস্ত কারণে ও ইহা প্রমাণিত হয় যে, পূর্বজন্মের স্মরণ থাকেনা। এটুকুতেই পূর্ব জন্ম অসম্ভব একথা [সিদ্ধ] হয়না। দুই জন্মের মধ্যে মৃত্যুর উপস্থিতি এবং মৃত্যু হওয়া অর্থাৎ মহাব্যবৃত্ত অন্ধকারে পতিত হওয়া।

এবার, মনের ধর্ম কিরূপ? এ বিষয়ে বিচার করো। মনের স্বভাব এইরূপ যে, সে স্মৃতিহীন পদার্থ বিষয়ের সহিত রাগ, বেদ উৎপন্ন করে। সান্নিধ্যের ছাড়াছাড়ি হইলে উহার বিস্মরণ ঘটে। আর সহজেই পূর্ব জন্মাবস্থাতে দূর গত পদার্থ-বিষয়ক আত্মার বিস্মরণ ঘটে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যই বা কি? [অর্থাৎ ইহাতে কোন ও আশ্চর্য্য নাই]

আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কতিপয় বিদ্যার্থী পাঠশালায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ছাত্র আছে যাহাদের মধ্যে বিষয় বস্তুর বোধ অবিলম্বে উৎপন্ন হয়, অপর কিছু বিদ্যার্থীর বোধ অল্প বিলম্বে হয়, আর কিছু বিদ্যার্থী আছে যাহাদের বিষয় বস্তুর বোধ বুঝিয়া উঠিতে মহা কষ্ট হয়। এই ভাবে এই স্থানেই উত্তম বুদ্ধি, মধ্যম বুদ্ধি ও অধম বুদ্ধি এইভাবে [পৃথক—পৃথক] দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে তো মরণের পর পূর্বজন্মের জ্ঞানের বিদ্যমানতা সম্বন্ধে না জানি কত বাধা বিস্তারিত আসিয়া উপস্থিত হইবে এ কথা অনায়াসেই অনুভব করা যায়। ইহা দ্বারা জন্ম এক, একপাশে রাখা কঠিন বস্তু যুক্তি-বিরুদ্ধ।

[illegible]

যা হোক, আমরা জানি যে, এই রোগের কারণ অনেক। এই রোগের কারণ হলো
 ১. জল, বাত, এতৎ, ক্রমিক রোগ, ইত্যাদি।
 ২. জল, বাত, এতৎ, ক্রমিক রোগ, ইত্যাদি।
 ৩. জল, বাত, এতৎ, ক্রমিক রোগ, ইত্যাদি।
 ৪. জল, বাত, এতৎ, ক্রমিক রোগ, ইত্যাদি।
 ৫. জল, বাত, এতৎ, ক্রমিক রোগ, ইত্যাদি।
 ৬. জল, বাত, এতৎ, ক্রমিক রোগ, ইত্যাদি।
 ৭. জল, বাত, এতৎ, ক্রমিক রোগ, ইত্যাদি।
 ৮. জল, বাত, এতৎ, ক্রমিক রোগ, ইত্যাদি।
 ৯. জল, বাত, এতৎ, ক্রমিক রোগ, ইত্যাদি।
 ১০. জল, বাত, এতৎ, ক্রমিক রোগ, ইত্যাদি।

পরমাত্মা চারকাবী পক্ষপাত শূন্য, একথাও সকলে স্বীকার করে। এইরূপ চারকাবী পরমাত্মা-বর্জিত সংসারে মাহাত্মের স্থিতি সম্বন্ধে এবং সুখলাভ বিষয়ে প্রকাশ্য ভেদ দৃষ্ট হয়—ইহাও নিবিন্দ্য সত্য। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া প্রয়োজন। একই মান-পিশার দুইটি মছান। তাহাদের একই গুরুব নিকট অধায়ন করিবার জন্য রাখা হইল, আর তাহাদের অশন-বসনের সর্বপ্রকারের সাধন সর্বতোভাবে একই প্রকার দেওয়া হইল। এরূপ বাবস্থার মধ্যে দেখা গেল যে, একজনের ধারণাশক্তি উচ্চ হওয়ায় সে প্রকাশ্য বিদ্বান্ ও নীতিমান্ হইল, আর অপরজন বিদ্বতি পরায়ণ দুর্ব এইরূপ হইতে দেখা গেল।^৫ ইহার কারণ কি ?

३। बाकीही संस्करण 'अक्ष' पाठिई आहे।

॥ २ ॥ स्वर्धादि शृङ्ग विसद्वक ।

৫. 'কৃ'—কখনও কখনও হইবে' 'কৃ' শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'কেননা' শব্দটি প্রাকৃত ভাষা বস্তুত
কখনো কখনো পদ্যভাষায় উৎপন্ন। 'কেননা' শব্দটি প্রাকৃত ভাষা বস্তুত হইবে। 'কৃ' শব্দটি
প্রাকৃত ভাষা বস্তুত হইবে। 'কৃ' শব্দটি প্রাকৃত ভাষা বস্তুত হইবে। 'কৃ' শব্দটি প্রাকৃত ভাষা বস্তুত হইবে।

୫ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁମାନ ଶ୍ରାବେତ୍ ।

$$d_1 = d_2 = \dots = d_{n-1} = \frac{1}{n} \quad \text{and} \quad d_n = \frac{1}{n} \quad \text{if } n \text{ is even,} \\ d_n = \frac{1}{n} \quad \text{if } n \text{ is odd,} \quad \text{and} \quad d_n = \frac{1}{n} \quad \text{if } n \text{ is even.}$$

এই বৃক্ষ ভেদের ও বন কিংবা এই ক্ষেত্রের সীমা নির্দিষ্ট নাই, অথচ ভেদ বহিরাংশে যদি বন হয় একপাশ নির্দিষ্ট ভেদ ঈশ্বর উপর করিয়াছেন তাহা হইলে ঈশ্বরের পক্ষপাত প্রস্তুত স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, যদি বন হয়, ঈশ্বর ইহা করেন নাই তাহা হইলে ভেদ সৃষ্টি হয় ন। হাজার পূর জন্মের অস্তিত্ব আছে এতদ অবশ্যই মানিতে হইবে। পূর জন্ম বিবরণ লক্ষ্য করিয়া অতঃপর এই বস্তু হইবে থাকে, এতদ স্বীকার করিবার কোন কপট কান কলনা নাই।

এক-জন্মবাদীরা বলে থাকেন যে, জন্মের অবশেষে এতদ স্বীকার করা উচিত। স্বরূপ বলা চলে - যেজন কে নরক জগৎ মনে করে তাহা ও বাগান তাহা হইবে। মৃত ঘোরনে মেরনে গাছ লক্ষ্য করে ইহা নরক জগৎ গাছের যে, যা মান দি তাহাদের বৃক্ষ কণ্ড, কেহজন এতদ স্বীকার করে। এই লক্ষ্যের দ্বারা স্বীকার মান্য লক্ষ্যের দ্বারা ইহা নরক জগৎ হয় এবং জন্মের দ্বারা পূর জন্ম হয়। পরন্তু সঙ্গতের দ্বারা ও বেদ আলাকন করিয়া দেয়। (=পরমেশ্বর : সাক্ষীকার) একপাশ দিক হয়। সে কখন এই দিকের দিক নির্দেশ করিবার জগৎ পূর জগৎ দিক একপাশ স্বীকার কর উচিত। যদি ইহা স্বীকার না করেন তাহা হইলে এই দিক ভেদ কিভাবে উপর হইল হয় ও সচিত্র উপর পাণ্ডুর মত হইবে না। সঙ্গতের ভেদ এই দিক ভেদ উপর হইলে একপাশ বলা চলে না। কেননা, যেজন সঙ্গতের ভেদের কল্পনা নাই, একপাশ যে মান্য জগৎের দ্বারা, উহার সকলের দিক একপাশ সমান থাকে। জগৎ থাকা কালে, এক জগৎের স্তম্ভ হয়, আর অন্যের স্তম্ভ হয়। একজন বনপরাগ মত হইলে জগৎ লয়, অপর জন পাপ স্থান জগৎ লয়, [তাহা হইলে বন] এই ভেদ কো- হইতে এবং কেন হইল? পূরজন্ম স্বীকার না করিলে এই পাপের কারণ ঈশ্বরের প্রতি কত দোষ আরোপিত হয়, এ সম্বন্ধে [সামান্য] বিবেচনা করো।

পূরজন্ম বিষয়ক উপর্যুক্ত অন্তর্ধান বানীও এক প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। জীবের শরীর-চেষ্টা হইবার পূর্বে প্রথম আমাদের প্রত্যক্ষ হয়, তাহার পর আত্মার উপর সংস্কার জন্মে, তাহার পর সৃষ্টি হয়, অতঃপর কাষাবিসয়ক প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি হয়। এই ক্রম সঙ্গত অটল। তাহার পর যোনি হইতে দ্বিধা দেখি ভূমিষ্ট হইবার পূর্বে উহা উদরে ছিল। ভূমিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশ-সংস্কার বা রোদন করিতে লাগিল। একপাশ প্রবৃত্তি তাহার পূর সংস্কার বানী, ক্রমে

১। হাজার অভিপ্রায় এই, প্রথমে প্রত্যক্ষ হয়, পূর সংস্কার দ্বারা সৃষ্টি করে উহা কো- সংস্কার বলে।

কদিয়াছিলেন^২ একথাও ঠিক ঠিক বলাও সম্ভব নহে । স্বয়ংত সহজে মানুষের মধ্যে
সহজেই দুঃখগ্রহ উৎপন্ন হয় ইহা মানুষের স্বভাব, পরন্তু স্বল্প পুরুষের পক্ষে
[উচিত] দুঃখগ্রহকে [দূরে] ফেলিয়া, সত্যের পরীক্ষা করা, ইহাই নীতিদের
ভাষণ ।

এবার যদি কেহ একপ বলে যে, রাজা পাক্ষতে চড়িয়া যায় আর বেহারা পাক্ষি বহন করে, ইহাতে একজনের সুখ অধিক আর অপরের দুঃখ অধিক হয়, একপ বলা ভ্রমাত্মক। রাজার মনে পরচক্রেদী, অথবা রাজান্যবস্থার চিন্তা দুঃখের পাহাড় উৎপন্ন করে। এই কারণ রাজার যে পরিমাণ নাড়া সুখ লাভ হয়, সেই পরিমাণ অন্তরে দুঃখ থাকে, রাতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। আর অপর দিকে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দশা। বেহারাদের বাহ্যিক অতিশয় ক্লেশ হয়, কেননা পাল্কী ঘাড়ে করিতে হয় আর কণ্ঠো-সুখো কটি খায়, কখনো কখনো গায়ে দেওয়া মাত্রই নাক ডাঙিয়া নিদ্রা। এই উভয় স্থিতির মধ্যে সুখ দুঃখ সমানই হয়, এই কারণ এক ক্ষণ স্বাকার করাই ঠিক।

এই পূৰ্ব পক্ষৰ সমাধান কৰা সহজ ।

ধনবান ও ধনহীনদের পক্ষে মশক ও অশক চিন্তাবে স্তূথ তুংথ যে সমান একপ, বলা সর্বপ্রকারে অন্ততঃ বিকল্প। রাহার এক পুত্র জন্মলাভ করিল, আর মেথরের এক পুত্র জন্মিল। রাহুপুত্রের গর্ভে থাকি কালে স্তূথ, ইহার পর শৈশব স্তূথ, সৈবকের দল খাদ্য-বস্ত্রও অন্যান্য সর্বপ্রকার পদার্থ হাতে লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করে [ইহার বিপরীত] মেথর পুত্রের গর্ভগাসে তুংথ, জন্মকালে কোনও পামাণ সদৃশ পেট হইতে সে বাহিরে আসে, বায়্যাবস্থায় পান ভোজনের কষ্ট, বস্ত্রের নাম তো মুখেই আনা যায় না। অন্ন পানের জন্য কয়েকবার তাকে কঁাদিতে কঁাদিতে বাকুল হইতে হয়। এইরূপ দেখা যায়। সেই স্তূথ তুংথের ভেদ কোথায় হইতে আসিল ? আবার সে সমস্ত মানুষের ক্রিয়াকলাপ [= সম্পত্তি] লাভ করুক আর সে যেন নিজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদের স্থিতি লাভ করে এইরূপ স্বাভাবিক বাহাদেব মধ্যে ইচ্ছা থাকে, ইহাও তোমরা দেখিয়াছ। এই ইচ্ছার কারণে সমস্ত সংসারের

[illegible]

୨ । ଅର୍ଥାତ୍ ମହା ବ୍ରାହ୍ମା ।

কম চলিচ্ছে। ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সুখ ও দুঃখের পার্থক্য বাস্তবিক, ইহা ভ্রম নহে।^১

আর যদি সুখ ও দুঃখের পার্থক্য আছে এবং জন্ম একবারই হয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বর অস্বাভাবিক সিক্ত হইবেন। ঈশ্বরের কৃতি অনুগ্রহের দোষ আশ্রয় করা প্রথমঃ ইহা আমাদের সিক্তদের বিরুদ্ধে। এই কারণে জন্ম অনেক ইহাকে স্বীকার করাই উপযুক্ত, অর্থাৎ ঈশ্বর ভয়ঙ্কর এবং তিনি জীবকে জন্মাত্মবোধের অপরাধাচরণ দণ্ড দিয়া থাকেন, অর্থাৎ জীব যত বেশি পাপ করে, তাকে সেই পরিমাণ দুঃখ দেয়া করিতে হয়, এইরূপ প্রমাণিত হয়।

কেহ কেহ একপক্ষ পূর্ণাঙ্গ করিয়া থাকে যে, মানুষ পাপ করে বন্দী সে পক্ষ ঘোষিতে গমন করে। 'কতু সময়ের জন্য যদি ইহা স্বীকারও করা যায়, পরন্তু পক্ষ হইয়া "অমার পাপ করিয়াছি সে কারণে এই পক্ষ লব্ধ পাইয়াছি" এইরূপ জ্ঞান যদি নাহার না হয়, তাহা হইলে জানিবার দণ্ড লাগে কিনা, এবং দণ্ড কি প্রকারের?

ইহার সমাধান — এই অনুগ্রহ এইরূপই বন্দী দণ্ড হয়। দুঃখ ভোগ কালে দুঃখ ভোগের যে কারণটি নাহার জান কখনও থাকে না। মোক্ষের বশে প্রচুর খাইয়া নেতিলাভ করে সেই কারণে কোনও প্রকারের বোগ ঘটিয়া শরীরকে আক্রমণ করিল, সে সময় যে দুঃখ হয়, সেই দুঃখই — কারণের অভাব তাহার হইলো এইরূপ একপক্ষ মোক্ষ দেখা যায় না। এইভাবে অন্যত্রও বন্দী এই সংসারে প্রবর্তিত হইবে [অর্থাৎ সেইজন্য বন্দীতা লাভ করা যাইবে]

অতঃ, এই সংসারে সুখ দুঃখের যে পদক্ষেপই হয়, তাহাও কোনও না কোনও কারণ [অর্থাৎ] দ্বারা উৎপন্ন। কারণ বিনে কোনও সমস্ত কাহা হইতে পারে না। এই সুখ দুঃখের পার্থক্যের কারণ হইল পূর্ণ জন্মের কম। এ কারণে শেফার অনুগ্রহ দ্বারা সুখ-দুঃখাদির পার্থক্যের দ্বারা ঠিকই প্রমাণিত হইলো। এবার কর্মের বিষয়ে যদি বলি যার লো উহাও বিভিন্ন দণ্ডের। বিভিন্ন প্রকারের আত্মার প্রতি বিভিন্ন প্রকারের সংসার হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কারণে বিভিন্ন প্রকারের মানস কর্ম উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরের সংসারের একপক্ষ বন্দী যে, সেই সেই কর্মের যোগে পাপ পুণ্য উৎপন্ন হওয়া প্রমাণিত। এবং পাপ পুণ্য দ্বারা সুখ

১. এই প্রমাণের প্রমাণের দুইটি পক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুখ ও দুঃখের পার্থক্য বাস্তবিক, ইহা ভ্রম নহে।

২. এই প্রমাণের প্রমাণের দুইটি পক্ষ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুখ ও দুঃখের পার্থক্য বাস্তবিক, ইহা ভ্রম নহে।

স্ট্রীট লাইট যারা কিছু করে আছে তাই উইথ পুথির জন্য জানিবে।

আবার যদি কেউ এটাই পূর্ণ পত্র করে যে যখন আমরা স্ট্রীকে অন্যদি
গানি না, এই অসম্মত স্ট্রীকে কে খাড়া না, কাখাও প্রদত্ত থাকা উচিত
এক যখন স্ট্রীক যত্নে হয়, সে মনে যে নিশেদ ছিল যদি একপ বলা হয়
হাতা হইলে উইথ অন্যদি করে দিবে, কেননা কিছু মতাক আশ্রা
পত্রাদি এই যোনিতে হইলে সে কিছু এক মতাক যোনিতে যাইবে, ইহা
কিরূপ ?

এই পূর্ণ পত্র সম্বন্ধে আমরা জানি, প্রথমে দেব
প্রদত্ত পত্র এক পুথির পত্র হইলে, তাহার পর এই পত্রের
কথায় অন্য পত্রের পত্র হইলে, যখন স্ট্রীক অসম্মত পত্র
হইলে, এ পত্রের পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক
কথায় অন্য পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক
কথায় অন্য পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক
কথায় অন্য পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক

যে পত্রের পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক
কথায় অন্য পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক
কথায় অন্য পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক

উক্ত পত্রের পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক
কথায় অন্য পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক
কথায় অন্য পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক

যখন স্ট্রীক উইথ অন্যদি করে দিবে, কেননা কিছু মতাক আশ্রা
পত্রাদি এই যোনিতে হইলে সে কিছু এক মতাক যোনিতে যাইবে, ইহা
কিরূপ ?

এই পূর্ণ পত্র সম্বন্ধে আমরা জানি, প্রথমে দেব

প্রদত্ত পত্র এক পুথির পত্র হইলে, তাহার পর এই পত্রের

কথায় অন্য পত্রের পত্র হইলে, যখন স্ট্রীক অসম্মত পত্র

হইলে, এ পত্রের পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক

কথায় অন্য পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক

কথায় অন্য পত্রের পত্র হইলে, প্রথম অর্থোজিক

‘স্ট্রীক’ প্রয়োগ হওয়া উচিত।

৫। উইথ উইথ ১৫

যখন স্ট্রীক উইথ অন্যদি করে দিবে, কেননা কিছু মতাক আশ্রা

পাওয়া যায়।

বেশকাল চাই, ৩ পাণ-পুণ্যের ফল হইল এবং সেই সেইভাবে আশ্রয়
লাভ হইতে লাগিল। অনন্তর পাণ-পুণ্যের বহু চক্রের সহযোগে ক'থা উৎপন্ন
হইল আরম্ভ হইল। মনুষ্য পুণ্যের কারণে পঞ্চ ফল গেল এবং প'ল যেরূপের
পর আবার মনুষ্য ফলো আসিল। ক'থা সত্যের পশুদের বেব'র মনুষ্য ফল
লাভ হয় অনন্তর আশ্রয় ভেদের ফল পাণ-পুণ্য চক্রের লাভের ও
জন্মান্তরের চক্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

যদি কেউ লক্ষ্য করে যে, বসন্তের মতো পল্লব ফুল কেন উৎপন্ন হয় না ?
 কীভাবে সমাধান হবে অথবা বসন্ত হয় যে, দেবী — পদ্ম — । মা'তাকে স্বামীকে
 দিয়াছেন এমত সেই স্বামীকে বসন্ত পল্লব ফুল উৎপাদন করে স্বামীকে পূজা
 অর্পণে মনস্ত উৎকর্ষণ করে অর্পণে মনস্ত উৎকর্ষণ করে স্বামীকে পূজা
 দিতে প্রথমে মনস্ত উৎকর্ষণ করে স্বামীকে পূজা দিতে প্রথমে মনস্ত উৎকর্ষণ
 বাসনা উৎপন্ন হয় তবে স্বামীকে স্বামীকে পূজা দিতে প্রথমে মনস্ত উৎকর্ষণ
 দোষাবোধ করা হয় না । যদি কেউ বসন্ত ফুল কেন, উৎপন্ন করে দেবীকে পূজা
 আর শুধু বিশেষ দেবীকে স্বামী এমত এই মনস্ত উৎকর্ষণ দেবীকে পূজা
 পূর্ণতা অর্জন করে মনস্ত উৎকর্ষণ করে স্বামীকে পূজা দিতে প্রথমে মনস্ত উৎকর্ষণ
 করিয়া অন্যতম পূজা প্রথমে মনস্ত উৎকর্ষণ করে স্বামীকে পূজা দিতে প্রথমে
 উৎকর্ষণ অর্জন করে মনস্ত উৎকর্ষণ করে স্বামীকে পূজা দিতে প্রথমে মনস্ত
 উৎকর্ষণ করে স্বামীকে পূজা দিতে প্রথমে মনস্ত উৎকর্ষণ করে স্বামীকে পূজা
 পূর্ণতাসারে আমাদের ভাল-মন্দ জন্ম লাভ হয় ।

পাপ-পুণ্য এই দুইয়ের ফলই হয়। পাপ অর্থাৎ মন্দা কাজেই পাপ-পুণ্য থাকে, নতুন [পাপ-পুণ্যের] সম্বাদন হয় না।

କେଉଁ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ବାସ୍ତବରେ, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ କିଏ ଅଟେ ?

^୧ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ କିଏ ଅଟେ ? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।

আমি প্রথমেই বলছি যে, মৃত্যু অর্থাৎ জীবনের অন্তিমের বসন্ত হইয়াই থাকে। তবে সে কিভাবে আসে? এ বিষয়ে কেহ বা বলি, থাকেন যে, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের বৎসরান্তে মাদ্রাসার প্রথম চরণের প্রথম ছাত্র অর্থাৎ অধ্যক্ষ হইয়া।

মুসলমানদের মতে আছে।

- ૧. સુવિજ્ઞાત : ગાંધી જયંતી દિનના રોજ શ્રી મહાત્મા ગાંધી (૨૦-૯-૧૮૬૯) પ્રણમ
માર્ગે ૨૫-૨૭-૨૮ એર મહિત કરવા ।

এবং সেই বস্তুই যথার্থ। একপাশে অগ্নি হুটুই বসে, তাই

যখনই কেউ যদ শব্দ করে তখনই, যদি পৃথক পৃথক দণ্ড জীবকে ভোগ না করিয়া শুধু একটি দণ্ড দিত, তাহ হইলে নো পশ্চাত্তাপের কোনও উপসর্গই নাই। ইহার উত্তর [এই যে, পশ্চত্তাপ দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় না, কিন্তু ভাবভারের দ্বারা পাপ কন বন্ধ হইয়া যায়,

“কৃত্ত্বং পাপং হি সংতপ্য তদ্ব্যং পাপং প্রযুক্ত্যভেদ।

নৈবং কুর্যা পুংরি ত নিবৃত্ত্যা পূন্যভেদু সঃ ॥” মনু. অ. শ্লো. ১৩০২

যতই পশ্চাত্তাপ করা যাক্‌ন, কেন, ৫০ হুটু পাপ করিলে মূল ভোগ কারণেই চলেবে। এ বিষয়ে স্মরণ—৫০ হুটু পাপ দ্বারা গৌ আর হাত পা ভাঙিয়া গেলিল, পরে সে যাই পশ্চাত্তাপ করুক না; কেন, তাহার যে হাত-পা ভাঙিয়াছে, সে নো ভাঙিয়াছেই, তাহ হইতে নো পশ্চাত্তাপকারী নিষ্কৃতি পাইবে না [অর্থাৎ ভাঙা হাত-পা পূর্বের দায় হইবে না] ইহা, ভাব্যাক্ত সে আর কুপে পড়িতে যাইবে না, ইহাই হইবে।

এবার, পাপের কল শোক এবং পুণ্যের কল যদি হর্ষ হয় তাহা হইলে পাপ-পুণ্য ভোগ করিলেই কল দেয়, কাল, বস্তু এই সমস্ত সাধনের প্রয়োজন হইবেই। এই সমস্ত নিমিত্ত নাতীত ভোগ হইবে কিরূপে? যদি ভোগ না হয় তাহা হইলে আনন্দ লাভ হইবে কিরূপে?

এ বিষয়ে যদি কেহ এইরূপ বলে যে, মুক্ত অবস্থায় যদি শরীর না থাকে [জীব কিরূপে স্থখ ভোগ করিবে? ইহার উত্তর—] মুক্ত জীবের সর্বজন পরমেশ্বরের জ্ঞান হইয়া সে পরমেশ্বরকেই লাভ করে, সে অবস্থায় এক পরমেশ্বরই তাহার আধার হয় এবং সেই অবস্থায় পরমানন্দের প্রসঙ্গ শরীরের কোনও প্রয়োজনই থাকে না।

এবার পুনরায় মুক্তজীবের জ্ঞান কিরূপ? এ বিষয়ে বিচার করা যাক্‌। কেহ একপাশে শংকা করিয়া থাকেন যে, এই জন্মে যদি পূর্বজন্মের কথা বিস্মরণ হয়, তাহা হইলে তো সর্বদৈব [অর্থাৎ কখনও] জীবের পূর্ব জন্মের জ্ঞান হইবে না। যে জ্ঞানের নিমিত্ত বিস্মরণ ঘটে সেই জ্ঞানেরও বিস্মরণ হইয়া যায়।

১। এত বাবা গ, ব, ড, হিন্দী সহস্রাব্দে নাই মাদ্রাস ১৯০০-৫ আছে।

২। তাহ মাদ্রাসী সংস্করণ (১৮৭৫) দেওয়া হইয়াছে। মনু. উত্তর ৫৫ পদ্যে আছে। মনু. অ. ১২, শ্লোক ২৩ হুটুয়া ৫০০। পূর্বা কালী সত্য হইতে পূর্বতম অবস্থায় সংস্করণে মনু. অ. ১২, কন ৫। মনু ১৮৭৫ মাদ্রাসী সংস্করণে বাক্য নষ্ট হয় যে, পূর্ব পক্ষ দ্বারা সংস্করণে মাদ্রাসী সংস্করণে এই পাঠ অনুদ্রিত হইয়াছে।

সপ্তম-প্রবচন

যজ্ঞ ও সংস্কার বিষয়ক*

জ্ঞানী কাম্যকর্ম সম্বন্ধে এই বচন সম্বন্ধে বৃহদার শ্রীমদ্র বাক্যে ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ পঙ্কতিতে বর্ণিত কথার 'যজ্ঞ ও সংস্কার' বিষয়ে যে বক্তব্য প্রদান করেন উহার সারাংশ—

ওম্ তোঃ শান্তিবহুদ্রিকং শান্তিঃ পূজবা শান্তিরাপঃ শান্তিরোমহবঃ
শান্তিঃ। বনস্পত্যমঃ শান্তির্বিদ্যে দেবো। শান্তিব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং
শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেদি যজুঃ ৭।*

(এই ৩ শ্লোকের প্রথম ২ শ্লোক [১৩ ও ১৪] বাঙ্গালি ভাষায় ক'রানো)

যজ্ঞ ও সংস্কার ক'র? এ সম্বন্ধে অজ্ঞানি ব'লিয়াছেন। প্রথমে যজ্ঞ সম্বন্ধে
বিদ্যমানতা যাক—যজ্ঞ মানে কি? যজ্ঞের ম'র্থন ক'র কি? উহার ক'র (—ক'র
ক'রণ) এবং উহার ফল ক'র? এই সমস্ত প্রশ্ন মনে উদয় হয়। ইহা
উত্তর এবার আমি যথাক্রমে দিতেছি—

'যজ্ঞ' শব্দের ৩টি অর্থ প্রথম—দেবপূজা, 'বনস্পত্য'—সমর্পিতকরণ এবং
তৃতীয়—দান।

এবার প্রথম দেবপূজা সম্বন্ধে ব'লি ব'লি যাক। 'দেবল' দেব শব্দের মূল
অর্থ তৌলিক অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ। 'দেব' বোঝায় দেব ম'জ্ঞা আছে।
কেমনা, পিতাদেব বাবা বিজ্ঞানমুহুর্তে জ্ঞান অর্থাৎ প্রকাশ ইচ্ছা থাকে। যজ্ঞ—
কর্মকাণ্ডের বিষয়। যজ্ঞে অর্থাৎ ইচ্ছা অধর্মম'র্পে পবিত্র সমাধিষ্ট, দেব
শব্দের অর্থ পুণ্য অর্থাৎ আছে, কেমনা 'দান' বোঝায় অর্থাৎ 'দানের' এবং 'দান' ক'র

১। 'যজ্ঞ' শব্দের ৩টি অর্থ প্রথম—দেবপূজা, 'বনস্পত্য'—সমর্পিতকরণ এবং তৃতীয়—দান।
নাই। ইহার কারণ অজ্ঞাত।

২। 'যজ্ঞ' শব্দের ৩টি অর্থ প্রথম—দেবপূজা, 'বনস্পত্য'—সমর্পিতকরণ এবং তৃতীয়—দান।

৩। যজুঃ ৩৬, ১৭ ॥

৪। এই মন্ত্র পদ্যরূপ ইতিহাস যজুঃ সংগ্রহ, ৩৬ নং।

৫। 'দেবল' শব্দের অর্থ তৌলিক অর্থাৎ প্রকাশ স্বরূপ। 'দেব' বোঝায় দেব ম'জ্ঞা আছে।

৬। 'যজ্ঞ' শব্দের ৩টি অর্থ প্রথম—দেবপূজা, 'বনস্পত্য'—সমর্পিতকরণ এবং তৃতীয়—দান।
দেব শব্দের অর্থ পুণ্য অর্থাৎ আছে, কেমনা 'দান' বোঝায় অর্থাৎ 'দানের' এবং 'দান' ক'র
পাশ্চাত্য যজ্ঞ ইত্যাদি কথার ম'র্থন নাই। ইহা কবি দয়ানন্দে
মন্তব্যের বিরুদ্ধ।

ভাঙের প্রকাশক। দেব অর্থাৎ বিদ্যমান একম অর্থে হই, কেননা স্বরূপের ব্যাখ্যায়
বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ^১ এককম বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

পিতৃভিত্ত্বা^২ পুত্রিত্ত্বোহু তিথিঃ^৩ পুত্রিত্ত্বো হুতুঃ^৪ ইত্যাদি

অতএব দেবতার পূজা বসিবে পুত্রমহাদেব সংস্কার, সেম অর্থে পুত্রের পাদ

চেষ্টন পদার্থ সমূহের সংস্কার নহাবিবে, বস্তু পদার্থের অর্থাৎ হুতি পুত্রের
সংস্কার সম্বন্ধ নহে। সুতরাং যে দেবতার পূজা হইয়াছে তাহার সংস্কার হইবে
এ কারণ প্রাচীন আর্গণ দেবতার সম্বন্ধ অর্থাৎ দেবতার নিকট হইতে দেবতার
কথিয়াছেন। এই কথা যথার্থ হইবে। দেবতার পূজা হইয়াছে। দেবতার
হইয়াছে।

‘ভস্মাৎ সর্গগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে পতিষ্ঠিতম।’^৫ ইত্যাদি

এ কারণ ‘ব্রহ্মবজ্র’ অর্থাৎ দেবতার পূজা হইয়াছে।

‘স্বাধ্যানেনার্চনেন তস্মিন্ হোতৈর্দেবান্ নতাবিধি।’^৬

ইহা দ্বারা অন্যান্য দেবতার অর্থাৎ দেবতার পূজা হইবে, দেবতার
অর্থ-‘যজ্ঞশালা’ই হয়।

এবার পিতৃ-অর্থ ‘সম্প্রতিকরণ’ অর্থাৎ অতীত কাল হইতে, দেব
পূর্বক, দেবতার পান, দেবতার পিচ্চ, ইত্যাদি, তাৎপর্যের নিকট হইতে,
কীতাদের সঙ্গে থাকে ইত্যাদি দেবতার পান হইবে।

ভাষ্যের পর দ্বিতীয় অর্থ ‘দান’ বিদ্যমান ছাড়া অন্যত্র কিছু দান হইবে
নহে। কেনন বিদ্যমান ই দান,^৭ অল্প বস্তু দান করা, বিদ্যমান হইতে দান বা
এ কারণ ই সকলকেই দানের দ্বারা দেবতার হইয়াছে, বিদ্যমান ইহা অর্থ দান।

এবার অতীত, যজ্ঞ দ্বারা দান হইবে, এ সম্বন্ধে পিতৃ-অর্থ দান হইবে
বেদীতে সমিধা ঘৃতাদি দান করা। এবার ইহা হইতে কথিত হইবে দান দ্বারা দান

১। শব্দ-১৭০। ‘বিদ্বাংসো হি দেবাঃ’ পৃ. ২৮।

২। এঞ্জেল স্বামীজী মহারাজ সম্পূর্ণ যজ্ঞ পড়িয়া থাকিবেন—

পিতৃভিত্ত্বা তুতিশ্চৈত্বাঃ পতিভির্দেবৈরুত্তথা।

পূজাভূষণবিভব্যাশ্চ বহু কল্যাণমপ্সুভিঃ ॥ ১৭২

৩। ইহা লৌকিক প্রয়োগ।

৪। পুত্র হই অর্থাৎ পুত্র-পা। ৫। ১৭২। ৬। ১৭৩। ৭। ১৭৪।

৮। মনু. ৩। ৩১।

৯। ‘সর্ববামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্টতঃ।

বার্যমগোমহীবাসন্তিলকাঞ্চন সপিষাম্।’ মনু. ১০। ১৩।

হওয়া যেম যন্ত্রণা পথের বিস্তার হইয়া যায় এবং উহা দ্বারা বায়ু শুদ্ধ হয় ইহাটো উহার পরিণাম।

আবার যদি কেহ একপাশ করি করে যে, হোম হোম এক ছোটখাটো কর্ম, ইহা দ্বারা অক্সিজেন-বায়ু শুদ্ধ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রে যদি এক চামচ পরিমাণ কদরী ফেনা যায় নাই হইলে কি সমস্ত সমুদ্র জগৎকর ও শুদ্ধ হইয়া যাইবে?

ইহার সমাধান এই যে, যেরূপ একশত কলসপূর্ণ দায় দায় যদি সামান্য মাত্রা হাঁড়ের ফোঁস দেয়া যায় ততঃ হইলে উহার স্বপত্তি দ্বারা দায়না অধিক কঠিক হয়, সেই রূপ ইহাকেও জানিবে।

যদি কেহ শব্দ করে যে, হোম এখানে কদা হইল আর উহার প্রভাব না পরিণাম আমেরিকায় কিরূপে পড়িবে?

ইহার সমাধান এই যে, বায়ু দ্বারা শুদ্ধ সমস্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে, ইহা বায়ুর ধর্ম। ইহা ছাড়া সকলে আপন আপন হৃদে আশা সমস্ত রীতি অনুসারে চরিত্র করিলে এ শব্দ উৎপন্ন হয় না। প্রথমে আশাদের এরূপ সামাজিক নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক পুরুষকে প্রভাত বেলায় ঘন করিয়া দ্বাদশ অর্ন্ত দিতে হইত।

ইহাৎ প্রচলিতকালে যে মল-ময়াদির দ্বারা দুর্গন্ধ সৃষ্টি হইত, সেই দুর্গন্ধ প্রভাতকালীন চরিত্র দ্বারা দূর হইয়া যাইত। এই ভাবে সামাজিক কল চরিত্র দ্বারা সমস্ত দিনের পুঙ্খভূত দুর্গন্ধ নাশ হইয়া সমস্ত দ্বাদশ বায়ু নিঃসৃত ও শুদ্ধ হইয়া প্রবাহিত হইত। প্রচলিত কালে আশাগণ যে অত্যধিক মূর্খ সম্পন্ন (= বিবেকী) ছিলেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

আবার, অসামান্য ও পৌণর্য্যময়ী জীবনের সমস্ত ভরস থাও তোম হইল। সেই কর্ম দ্বারা ভরস থাও বায়ু শুদ্ধির জন্ত বহু প্রকারের সাধন উৎপন্ন হইল।

১. দায়না—দৈনিক মগন কাপড়, উচ্চতর পরিমাণ মত (মিষ্ট হীন) নৌক 'ভজাওয়া উচ্চতর পরিমাণ মত' গাল মত চূর্ণ, লম্বা নিমিত্ত কঠিন 'দায়না' হয়। ভোজন কালে ব্যবহৃত সহকারী অন্ন বিশেষ। ইহা কচ ও পুষ্টিকর এবং উদর রেখা নাশক। —সম্পাদক।

২. দায়াদ বৈধি পুস্তকেও তার আদর্শ প্রভা ও সার্বকালের কথা 'ভূতম্বে পণন অহা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অগ্রনয়' পর্যন্ত অষ্ট আদর্শ মিলিয়া দ্বাদশ আদর্শ হয়। 'নতার্থ প্রকাশ' হুসেই সঙ্কলনেও ১০টি আদর্শ বিধান আছে। পরন্তু সেখানে এক কালে ১৬টি আদর্শ অথবা উভয় কাল যোগ করিলে, ইহা স্পষ্ট হয় না। নতার্থ প্রকাশ গ্রন্থে লেখা 'প্রাণব দায়' আদর্শ চারটি আদর্শের সংকলন সার্ব ও প্রত্যেকালের ৪টি আদর্শ যুক্ত করিলে ৮+৮=১৬ আদর্শ উভয়কালের হয়।

বান্ধাও নাই। তাহা—এক গাভীর দ্বারা [পরোপকারী] পক্ষকে ভক্ষণ করিবার জন্য, অথবা যাহার উদ্দেশ্য হইল কত দানি হয়। একটি গাভী দ্বারা সের ৩৭ দেয়। এই দুধকে গরম করিয়া ক্ষীর প্রস্তুত করিলে সেই পুষ্টিকারক অল্প কম পক্ষে চারজন মানুষের [পক্ষে পুষ্যাপ] হয়, অর্থাৎ প্রাঃকাল ও সায়াংকাল উভয় সময়ের দুধ একত্র করিলে আনন্দ মানবের পোষণ হয়। তাহার পর গাভীটি দশ মাস দুধ দিলে কম পক্ষে চল্লিশ শত (১৪০০) মানুষের পোষণ এই গাভীর এক বেহেতে হইবে। এইরূপে আর বের গাভী হিন্দু কামে ১০২০০ টনশীল চাকার দুই শত মানুষের পোষণ হইবে ২। সেই গাভীকে মারিয়া খাইলে পঁচিশ দিন জন? মানুষের এক সময়ের কুষ্টি করিয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধির বীতির অনুসারেও মাংস ভক্ষণ ঠিক নহে। তত্ত্ব।

আজকাল মাংসভক্ষণের দল বাক্য শব্দকে অশ্রব করিয়া এতদূর হাত বাড়ান আরম্ভ করিয়াছে যে, চতুষ্পদ জন্তু বিবর্ত হইয়া উঠিতেছে। [অর্থাৎ কম হইতে চলিয়াছে। পাঁচ টাকা মূল্যের বসন্ত আজ পঁচিশ টাকায় কিনিতে হইতেছে, আজ মরিচ জনসাপারণের পক্ষে দুধ পাশরা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশের মানুষ মাংস মোটেই খায় না, সেই দেশে দুধ ঘী বৃদ্ধি পাইতেছে। অল্প।

এক সময় তো তোম যজ্ঞে পশুবধ না করিবার বিষয়ে বুদ্ধি কথা শাস্ত্র বিচার করা হইল। এবার কখনও তোম পশু চতুর্থা হইতে কিনা? এর শংকার বিচার করা যাক।

হোম দুই প্রকারের—এক রাজ-ধর্ম বিষয়ক, এবং অপরটি সামাজিক। এক সময় পবন সামাজিক হোমের নিরূপণ করা হইল। রাজ-ধর্ম বিষয়ক হোমের সমস্ত ব্যবস্থা পৃথক। উহাতে শস্য বধ করিবার কথা তো দূরে থাকুক, মন্দিরকেও বধ করিতে হইত।^১ বুদ্ধ প্রসঙ্গে সহস্র সহস্র মানুষের প্রাণ সংহার করা, ইহা রাজধর্ম বিহিত। যুগাদির দ্বারা পশু, যাহারা কদল নষ্ট করে, তাহাদের সংহার করা ইহাও ঠিক। [হিন্দক] অরণ্য পশুকে মারা ইহার প্রয়োজন আছে। পরন্তু সর্বপ্রকারের হোমে সংহার করা, ইহা সর্বধর্মের অযোগ্য। কোনও প্রাণকে পীড়া দেওয়া কি

১। এক বান্দে।

২। হিন্দু বিদ্বৎসভায় ১৮৮০ চনতে সম্মতি দ্বয়ানন্দ মহাশয় নীকুন 'গো ককণাদি' গ্রন্থ দেখা গিয়াছে।

৩। গো করুণা নিষিদ্ধ ৮০ সংখ্যায় লিখিত আছে।

৪। হিন্দু পুণ্য পত্র উল্লেখ করিয়াছেন যে পশু হত্যার উদ্দেশ্যে অনুব্রাজন কর্তৃক হত্যার বেহালায় মন পবিত্রকরণ করা হইয়াছে। হিন্দুর পশু হত্যার সাধারণ অনুকূল

প্রকারের ধর্ম বিহিত কই? উচ্চাদের মত বোধিগা, লাঠি ঘুঁসি মারিয়া প্রাণ হরণ করা, ইত্যাদি প্রবৃত্তি বা বচন কখনই হইতে পারে না।

যজ্ঞ বিষয়ে কারার অধিকার আছে? হোমের যদি কেহ শংকা করে [তাহা হইলে জানা উচিত যে] যজ্ঞ বিষয়ক কংকণে যাহার প্রবৃত্তি আছে, কেবল তাহারই যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে। কর্ম তাহা বিচার লোক অল্প অল্প করিয়া জাগ্রত হয়। উপাসনা বাহ্যিক পদ্ধতিতে নিমিত্ত উৎপন্ন হয়। আবার জ্ঞান লাভ করিলে বিচারে দৃঢ়তা ও পরিশুদ্ধ হৃদয় এবং সেই সকল জ্ঞান মার্গের অধিকারী হয়।

অতঃপর আমরা হোম বিষয়ে ছোট খাটো কথা সমূহের বিচার করিতেছি।

আজকাল হোম-নিয়ম অনুসারি গ্রামকে পরিসর পরিচ্ছন্ন করায় প্রথা হয়, যদি নাহা হইত হোম করবার প্রয়োজন কি? কেহ কেহ এ কথাও বলিয়া থাকে। হোমের উদ্দেশ্য—নিজে প্রভুকে নিজে স্বচ্ছ না রাখিলে গ্রামের স্বচ্ছতা কিরূপে পাইবে? আর গ্রামের দুর্গন্ধ কিরূপে দূর হইবে?

তিনীয় শঙ্কায় এরূপ করিয়া থাকে—অগ্নিগার্ভি = কয়লা দ্বারা চালিত রেনের ইঞ্জিন। এমত প্রসঙ্গের প্রচুর বোয়া উৎপন্ন হয়, উহার সাহায্যে প্রচুর বৃষ্টি হয় উচিত [তাহা হইলে] হোম করিবার প্রয়োজন কি?

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, ধূম দুর্গন্ধকর ও দূষিত, ইহা দ্বারা বায়ু শুদ্ধ হয় না। আজকাল হোমের স্বল্পতা থাকায় বারংবার বায়ু অশুদ্ধ হইতেছে, বারংবার বিলক্ষণ বিলক্ষণ রোগের সৃষ্টি হইতেছে।

এই পর্য্যন্ত যজ্ঞ বিষয়ে বিচার বিবেচনা করা হইল, এবার সংস্কার বিষয়ে সামান্য বিচার করা যাক।

দ্বিতীয় ভাগ—সংস্কার

সংস্কার^১ মানে কি? এই প্রশ্নের বিচার প্রথমে করা প্রয়োজন। কোনও দ্রব্যকে উত্তম স্থিতিতে আনয়ন করার নাম 'সংস্কার'। এই প্রকারের স্থিতিশীল মানবীয় প্রাণীদের প্রাণ হউক, এ কারণে আয়ুর্গণ ষোড়শ সংস্কারের ব্যবস্থা

১. এই সমস্ত সংস্কারের ক্রম ১০ নং ব্রহ্মসূত্রের ২৪তম অধ্যায়ের ১০তম শ্লোক দ্বারা প্রদত্ত।

সংস্কারের প্রথম ১০টি হল—১. জল ২. অগ্নি ৩. বায়ু ৪. পৃথিবী ৫. জল ৬. অগ্নি ৭. বায়ু ৮. পৃথিবী ৯. জল ১০. অগ্নি ১১. বায়ু ১২. পৃথিবী ১৩. জল ১৪. অগ্নি ১৫. বায়ু ১৬. পৃথিবী ১৭. জল ১৮. অগ্নি ১৯. বায়ু ২০. পৃথিবী ২১. জল ২২. অগ্নি ২৩. বায়ু ২৪. পৃথিবী ২৫. জল ২৬. অগ্নি ২৭. বায়ু ২৮. পৃথিবী ২৯. জল ৩০. অগ্নি ৩১. বায়ু ৩২. পৃথিবী ৩৩. জল ৩৪. অগ্নি ৩৫. বায়ু ৩৬. পৃথিবী ৩৭. জল ৩৮. অগ্নি ৩৯. বায়ু ৪০. পৃথিবী ৪১. জল ৪২. অগ্নি ৪৩. বায়ু ৪৪. পৃথিবী ৪৫. জল ৪৬. অগ্নি ৪৭. বায়ু ৪৮. পৃথিবী ৪৯. জল ৫০. অগ্নি ৫১. বায়ু ৫২. পৃথিবী ৫৩. জল ৫৪. অগ্নি ৫৫. বায়ু ৫৬. পৃথিবী ৫৭. জল ৫৮. অগ্নি ৫৯. বায়ু ৬০. পৃথিবী ৬১. জল ৬২. অগ্নি ৬৩. বায়ু ৬৪. পৃথিবী ৬৫. জল ৬৬. অগ্নি ৬৭. বায়ু ৬৮. পৃথিবী ৬৯. জল ৭০. অগ্নি ৭১. বায়ু ৭২. পৃথিবী ৭৩. জল ৭৪. অগ্নি ৭৫. বায়ু ৭৬. পৃথিবী ৭৭. জল ৭৮. অগ্নি ৭৯. বায়ু ৮০. পৃথিবী ৮১. জল ৮২. অগ্নি ৮৩. বায়ু ৮৪. পৃথিবী ৮৫. জল ৮৬. অগ্নি ৮৭. বায়ু ৮৮. পৃথিবী ৮৯. জল ৯০. অগ্নি ৯১. বায়ু ৯২. পৃথিবী ৯৩. জল ৯৪. অগ্নি ৯৫. বায়ু ৯৬. পৃথিবী ৯৭. জল ৯৮. অগ্নি ৯৯. বায়ু ১০০. পৃথিবী

ক'রিতেছেন, পরন্তু সেই সমস্ত সমস্ত রূপে অবলম্বন করিয়া নির্যাস পুরোহিত মাল
হরণ করত প্রাচীন আচার্যদের রূপ অভিহিত হইলেন। কেননা, তাঁহারা
অসংখ্য অঙ্গ, মহাজন (= শ্রেষ্ঠ পুরুষ) ছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহারা অনার্য
অর্থাৎ অনাড়িদের শাহায্য করিবেন কেন ?

১। নিষেক — অর্থাৎ সংস্রবন। ইহা প্রথম সংস্কার। পিতা নিষেক
করেন, এ কারণ পিতাই মুখ্য গুরু।

নিষেকাদৌনি কর্মানি যঃ করোতি যথাবিধি।

সম্ভাবয়তি চাম্মেন স বিপ্রো গুরুকৃত্যতে ॥ মনুঃ

এইরূপ বাক্য মন্ত্রেতে আছে। পিতার সহস্রকার উপদেশ ও সংস্কার করাইবেন।
পুরোহিত কর্তৃক হোমাদিগণ উপনিষদে করা হইয়াছে। গর্ভধারণকারিণী জ্বর
কোন্ কোন্ পদার্থ ভক্ষণ করা উচিত যাতাতে সম্ভাবনের দোষ ও বুদ্ধিতে দৃঢ়তা
সঞ্চারিত হয়। সে স্থলে যথাসময়ে এই আনোচনা করা হইয়াছে। প্রাচীন কালের
অঙ্গাগণ অযোগ্য বলা হইলেন এবং তাই সকলের পূর্ণ বয়ঃ হইবার জন্য বীজ্যকর্মতা
তাঁহাদের মতো থাকিল। পুরোহিত হইয়া গর্ভধারণের প্রথম ধর্ম।

২। পুংসবন — এই সংস্কারের প্রয়োজন কথাকে পুনরায় শরীরে
কিভাবে সঞ্চার করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা। বীজ্যো সদ্যস্তরক, দৃঢ়তা ও
নৈরোগ্য এই সমস্ত গুণ থাকে উচিত, অত্যাধিক বীজ্য দ্বারা উৎপন্ন সম্ভবিত্ত
নান প্রকারের বিকার উৎপন্ন হয়। এতদ্বারা সংস্কারগণ ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ প্রয়োগ
করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বীজ্য বৃদ্ধির জন্য এবং [দোষ] শাস্তার্থ বর্ষকাল
পূর্ণ বয়ঃ পূর্ণবয়ঃ ব্রহ্মচর্য পালন করা কর্তব্য, এইরূপ নির্দেশ বলা হইয়াছে।

৩। সীমন্তোন্নয়ন — জ্বর অকালে গর্ভধারণ হইবার বড় ভয় থাকে, সে
কারণ যাতাতে উহা না হয় এবং নিরোগ ও পুষ্টিকর পদার্থ সমূহের সেবন করিলে
এবং মন উৎসাহ থাকিলে গর্ভের স্থিতি উত্তম অবস্থায় থাকে। এতদর্থ এই
সংস্কারের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

১। অর্থাৎ 'গর্ভাধান'।

২। মনুঃ ২।১৪২ ॥

৩। মন্ত্রে 'সদ্যস্তরক' মন্ত্র হইয়া উক্ত

কর্মাদিগণের

৪।

৫। ১৪।১৩-১৪ ॥

৬। ইম করিব। ইহা সংস্কারের প্রথম ধর্ম। ইহা করিয়া পুষ্টি বৃদ্ধি পাইবে। পিতা পিতার
সংস্কার বিধি অনুসারে পুংসবন সংস্কারের ইচ্ছা করিলে বিধি অনুসারে। অস্ত্র গুণ আচার্যগণ
পুংসবনের প্রয়োজন পূরণ পূরণ উৎসাহ দিয্যেন। অস্ত্র গুণ আচার্যগণ
মন্ত্রের পূরণ করিলে মনো পূর্ণতা পাইবেন। (উৎসাহ ৩৪ এ ইচ্ছা করিলে)

৩। জাতকর্ম—এই সংস্কার বিষয়ে বিশেষ চোখের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।
 কারণ, সৃষ্টিকা গুরুতর, = নবজন্মের গুরুতর। অতএব দূর করিবার জন্য সৃষ্টিক
 নকর চোম কর উচিত। শিশুর নাড় ছেদনে যেন ক্লেম না হয়, এবং শিশু হাতাতে
 স্থগা থাকে জাতকর্ম সংস্কার করিবার চর্চাই উদ্দেশ্য।

৫। নামকরণ—নাম রাখা হইতে কেহ যেন ভুল না করে প্রাচীনকালে এইরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি আশিষের মধ্যে 'চ' নাম, যাহা যুগে উচ্চ 'চ' হইবে তাহাতে মধুরতাও থাকিবে, এ কারণে দুই অক্ষরযুক্ত অথবা চার অক্ষরযুক্ত নাম হইয়া উঠিত, এরূপ বলা হইয়াছে। অক্ষরযুক্ত লক্ষ্য-চন্দ্র নাম শুধু টাটকা নহে। অশ্রুধা, কখনও কখনও অক্ষর যুক্ত মধুর মধুসূদন গোপবৃন্দ দেবকদাম এইরূপ লক্ষ্য চন্দ্র নাম দু'খণ্ড গোপমাল সৃষ্টি করে। অক্ষরযুক্ত মধুসূদন মূর্গা ছড়িছা প... হইবে, এম... যাহা নাম রাখা হইবে দোষ থাকিবে যায় তাহাতে আশঙ্ক হইবে কি আছে? দোষ চাপাইয়া কোন লাভ নাই মঙ্গিলদের... মধু মধুর... দাঁড় এবং উচ্চ দুই অক্ষরযুক্ত অথবা চার অক্ষর যুক্ত হইয়া উঠে যথা 'ভাঙ্গা', 'গঙ্গা', 'অনন্তরা', 'স...', 'সোপান...', প্রাচীন আখ্যদের এতাদৃশ নাম মহিলাদের হইত।

৬। **নিষ্ক্ৰমণ**—কেমন শব্দীতের শিককে বাহিরের বায়ু সেবনাথে লইয়া যাওয়া এই শব্দটারেই ইহাই মূখ্য উদ্দেশ্য ।

৭। **অল্পপ্রাণজ**—উপদ্রুত সময়ের শিশুর অল্পপ্রাণনার্দি সংস্কার যদি প্রারম্ভ না করা হয়, তাহা হইলে শিশু অসুস্থ হইতে পারে। এই কারণে এই সংস্কারের ব্যবস্থা

৮। চূড়াকর্ম—মস্তকে উক্ত দুই উৎস না হওয়া এবং উক্ত বায়ু যোগে বর্ণ আদির কারণে যে ময়লা স্ফটিকের উত্থানকে দূর করা প্রয়োজন, এইজন্য এই লক্ষ্যগুলির ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে।

ব্রহ্মবন্ধ—বালকের বিদ্যারম্ভকালে উৎসাহ উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মবন্ধ—বিষয়ে বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, প্রথমে নারীদের ও বিদ্যা সম্পাদনের অধিকার ছিল এবং তদনুসূল তাহাদেরও ব্রহ্মবন্ধ সম্পাদ্য প্রথমে করান হইত।

১) ইকঃপুত্র্য দিগ্গ-সংস্কারণ মনঃ বিবুদ্ধক মক্কা পণ্ডিত ইত্যুত মক্কা পণ্ডিত পণ্ডিত।
হঠাৎ।

ক্রিয়া বাস্তব অনুষ্ঠান 'গঙ্গা' নন্দন হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কখনো নন্দন যুদ্ধ করা
আরো। এখনে এইরূপ নন্দনের নাম প্রচলিতকাল হইবে। নরত নন্দনের 'গঙ্গা'র
নির্দেশ করা হইয়াছে। ভীষ্মের মায়ের নাম ছিল 'গঙ্গা'।

এ নদীকেও বিচার করে উদ্ভিদাদি বস্তুকে বংশধান কাল করা যাউবে।

১৪. বানপ্রস্থ পুত্রের সমান জন্মের পরই গৃহস্থায়ী নিবাসী গৃহস্থী বানপ্রস্থায়ীরা অননয়ন করিবেন, এইরূপ বাদক ছিল। বানপ্রস্থ আশ্রম ধর্মধর্ম 'স' স প্রাসাদ্য বিষয়ের নির্ণয় করে উদ্ভিদাদি বস্তুকে 'বিবেচনা' করিবার সময়ের প্রয়োজন, তথা 'গুণ' দোষ নিয়ে কীরূপে কাম্য উৎপন্ন করা উপযুক্ত এই ক্ষণে সময়ে-সকলের পাশে বানপ্রস্থায়ীদের বানপ্রস্থ রীতি বহুত্ব ছিল।

১৫। সংক্ৰান্তি—ধর্মের বিশেষ প্রবৃত্তি উৎপন্ন করা, এবং জনহিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য এই আশ্রম।

১৬। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—আত্মজাতির মধ্যে এই সংস্কারের বর্ণনা করা হইয়াছে। আজকাল আমাদের দেশে তিন প্রকারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রচলন রহিয়াছে। কিছু মানুষ আছে, যাহারা মৃতকদেহকে জলাগ, কিছু মানুষ মৃতকদেহকে বনে সইয়া সেখানে ফেলিয়া আসে, আর কিছু মানুষ জল-সমাধি দেয়।

প্রাচীন আশ্রমের মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইহা এক যজ্ঞ। উহাকে দহন-ব্যবস্থা (দাহ করা) মুখ্য কর্ম। যাহারা মৃতক শরীরকে মাটিতে পুতিয়া দেয় তাহারা একপাশা করিয়া থাকেন যে, দাহ করা অত্যন্ত 'নিরুপদ্রব', পরক মুসলমান আদির বিচার করা উচিত যে, মৃতক শরীরকে ভূমিতে পুতিলে রোগ সৃষ্টি হয়

কেহ একপাশা করেন যে, জলে ফেলিয়া 'দলে' উহাকে মাছ খাইয়া ফেলে, ইহা কি পরোপকার নহে? বুকিলাম, কিন্তু জনকে দূষিত করা হইতেছে এ বিষয়েও ভো চিন্তা করা উচিত। গঙ্গার তীরে মহান্ নদী সমূহের নীচে প্রেত শরীর [অস্থি-ভগ্ন প্রভৃতি] নিক্ষেপ করিলে জলে 'বিকার' সৃষ্টি হয়, তা'ছাড়া ছোট ছোট নদীর গো কথাই নাই? গঙ্গায় যাইরা অস্থি নিক্ষেপ [অধিকাংশ মানুষ] করেন ইহা কত বড় অজ্ঞানতা? মৃত প্রাণীর দেহ মৃত্যুকা, উহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলে কি লাভ হইবে? বনে গিয়া ফেলিলে ভূগর্ভে সৃষ্টি হইয়া রোগ উৎপন্ন হইবে। ইহা বলিবার [কোনও] প্রয়োজন নাই।

অতএব প্রাচীন আশ্রমের দাহকর্ম বিধিকেই মুখ্য মানিতেন এবং ইহাই উচিত। তাহারা শ্মশান ভূমিতে এক বেদি নির্মাণ করিতেন এবং নেটি পাকা ভটের দ্বারা গাঁথা হইত, তাহার পর মৃতকদেহকে তাহার উপর রাখিয়া জলহিবার সময় দু'ডি

১। উদ্ভিদাদি বস্তুকে প্রবলে 'নিরুপদ্রব ও নিরুপদ্রব' বিচার করে উদ্ভিদাদি বস্তুকে 'বিবেচনা' করিবার সময়ের প্রয়োজন, তথা 'গুণ' দোষ নিয়ে কীরূপে কাম্য উৎপন্ন করা উপযুক্ত এই ক্ষণে সময়ে-সকলের পাশে বানপ্রস্থায়ীদের বানপ্রস্থ রীতি বহুত্ব ছিল।

অষ্টম প্রবচন

ইতিহাস বিষয়

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপনের অনুকূল বৃথবার পেঠে ভিড়ে
বাড়ে তাং ২৪ জুলাই^১ রাত্রি আট ঘটিকার সময় ইতিহাস বিষয়ে যে
ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন উহার সারাংশ —

‘ওম্, বতোষতঃ সমীহসে ততো নো অভবৎ কুরু
শল্পঃ কুরু প্রজাতোহ্য ইত্যনন্মঃ পশুভ্যঃ ॥’

যজুর্বেদ • সং • অধ্যায় ৩৬, মন্ত্র ২২

‘ইতিহাস’ ইহা অক্ষর বাখ্যানের বিষয়।

ক্রমান্বয়ে এই বাখ্যান হইয়া উঠিল। ইতিহাস কথা “ইতিহাসো নাম
বৃত্তম্” ইতিবৃত্ত অর্থাৎ অতীতকাল ইতিহাস মগত্বপন্ন হইলে প্রকৃত হইয়া
আজকাল পর্যন্ত উপস্থিত হইয়া উগত্বপন্ন হইলে অতীত কাল হইতে প্রকৃত
বিচার করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অগত্ব বিরূপে উৎপন্ন হইলে এবং কে উৎপন্ন
করিল?।

‘না সদাসীমো সদাসীৎ তদানীং নাসাজ্জো নো বোয়া পরো যৎ ।
কিমাৱরীবঃ কুহ কন্ত্য শর্মহস্তঃ কিমাসাদ্ গহনং গভারম্ ॥’

ঋ • স • ৩

মূলে প্রকৃতি ছিল না এবং কাঁচা ও ছিল না। উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়

১। আবিণ কৃষ্ণা ৬ মধ্যং ১২৩২ (দাক্ষিণাত্য মতে—আবিণ কৃষ্ণা ৬)

২। এটি দুই প্রকার বিষয়ে পূর্বে বর্ণিত করিয়াছিলাম। ১। এতৎ বসন্ত প্রায় একই প্রকারে বিচার
নামক পুস্তক (সং ১৮৭৭) পদম নন্দন পৃষ্ঠা ১২৭-২৫৭ ও অন্যান্য পুস্তক দ্রষ্টব্য

বিশেষ—দক্ষিণ পাকিস্তান প্রদেশে অতীতকাল পর্যন্ত প্রচলিত একটি
সময় পুণ্ড্র জমিদারদের কিছু বিচার অঙ্গটি ছিল। তিনি নবীন বদান্যদের স্থায়
একাকী একত্রিত হইতেন না। আত্মা ও পরমাত্মা দুইয়ক পার্থক্য জ্ঞান অঙ্গটি হইয়া
ছিল, পরন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার অঙ্গটি ছিল। এটি অঙ্গটির প্রভাব উভয় গ্রন্থে
পাওয়া যায়, স্বর্গোদ্ভিদাঙ্কমিকার প্রণয়ন দ্বারা ১। প্রকৃতি বিষয়ক বিচার সামান্য
অঙ্গটি হইয়াছিল, তথাপি উহারেও ৩। চারটি স্থলে ইকপ বাক্য বাহা পাওয়া যায়, উহাও
পরিষ্কার নহে।

৩। ঋ • ১০।১২৩।১ ॥

আদিকে কাণ্ডা বনে । সম অর্থাৎ প্রকৃতি, ইহার বর্ণনা সংখ্যা শাস্ত্রে করা আছে ।
নেই শাস্ত্রে সর্প, রত্ন, অমূল্যবস্তুর যাহা সামান্যতা, উহার প্রকৃতি এইরূপ স্বীকার
করা হইয়াছে । সাংখ্য সূত্র দেখুন—

‘সমুদ্রজন্তুসমাং সামান্যত্বা প্রকৃতিঃ’ ১

প্রকৃতির পূর্বে উৎপত্তি কি রূপে হইল, এ বিষয়ে সাংখ্য শাস্ত্রের সূত্রানুসরণে
অনুসারে আছে ।

‘অকৃতৈর্গহান্নাহতো হংকারোহিহংকারাৎ, পঞ্চভূতান্ভ্রাতৃণ্যভ্যমিশ্রিযং
পঞ্চভূতান্ভ্রাতৃঃ স্বস ভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণঃ ।’ ৩

মুনে প্রকৃতি তত্ত্বনা, সমতাবস্থায় সৃষ্টি কাণ্ডা হইল কি প্রকারে এ বিষয়ে
যদি সংশয় হয়, সে বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ভূমির উপর পড়িয়া তলের উপর [এবং] বৃক্ষের উপর উহার বিন্দু সৃষ্টি
হয়, কিন্তু এটা পড়িয়া তার পৃথিবীর আবরণ সৃষ্টি হয় না ।^১ এই ভাবে প্রথমে
কোনও প্রকারের ও আবরণ ছিল না ।

ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি সৃষ্টি উৎপন্ন করিলেন, কেহ কেহ একরূপও বর্ণনা
থাকেন, এবং নৈমিত্তিক প্রকারের প্রয়োগও দিয়া থাকেন ।

‘তদৈক্ষ্যত বহু স্তাং প্রজাযেবেতি ।’ ছান্দোগ্যোগোপনিষৎ

পরন্তু এই বচন দ্বারা ইচ্ছার প্রকারের বোধ হয় না । কারণ, ‘ঐক্ষ’ শব্দের
উপযোগ করা হইয়াছে । এই ধাতুর অর্থ ‘দর্শন’ ও ‘অঙ্কন’^২ পরন্তু ইচ্ছা

১। মরাসি'ন (১৮৭৫) এই সূত্র'ল পরবর্তী সূত্র'লর দ্বিতীয় মালমভাবে ছাপা হইয়াছে এবং
'প্রকৃতি হইল' অনুসরণে আছে । এই মরাসি'ন পাত 'প্রকৃতিসংস্থান ... লিখিত' প্রাণে
আছে' এই সূত্র'ল পূর্বে ছাপা হইয়াছে । পরন্তু পাঠকনের পক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া আশ্রয়
পূর্ব ও পরে ছাপাইয়াছি ।

২। সাংখ্য ১।৩১ ।

৩। সাংখ্য ১।৩১ ।

৪। ইহার নির্দেশ পূর্ব উক্ত মন্তব্য — 'কিমা বস্তাঃ কুত কস্ত' পদ স্মৃতি নির্ভর আছে ।

৫। জাঃ উপঃ ৬২।১১ দ্বিতীয় সংস্করণে 'ঐক্ষ' উপঃ ব্রহ্ম'নন্দবলী অনুঃ ৬' প্রতীক লিখিত
অর্থ, ইচ্ছা অঙ্কন । সেখানে — 'দৌহিকামবত বহু স্তাং প্রজাযেবেতি'
একরূপ পাঠ অর্থ ।

৬। ধাতু পাঠে 'ঐক্ষ—দর্শনে' এই মাত্র পাঠ পাওয়া যায় । দর্শনের অর্থ চক্ষুস জ্ঞান ও
পাঠে নৈমিত্তিক

অর্থ হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল, এ কথা সম্ভব নহে। ইচ্ছা হইবার অন্য কণ্ঠার
যে কোনও বস্তুর অপ্রাপ্তি হওয়া প্রমাণ, অতএব বস্তু, ঈশ্বরের সৃষ্টিতে তাঁহার
কোন বস্তুটির অপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে? এ কথা হৃদয় দেশ, কাল, বস্তু পরিচ্ছেদ এই
সমস্ত ইচ্ছাকারীর হইয়া থাকে। একথাও সম্ভব নহে। এ কারণে ঈশ্বরের
ইচ্ছায় এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইল। এজন্য দশা উপস্থাপিত নহে।

যুগ প্রকৃত হইল এবং প্রকৃতি হইতে সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইল।

অত্র চ সত্যং চান্তীকাদুপনো হৃদয়জায়ত।

ততো রাত্রাজায়ত ততঃ সমুদ্রো ভবনঃ ॥১॥^১

সমুদ্রাদর্শাদপি সংবৎসরো অজায়ত।

অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিনতো বনী ॥২

সূর্য্যচন্দ্রমসৌ শান্তা বধাপূর্ব্বমবলম্বৎ।

দিনং চ পৃথিবীং চান্তুরিকমথো অঃ ॥৩

তস্মাদ্ধা এতস্মাদাস্মিন আকাশঃ সমুতঃ আকাশাদ্যমুঃ, বায়োরগ্নিঃ,
অগ্নেরাপঃ, অন্ড্যঃ পৃথিবী, পৃথিব্যা ওষধয়ঃ, ওষধিভ্যোহন্নম্
অগ্নাদ্ভেতঃ, রেতসঃ পুরুষঃ, স বা এষ পুরুষোহন্নরসমবঃ।

তৈঃ আরণ্যকে^৩।

আকাশ ইহা বিহু হওয়ায় সমস্ত পদার্থের অধিকরণ এবং উহা অপেক্ষাও
বিহু এবং অতি সূক্ষ্ম পরমাণু। ঈশ্বর আকাশ উৎপন্ন করিয়াছেন।^৪

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ। ব্যাসহৃতম্।^৫

ওম্ খং ব্রহ্ম। যঃ সং।^৬

আকাশ এবং পরমাণু ইহাদের আধারাধেয় সম্বন্ধ। অব্যক্ত প্রকৃতির যে
অব্যক্ত স্থিতি উহাকেই আকাশ বলা উচিত।

১। যবাতী সংঃ প্রকৃতিমন্ত মন্ত—সংসার নির্দেশ দেওয়া হইল নাই। তিনটি মন্তের শেষে ১ সংখ্যার
নির্দেশ আছে।

২। সংঃ ১০।১২।১-৩।

৩। তৈঃ আরণ্যকে ৮০।৩ ‘অগ্নাদ্ভেতঃ, রেতসঃ পুরুষঃ’ পট্টপত্র পাওয়া যায়। দুঃ
আনন্দাশ্রম পুনায় মুদ্রিত সংস্করণ পৃঃ ৫৬০ টিপ্পনী ৪।

৪। ব্রঃ ‘এতস্মাদাস্মিন আকাশঃ সমুতঃ’ পূর্ববচন।

৫। বেদান্ত ১।১।২২।

৬। বজ্রঃ ৪।১৭।

এ বিষয়ে যদি কষ্ট শঙ্কা করে যে, ঈশ্বরের জগৎ রচনা করার কি প্রয়োজন ছিল ?

এই শংকার বিচার কালে প্রথমতঃ শব্দের বাস্তবিক অর্থ কি ? ইহা দেখা প্রয়োজন। যে প্রকারের ইচ্ছা^১ জগতে সৃষ্টিগোচর হয়, সেরূপ ইচ্ছা ঈশ্বরে সম্ভব নহে, অতএব—

মমর্থমধিকৃত্য প্রিবদ্রভে তৎপ্রয়োজনম্ ॥^২

এই প্রয়োজন শব্দের অর্থ এখানে সম্ভব হয় না। কৃদ্যানিবৃত্তির জন্তু পাক-সিদ্ধি করিতে হয়। উহাতে কৃদ্যা-নিবৃত্তি ইচ্ছা প্রয়োজন। ঈশ্বর অপেক্ষা মহৎ পদার্থ কিছুই নাই [এবং] বাস্তবিক পক্ষে ঈশ্বরকে প্রবৃত্ত করিবে একপ পদার্থও নাই। এই জন্তু ঈশ্বরের কর্মে উপযুক্ত অর্থ সিদ্ধিকারী বস্তুর প্রয়োজন সম্ভব নহে।

দ্বিতীয় আর এক প্রকারের বিচার আছে যে, উল্লিখিত অঙ্কমায়ে কেহ শঙ্কা করিলে, সেই শঙ্কা কর্তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাই। ঈশ্বরের সৃষ্টি উৎপন্ন ন করার কি প্রয়োজন আছে ? যদি তুমি [ঈশ্বরের] সৃষ্টি উৎপন্ন না করার প্রয়োজন মনে করেনা পারো, তাহা হইলে আমার পক্ষেও সৃষ্টি উৎপন্ন করার প্রয়োজন বলা সম্ভব হইল না। এমন বস্তুয় তোমার ও আমার মধ্যে সমতা অবশ্য বহিল। পরন্তু বস্তুটি একপ নহে। সৃষ্টি উৎপন্ন করার কারণ এইরূপ যে, ঈশ্বরের সামর্থ্য যেন নিখাল না হয়, ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ পাইল না, অর্থাৎ যদি তিনি জগৎ উৎপন্ন না করেন তাহা হইলে ঈশ্বরে সেই শক্তি থাকবার কি উপযোগিতা রহিল ? ঈশ্বরের সর্বশক্তিময় নিখল হইবে। সর্বশক্তি এই শব্দে রচনা, ধারণ, দৃষ্টি, ইত্যাদি গুণের সমাবেশ থাকে। এই জন্তু সৃষ্টি-উৎপত্তি বিষয়ে শক্তি সাক্ষ্য হওয়া, ইহাই প্রয়োজন।

যদি কেহ বলে যে, ঈশ্বর লীলা করিবার জন্তু এই জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন, উহাতে, জগৎ উৎপত্তি লীলার জন্তু 'ইহাই প্রয়োজন জ্ঞানিবে', পরন্তু ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। ঈশ্বর যদি প্রসন্ন অর্থাৎ সুখানুভবকারী হইয়া থাকেন তাহা হইলে ঈশ্বরে অপ্রসন্নতা অর্থাৎ দুঃখ ও সম্ভব হইবে। অতএব সৃষ্টি উৎপত্তির কারণ ঈশ্বর-লীলা এইরূপ বোঝা বলা, তাহাদের কথন ত্যাগ।

১। মরাসী সংঃ লখঃ গঃ স্বঃ ভূতং কিসং সম্ভবণে 'ঈদা পদ পাওয়া যায়। উহা 'ঈদা' পকরণ অনুসারে 'ইচ্ছা' শব্দ হওয়া, উল্লিখিত, দ্রঃ পৃঃ ৫৫১, পং ৩-৭ হিন্দী সংস্করণ,

২। গ্রন্থ ১১১২৪।

কেহ একপ ও শব্দ করে যে, প্রথম বীজ উৎপন্ন হইল, না—বৃক্ষ ?

যদি কেহ একপ বলে যে, প্রথমে বীজ উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে বলিব বৃক্ষ বাতীত বীজ কোথা হইতে আসিল ? এই রূপ অনাবস্থা উপস্থিত হইবে। আর যদি বলে—প্রথমে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ও বলিব বীজ বাতীত বৃক্ষ হইল কি রূপে ? এইরূপ অনাবস্থা দেখা দিবে। এই ভাবে “উভয়ভঃ পাশা বৃজ্জঃ” প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। যাহাতে একপ প্রসঙ্গ উপস্থিত না হয়, সেই জন্য আমি বলিয়াছিলাম—প্রথমে বীজই থাকে। কারণ, সমস্ত জগতের বীজ ঈশ্বর . স্বেক্সন হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। অথ, পবিত্রতা নারীর এক মনোরমক পুস্তিকা আছে—ঈশ্বর উপাস্ত দেবতার নিকট কোন এক পতিব্রতা স্ত্রী ; ‘আমার যে পতিদেব বর্তমানে বহিয়াছে, আগামী জন্মে পুনরায় সে যেন আমার পতি হয়’, এই রূপ বরদান প্রার্থনা করেন। তখন সেই দেবতা তাহাকে সেইরূপ বরদান দিলেন। ইহার পর সেই পতি মুক্ত হইয়া গেল অর্থাৎ জন্ম মরণ হইতে মুক্তি পাইল। এইরূপ অবস্থায় দেবতার বরদান কিরূপে সফল হইবে ? কেহ কেহ এইরূপ শব্দা উত্থাপন করিয়া নানা প্রকার তর্কের ‘অবতারণা করে। তাহাদের প্রতি উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, যে পুণ্যাত্মা মুক্ত-পতির সংসঙ্গে তাহার পতিব্রতা স্ত্রীও মুক্ত হইবে। তখন দেবতার বরদান সফল হইবার মোটেই প্রয়োজন শেষ থাকিবে না।

সার্যাংগ—এইরূপ উন্টো-সিধে দৃষ্টান্তে অথবা ভাষণে না পড়িয়া শাস্ত্র ভাবে বিচার বিবেচনা করা আমাদের ধর্ম। অস্ত্র।

অবাক্ত প্রকৃতি^১ অর্থাৎ আকাশ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইল, এই সমস্ত ব্যবস্থা পরমাণুতে হইল।^২ বর্ত্তিঃ পরমাণুতে এক অণু হয়, দুই অণুতে এক বাণুক তিন বাণুকে এক ত্রসরেণু। ত্রসরেণুর লক্ষণ এইরূপ করা হইয়াছে।

‘জালান্তুর্গতে ভানৌ সূক্ষ্মং বদ্ দৃশ্যতে রজঃ।

প্রথমং তৎ প্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে ॥’ মনু^৩

১. মনুসংহিতায় ‘সূক্ণ’ শব্দ আছে। ইহার অর্থ আকাশ। অবাক্ত প্রকৃতিতে পূর্বপুষ্ঠায় আকাশ বলা হইয়াছে।

২. কোন হইতে পবিত্র পুস্তিকার পাঠ সমস্ত হিন্দী ও ব্রজের অসংখ্য ভ্রষ্ট। আমাদের পাঠ মরাতী ও ব্রজের অনুসরণ করা হইয়াছে। আর একপ বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশ (১৮৭৫) প্রথম পৃ. ২৫৩-২৫৪ তথা ২৬১ তে পাওয়া যায়।

৩। মনু. ৮।১৩৩।

ইহা উৎপত্তিকালের' ব্যবস্থা। ইহার পর প্রলয় কালে ভগবৎপুত্র স্বাক্ষর হয়, স্বাক্ষরের অণু হয়, এবং অণুর পরমাণু হয়। ইহা প্রলয় ব্যবস্থা।

ঈশ্বরের সামগ্র্য এই সব উৎপত্তির সামগ্রী এবং ঈশ্বর সামগ্র্য এই জগতের উপাদান কারণ। এত [সামগ্র্য] ঈশ্বরের দ্বারা সনাতন [এবং] সৃষ্টি উৎপত্তির পূর্ব হইতেই আছে। এই সামগ্র্য বাক হইয়ায় সৃষ্টি হইল এবং ইহা ঈশ্বরে [যখন] লয় হয় তখন প্রলয় হয়। অনন্ত প্রলয় এ পর্যন্ত হয় নাই। বায়ু পর্যন্তও প্রলয় হয় নাই। জল প্রলয় হইয়াছে। অগ্নি পর্যন্ত প্রলয় হইয়াছে।

‘ভূমৈক্ষত তন্ত্বেজোহৃষজৎ, তদপোহৃষজৎ, তদল্পমৃষজৎ’।^১

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্)^২

‘ভূমৈক্ষত তদপোহৃষজৎ তদল্পমৃষজৎ’ (ঐ. ৩)

পঞ্চমহাভূত, অনন্ত পরমাণু সমূহের সঞ্চয় হইয়া উৎপন্ন হয়। তদপ উদ্ভিদ-সৃষ্টি ও ক্ষৌব-সৃষ্টি, যাহাদের অসংখ্য বীজ আছে। উহাও ঈশ্বরেরই শক্তি। সেইরূপ স্বজাতীয় [এবং] বিজাতীয় পরমাণু আছে। এক বীজে অনন্ত বীজ উৎপন্ন করিবার শক্তি আছে। ঐষজি^৩ হইলে অন্ন হয়, অন্ন হইলে রোতি উৎপন্ন হয়, আর রোতি হইলে শরীর উৎপন্ন হয়। এখন যদি কেহ একপাশ করি করে যে, রোতি কি জন্য প্রয়োজন সমস্ত পদার্থ তাহা একমাত্র অন্ন হইতেই উৎপন্ন হয়, যদি একপাশ বলা হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? ইহার উত্তর এই যে, জীব-সৃষ্টিতে মৈথুনী সৃষ্টির অংশ আছে। উহাতে কেবল অন্নগ্রহণ দ্বারাই নূতন উৎপত্তি হয় না, রোতি-সঞ্চয়ের প্রয়োজনও হইয়া থাকে।

‘ভূপসোহৃষজাষত’।^৪

১। ইহার তুলনা সত্যার্থ প্রকাশ (১৮৭৫, প্রথম সংস্করণ পৃষ্ঠা ২৯৫র শেষের নথ্যাপুষ্ঠা ২৬৬র আদির পংক্তির সহিত করা উচিত।

২। পরোপকারিত্বী সভা দ্বারা মুদ্রিত সঙ্গীত সংস্করণ ‘ভূপোহৃষজৎ’ পাঠ নাই, ১৮৭০র যবাপী সংস্করণে বিদ্যমান আছে।

৩। ছান্দোগ্যোপনিষদ ও ‘সো অপোহৃষজৎ’ পাঠ আছে।

৪। ছান্দোগ্যোপনিষদ ৭২-২৪ পাঠের অংশ হইতে বিবক্তির অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

৫। অনুপলব্ধ মূল। ঐ-উপ-আরম্ভে একপাশ ভাব পাওয়া যায়।

৬। ‘ওষধিঃ ফলপাকান্তাঃ’ মনু-১১৬। লক্ষণ অনুসারে গম, এবং, বাস্তব, পূর্ণ, জল, অগ্নি, বায়ু, এবং এবং ফল পরিপক হইলে শুধানিয়া যায়। অতঃ হইলেই ওষধি বলা হয়।

৭। অর্থাৎ বীজ।

এবার মনুজ্য সৃষ্টি হইবার পর মনুজ্যজ্ঞাতির ইতিহাস আরম্ভ করা প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে বহু দেশে বহু মানুষের মধ্যে বহু গ্রন্থকার হইয়াছেন। সেই সমস্ত গ্রন্থকারদের মধ্যে, তাঁহারা নো প্রাচীনকালে হইয়াছেন। অতএব স্বীয় মতকে স্বীকার করাহবার জন্য একথা বলা কত অন্তায় বলুন? সত্যাসত্য নির্ণয় করা আমার জ্ঞানা আছে।

কোনও প্রবন্ধকদের পুস্তকে লেখা আছে—‘মানুষদের যেরে চুরি করা উচিত।’ আর সে গল্পখানি প্রাচীনকালের রচিত, এ কারণে সেই গ্রন্থোক্ত সমস্ত কথা কি সকলে স্বীকার করে? গ্রন্থ সমূহের অন্তরালে দাস্তিক মতের মাহাত্ম্য প্রচারকারীদের এইরূপ উদ্যোগকে কি বলা যাইবে?

অতঃপর “অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে”^১ এই জায়াভ্রমারে বহু অন্যান্য দেশের ইতিহাস দূরে রাখিয়া নিম্নের দেশের ইতিহাস সংক্ষেপে বিচার করাই উপযুক্ত।

প্রথম মনুজ্যজ্ঞাতি কাশ্মীর অথবা নেপাল^২ না হয় তো হিমালয়ের উচ্চ প্রান্তে উৎপন্ন হইয়াছিল—ইহা স্বীকার করিলে বিদেশী প্রাচীন আৰ্য্য-গ্রন্থের সহিত লেখকদের গ্রন্থোক্ত মতের সহিত এক বাক্যতা হয়, আর প্রাচীন আৰ্য্যদের ত্রাক্ষণাদি গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

‘সর্বেষাং তু স নামানি কৰ্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্ ।
বেদশাস্ত্রেণ্য এবাদৌ পৃথক্ সংশ্লিষ্ট নির্মমে’ ॥^৩

আগাগণ এই বচনের ‘অন্তকূল বেদের অমুমরণ করিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, উহা সর্বত্র প্রচলিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ—সমস্ত জগতে সাতটিই বার, বারটি মাস এবং বারটি রাশি^৪ আছে, এই ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

এবার ভিন্ন ভিন্ন ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার বিচার করা প্রয়োজন। এ সংক্ষেপে ইহুদীদের মধ্যে এইরূপ কাহিনী প্রচলিত ইহুদীদের পূর্বজগণ স্বর্গের

১। পার্শ্বভাষিক ৪৩ ॥

২। কাশ্মীর বা নেপাল অথবা এই পদ গ ঘ. ও হিন্দী নাম্বরণে নাই খনাটি সংস্করণ আছে।

৩। মনু. ১।২।১।

৪। পঞ্চানন বিদ্যাপতিবল্লভের মতে বার ও রাশি সমূহের জ্ঞান জায়াব্রা বৃক্ষানীদের নিকট শিক্ষা করিয়াছে, কিন্তু ইহা বখার্ব নহে। বারের নিম্নলিখ নামবেদ টু. প্র. ৭ ১), ত্রিকল (২) ও পাণ্ডুর মাস। লৌরমান ও চান্দ্রমাসকে সমান করিবার জন্য যাহা অধিক মাস হয় উহার নিম্নলিখ জ. ১ ২৪ ৮ ও পাণ্ডুর মাস। লৌরমাসের মতক সঙ্কল্পিত সন্ততি এবং সংক্রান্তির সম্বন্ধ রাশির সঙ্কল্পিত হইয়াছে। এরূপে বার ও রাশি উভয়ের মূল বেদে আছে।

সমান উচ্চ এক স্তর নির্মাণ করিতেছিলেন। ইহাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি তাহাদের কথাবার্তায় বিশুদ্ধতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন ১ তাহার পর আর কি, হতা হইতে ভগতে বহু ভাষা সৃষ্টি হইল। একপ কল্পনা সম্পূর্ণ অপ্রশস্ত।

দেশ, কাল, ভেদ, আনন্ড, প্রমাদের কারণ এক মূল ভাষা হইতে ব্যবহার ভেদ বৃদ্ধি হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হইল।

‘যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো [বৈ] বেদাংশ্চ প্রহিণোতি ভট্টম্যঃ।’^২

বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন, এই দুই কর্যে ব্রহ্মা ইহাদের আদি ব্রাহ্মণ, আদি আচার্য্য এবং আদি গুরু। তাহার পুত্র বিরাট্ এবং তাহার পরম্পরা হইতে শ্রায়ত্ব মন্ত পণ্ডিত বেদের উপদেশ কিতাবে হইল, এ সমস্ত ব্যবস্থা মন্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে।

মন্ত শ্রুতি হইবার কিছুকাল পরে^৩ আর্ধ্য ও দহ্মা এই দুই ভাগ হয়।

‘বিজ্ঞানৌহ্যার্য্যান্ যে চ দহ্মাবোঃ’ (ঋগ্বেদ সংহিতা)^৪

আদি সৃষ্টিতে^৫ দুইটিই জাতি ছিল। অর্থাৎ উল্লিখিত ‘আর্ধ্য’ ও ‘দহ্মা’। আর্ধ্য অর্থাৎ স্বত্র, বিজ্ঞান ব্যক্তিগণ আর দহ্মা অর্থাৎ দুষ্টি। উহার পর শনৈঃ শনৈঃ চার বর্ণের উৎপত্তি হইল।^৬ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পূর্ণ বিদ্বান্, ক্ষত্রিয় অর্থাৎ মধ্যম বিদ্বাদিকারী, বৈশ্য অর্থাৎ কনিষ্ঠ বিদ্বাদিকারী এবং শূদ্র অর্থাৎ অবিদ্বার স্থান।

ব্রাহ্মণাদির যাজন অধ্যাপনাদি মুখ্যধর্ম, বৈশ্যদের কৃষিকর্ম ব্যাপার আদি, শূদ্রদের সেবা আদি, এইভাবে রাজধর্ম, যুদ্ধধর্ম, এ সমস্ত ক্ষত্রিয়দের কর্ম। এইভাবে চারবর্ণ হইল।

ইহার পর চার আশ্রম হয়। এই চার আশ্রমের বিচার অন্ত প্রসঙ্গে করা হইয়াছে।^৭

১। বাইবেল উৎপত্তির পুস্তক অং ১১ ॥

২। বেতাং উপং ৩।১৮ ॥

৩। সমস্ত হিন্দী সংস্করণে “হইলে পর এক মন্ত শ্রুতি জাতিই ছিল, পশ্চাৎ” এরূপ পাঠ আছে। আমাদের পাঠ মরাঠী সংস্করণের অনুরূপ।

৪। ঋং ১।৫।১৮ ॥

৫। এখানে আদি সৃষ্টির অর্থ সৃষ্টির প্রারম্ভে। অং এই পৃষ্ঠ ১ - পাঠ্য। পূর্ব পৃষ্ঠান ... , পং ... উক্ত আদি সৃষ্টি অভিপ্রেত নহে।

৬। আদি ... হতল, এ পাঠ মরাঠী সংস্করণ অনুসারে আছে। হিন্দী সংস্করণের পাঠ দৃষ্ট।

৭। পূর্ব পৃষ্ঠা ২২-২৩ দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণৱ যদি মাধু হয় সে বলে—

‘রাম মেলা বানির’^১। সমুদ্র করে ব্যাপার’^২

পুত্র মাধু হইলে, সে একপ বসে—

‘হরি কো ভজে সে হরিকা হোর, জাতপাত পুছে ন কোয়’^৩

অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রুরতা নিক্রিয়ামতা ।

[পুরুষং ব্যজ্যমগ্নাহ লোকে কলুষবোনিজম্ ।

পিত্র্যং বা লভতে শীলং মাতুর্বোভয়মেব বা ।]

ন কথংচিদ, দুৰ্য্যোনিঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি^৪

ব্রাহ্মণদের মতাপেক্ষা মুখ্য ধর্ম বলা হয়গেছে জান পাণ্ডি জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ নিষ্ঠা জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান লাভ হয় ইহাট ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বিজ্ঞানের অর্থ দৃঢ় নিষ্ঠা অথ, যে সময় আমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই গুণাবলীর আবির্ভাব ঘটিবে সে সময়ট গ্রহ দেশ অনায়াসেই বৈভবশালী হইবে, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই মনুষ্যের প্রথম অধ্যায় বুঝিয়া দেখুন, উহাতে ব্রাহ্মণদের^৫ ধর্মের বর্ণনা করা হইয়াছে।^৬

অংগের কত্রিয়দের ধর্ম -শৌচ, স্নেহ, শ্রুতি, দক্ষতা, যুদ্ধ জয়, দান, ঈশ্বর-ভাব। —স্বামিহ। অর্থাৎ আদেশ দেওয়া এবং প্রজাবর্গের স্বারা যথার্থ অনুবর্তন

১। রাম আমায় বাপায়ী, জ্ঞান বৃদ্ধি করে ব্যাপারে।

২। হরি ভক্তি ন হারব হয়, জান পুত্র কত কল্যাণ করন

৩. মনুঃ ১০৪২-৩০ মনু এই কথা ‘তল’ নামের ৭৯ ৭২ চিত্রাঙ্কি এবং ৩০ এর পুত্র ছি মনু
অর্থাৎ সমুদ্র ভ্রমকারে আমায় মাতা যুক্ত করিয়াছি ইহার অর্থ একরূপ—অন্য যাত, নিষ্ঠুরতা
ক্রুরতা নিক্রিয়ামতা গুণ পুরুষের বলা বাক্য ক বাক্য করিয়া দেয়। দুই, ন পুরুষ পুত্র
যজ্ঞকে কেনও একাত্তে চাকিতে পারে না।

৪. মনাবী সম্প্রদায়ে কত্রিয় শব্দের প্রয়োগ আছে। এখন ‘ব্রাহ্মণদের’ পাঠ হওয়া উচিত
কত্রিয়দের ধর্ম পড়ে বলা হইবে।

৫. মনুস্মৃতি ১০, শ্লোক ২২-২৩ ব্রাহ্মণের ৭৯ ৭২ চিত্রাঙ্কি। কত্রিয় ও বৈষ্ণবের ৩০ ৩১
বলা হইয়াছে। শ্লোকগুলি এইরূপ—

অধ্যাপনমধ্যযনং যজ্ঞনং বাজ্ঞনং তথা দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব
ব্রাহ্মণানামকল্লযৎ ৭৮৮। প্রজানাং রক্ষণনং দানমিজ্যাধ্যায়নমেব
চ বিষয়েষ প্রসক্তিস্চ কত্রিয়শ্চ ৭৮৯। পশূনাং
রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যায়নমেব চ। বণিক্ পথং কুসৌদং চ বৈশ্যশ্চ
কৃষিমেব চ ৯০।

করান ২ যথার্থ রূপে প্রজাবশের বক্ষণাবেক্ষণ করিলে দেশে উজ্জা, অধঃপন, দান এই সমস্ত কর্ম শুদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । ১

বৈষ্ণবদের ধর্ম পালন করিয়া, দান, উজ্জা, লেন-দেন ও কৃষি কর্ম করা ৩

মন্ত্রীদের মতো গ্রামস্থ গুণ কল্যাণের ব্যাপ্তি প্রসারিত করার সময় পর্যন্ত পূর্ণ হইল । ৪

মন্ত্র দশটি পুত্র—

মরীচিমিত্রাতিরসো পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং

প্রচেতসং বসিষ্ঠং চ ভৃগুং নারদমেব চ ।

এতে মনুষ্য সন্তানানস্বতন্ত্রভূরিভেদসঃ

দেবান্ দেবনিকায়ান্চ মহর্ষীণামিভোভসঃ ৫

অতঃপর মন্ত্র পুত্র মরীচি ইনি প্রথম করিয়ে রাজা হইয়া ৬৮০ বছর ৬৯০ বছর হিমালয় প্রদেশে পরপর চরজন করিয়ে রাজ্য করিলেন ।

উহার পর উক্ত রাজা রাজ্য করিতে লাগিলেন কল্যাণের, পরে রাজ্যপক্ষ বিখ্যাত নামক এক বকি তন বিশ্বকর্মা ইত্য পদমণ্ডলের নাম গ্রহণ করিয়া নামের এক শিল্পকার হইলেন । যত্ন চেষ্টা, শিল্পকর্ম, বিদ্যা, প্রভৃতি অবিসার করেন । আবার এটি বিষয়ে চিন্তা করিয়া যত্নের প্রকার প্রণয় করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মদেবের পুত্র বিরাট কল্যাণ পুত্র নিক্স ও সোমসহ এবং অশ্বিনসহ পুত্র মহাদেব ৩৪০৩ এক ও মহাদেব, পরে রাজ্য করিতে বসিয়া ব্রহ্মদেব নামে প্রসিদ্ধ হন । মন্ত্র, যজ্ঞ ও ব্রহ্ম ইত্য যেরূপে বর্ণিত, ব্রহ্ম য ব্রহ্মপতি সমূহ যেখানে উপস্থিত হইত সেই স্থানটিকে সত্য নিম্ন ব্রহ্মদেব নামে অভিহিত, এইরূপ হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে বিরাট করিয়ে লাগিলেন উক্তকেই 'বৈকুণ্ঠ' বলা হয় । আবার আর এক রাজ্য করিতে ভ্রম্যকর উক্ত প্রদেশে মহাদেব বাস করিতে লাগিলেন, উক্তকে 'নৈলাস' বলে । উহার পর নিক্স ও মহাদেব

১। ব্রং গীতা ১৮।৪৩ ॥

২। শ্রেণী বকিতে দেশে শান্তিচিন্তা প্রবর্তিত । কৃত্যবিত ।

৩। মনু ১।২০ ॥ গীতা ১৮।৪৪ ॥

৪। অর্থাৎ রাজ্য করিতে লাগিলেন ১৮০০ বছর বয়স পর্যন্ত । ব্রহ্মদেব নাম ও ব্রহ্ম এই দুই ভেদ ৩৪০ বছর পর এক কর্ম প্রদেব অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রহ্ম প্রদেব হয় । ৩৪০ বছর মনুসময় পর্যন্ত ব্যবস্থিত ছিল ।

৫। মনু ১।৩৫, ৩৬ ॥

৬। অর্থাৎ ব্রহ্মদেব নাম ।

নামে কুটীতি হুই ১ নামে প্রসক্ত হইতে পড়িল। উল্লিখিত বিবৃতি শু মতাদেব আজও জীবন অর্থাৎ ইচ্ছা বলা যথার্থ নহে। বিষয় লক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে যে, ইচ্ছা বলা দেবের জনকপুত্রের বৃত্তান্তে আজও জনকই বলা হয় অতএব জনকই জনক বলা যাইতে পারে। অতএব এ যুক্তি প্রকৃত বিবরণে প্রযুক্ত হয়।

ইচ্ছা বলা অর্থাৎ উৎপত্তি হইলে বলা যাইতে পারে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। ইচ্ছা বলা অর্থাৎ জন, এই কারণে অসংখ্য নিষেদের সঙ্গে যুগ্ম শ্রুতিই অসংখ্যের জন্য বিচারে উদ্ভূত। যেখানে লাগিলেন আর যেখানে ক্ষমতা দেওয়া গেল সেখানেই অসংখ্য বসবাস করিতে লাগিলেন। এই ভাবে জগতের প্রত্যেক দেশে মানুষ ছড়াইয়া পড়ে।

এই সময় [রাজা] ইচ্ছা বলা বাচ্চাদের সঙ্গে লইয়া এই পুরাতন প্রথম বসতি স্থাপন করেন। আশ্চর্য্য দেশ অর্থাৎ পশ্চিমে সরস্বতী অর্থাৎ মিত্র নদ এবং পূর্বে সত্যপুত্র অর্থাৎ সত্যবতী, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিষ্ণুদেব, ইহাদের মধ্যস্থিত দেশ।^১

এই আশ্চর্য্য দেশ কান্ডু, কত শূণীক (জল খেজ), এবং জনবায়ু কান্ড উৎকর্ষ এখানে ক্রমশঃ চয় হইতে আগমন হয়

দেব অর্থাৎ বিদ্যান বাচ্চি। এই সব কারণেই দেবনদী একরূপ নাম্না হইয়াছে। এই রূপ "দেবনভ্যোঽর্ষদন্তরম্"^২ একরূপ বলা হইয়াছে। প্রথমে গঙ্গার নাম ছিল পদ্মা, তাহার পর সেই নদী হইতে ভাগীরথ খাস কাটিয়া আনিলে উহার নাম ভাগীরথী পড়িল।

সেই সময় ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণ ইহাদের নাম ছিল আর্ষা, উহার শব্দ এইরূপ—

'আর্ষো ব্রাহ্মণ কুমারযোঃ' (পানিনি শব্দ)^৩

এইরূপ ব্যবহার মধ্য দিয়া আমাদের দেশের নাম 'আর্ষস্থান' 'আর্ষাথণ্ড' হওয়া উচিত ছিল, আর সেই সব নাম ভাগ করিয়া 'হিন্দুস্থান' নাম কোথা

১। এখানে হিমালয় পর্বত হওয়া উচিত। অর্থাৎ দেব, উৎকর্ষ ও জনসংখ্যা পরে বলা হইয়াছে।

২। সরস্বতী দৃষতভ্যোঽর্ষদন্তরম্। তথোরেবাস্তরং গির্যো-
ব্রাহ্মণ বিদুবুধাঃ ॥ মমু. ২. ১৭. ২২।

৩। ইহা দেবনদী নামের মত এই রূপে কতিপয় লোকের মধ্যে প্রচলিত। অতএব ৮ম সূত্রাসে উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সেখানেও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

৪। মমু. ২। ১৭।

৫। অষ্টাধ্যায়ী ৩। ৩। ৩।

হঠাৎ আসিল ? ভাই শ্রোতৃবৃন্দ ! 'হিন্দু' শব্দের অর্থ কালো, কার্ফির চোর
এইরূপ, আর হিন্দুত্ব ন অর্থাৎ কালো কৃষ্ণকায় । কার্ফির, চোরদের স্থান অথবা
দেশ, এইরূপ অর্থ হয় উহার এইরূপ মন্দ নাম কেন স্বীকার করিতেছ ? আর
আমি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, আমি অর্থাৎ অর্জুনের, এবং বর্দ্ধ অর্থাৎ এলাদশ বাকিদের
দেশ [এইরূপ হয়] সে মরা নো দেখেছি তোমাদের মূল নামও
জানিয়াছি । আমাদের এই অবস্থা দেখিয়া কাহার হৃদয়ে ক্রোধ হইবে না ?
অপ্স, মাজনগণ । আজ হঠাৎ তোমরা ও নাম ত্যাগ করো এবং অর্থাৎ
তথ আর্গ্যান্ট এই নাম অভিমান ভরে বাস্তব করো । পূর্ব হইতে নো হইয়াছে,
পরন্তু আমাদের নাম এষ্ট তো হওয়া উচিত নয় । নোমাদের নিকট আমার এইরূপ
প্রার্থনা ।

নবম প্রবচন

ইতিহাস বিষয়

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার পেঠে ভিড়ের বাড়ি দিনাক ২৫শে জুলাই^১ রাত্রি আট ঘটিকায় ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতা দেন, উহার সারাংশ।

‘ইক্ষাকু’ আশোকের প্রথম রাজা। ইক্ষাকু রাজার পদের পুরুষ। পুরুষ শব্দের অর্থ পিতার পর পুত্র একথা মনে করিবেন না। এক অধিকারীর পর দ্বিতীয় অধিকারী একথা জানিবেন। প্রথম অধিকারী ছিলেন স্বায়ত্ত্ব (মহা ইক্ষাকুর সময় সম্রাট অক্ষর কাল আদি লিখন বর্ণের প্রচার করে, এরূপ প্রণীত হয়। কারণ ইক্ষাকুর রাজত্বকালে বৈদ্য কণ্ডক কঠিবাস ব্রাহ্মণ লিখিত হইতে থাকে যে লিপিতে বৈদ্য লিখিত হইত, সেই লিপির নাম ছিল দেবনাগরী^২। একথা^৩ কারণ বৈদ্য অর্থাৎ বিদ্বান্, ইত্যাদের যাহা নগর। এইরূপ বিদ্বান্ নগর^৪ বাসীরা অক্ষর দ্বারা অর্থ লেখক উৎপন্ন করিয়া লিখিবীর প্রচার প্রথম প্রবর্তন করেন।

রাজার উৎপত্তি পঞ্চম দিবস^৫ সৃষ্টি ছিল পরে দৈবুণী সৃষ্টি আরম্ভ হয় তাহার পর বিরাট হইলেন এবং বিরাটের পরে মহা হন। মহা ধর্ম ব্যবস্থা গঠন করেন মহাব দশটি পুত্র^৬, তাহাদের মধ্যে স্বায়ত্ত্বের [মহাটি] সময় রাজকীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা আরম্ভ হয়।

১। আশোক কৃষ্ণ ৭ সং. ১০৫২ (ব্যাংকোভ) সন্ত আশোক কৃষ্ণ ৭)।

২। মরাঠী সং. ‘দেবনাগরী’ অপভ্রংশ।

৩। দেবনাগরীর প্রাচীন নাম ব্রাহ্মলিপি। ইহার প্রথম লিখন শুকদেব কর্তৃক ছিল। লিপির নামের উৎস উক্ত রাজার ‘উত্তমঃ পশুয়ঃ দদর্শ বাচম’ (১.১.১.১) অর্থ পাণ্ডুরা যাহা দর্শন করিলেন (অর্থাৎ পশু, ক, ইত্যাদি) লিপি রূপেই সম্ভব। এই কালে ব্রহ্ম বাক্য লিপি লিখিত কারণ এই উক্ত কালে প্রথম ইক্ষাকু রাজার রাজত্বকালে সৃষ্টি হইল এবং কালীন।

৪। অর্থাৎ অদৈবুণী সৃষ্টি।

৫। এখানে মহা শব্দের অভিপ্রায় স্বায়ত্ত্ব মহাব সহিত বুক।

৬। স্বায়ত্ত্ব বহুপ্রোক্ত বর্মশাস্ত্রের যে গ্রন্থ পাণ্ডুরা যাহা দর্শন প্রাপ্ত, মহাবুধের প্রবর্তন। ইহার সৃষ্টি নির্দিষ্ট পদ্ধতি। যাহা। এই গ্রন্থ পাণ্ডুরা লিখিত সৃষ্টি প্রবর্তন করিয়া দর্শন, ইত্যাদি প্রবণ রক্ষা উচিত। বহুপ্রোক্ত বর্মশাস্ত্রের রাজপুরুষের প্রবর্তন। নারদ উক্ত নারদীয় বহুপ্রবর্তন।

ইকালি, যিনি রাজ্য হারাচ্ছেন, তিনি কেবল রাজ্যের জন্য লড়াই করছেন।
বলিষ্ঠ রাজ হারাচ্ছেন, অথবা তিনি বলিষ্ঠ রাজা নাও হয়েছেন, উহা শু
নহে। জনসাধারণ তাদের নিজস্ব যোগাযোগের মাধ্যমে রাজ্যের
পক্ষে অবদান করে। সেই সময় জনসাধারণের মধ্যে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি
চলিছে। কিন্তু রাজ্যের মধ্যে সমস্যা হল যে সময় বৈচিত্র্য প্রকাশ
করেন। এই দুইটি প্রকারে রাজ্য পূর্ব বর্তমানের প্রকারে
করেন। এই বৈচিত্র্যের মাধ্যমে রাজ্যের মধ্যে, তাই হোক। এই বৈচিত্র্যের মাধ্যমে
মন্ত্রের মাধ্যমে, অথবা অন্যভাবে রাজ্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে
কেবল রাজ্যের একক রাজ্যের মাধ্যমে রাজ্যের মাধ্যমে রাজ্যের মাধ্যমে
ছিল না, উহা কেবল রাজ্যের মাধ্যমে রাজ্যের মাধ্যমে রাজ্যের মাধ্যমে

ଶ୍ରୀମତୀ ଦାମସ୍ତ୍ରୀ 'ବିକ୍ରମ' ପତ୍ର, ଛତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ପ୍ରକାଶିତ ।

[illegible]

७ । पूर्व पुरुषात् प्रवृत्तः ।

- [illegible]

সমস্ত খাতিত * ক কবিয়া বৃহৎ রচনা করিতে হয় অজ্ঞাবদি ইংরাজদের
সে নিবয়ে পূর্ণ অক্ষিতা নহ। বাক্যান্ত মাত্র বৃহৎ রচনা করে। এই সামান্য
মাত্র বৃহৎ রচনা কবিয়াই নানার পাঠের অঙ্গের অনেক কুশল গ্রন্থ লোমাদের
মনে হয়। সারণ্য "নিবৃত্তপাদপে" দেশে এরূপে পি ক্রমাবর্তে"
এই প্রবাদ সত্য।

আমরা বলিতে চাই যে-যদিও যৎসামান্য অনেক ইংরাজদের মধ্যে
কিঞ্চিৎ অংশ নাই কিন্তু তাহাদের মন ও বুদ্ধি উভয় গুণ বৃদ্ধিতে
মাত্র যে মন ও বুদ্ধি আছে তাহা অপর কবি আমাদের কবি, অপর
দিন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে জাতি বসন্তে পতিত হইতে আরম্ভ হইলে দেশের
তখন এবং বৃদ্ধ প্রবন্ধে যত্ন লুপ্ত কবি পানিয়া যাইত, কিন্তু সময়ে বাক্য
অন্য প্রকারে উৎসাহ করে যেমন তখন সেই দেশে যোগ্য ব্যবস্থা মধ্যস্থ
সময় নত প্রকারে কবির প্রাণ নষ্ট হইতে হইত এবং সমস্ত প্রবোধ যুব কবি
নেতৃত্ব, একই জাতির মনোভাব মন, যাহাও পানির চিত্রা মনে না জাগে,
এই যে অবিচারের মনোভাব মনোভাব মনোভাব মনোভাব মনোভাব মনোভাব
কেন না পানির মন, এই সময় কবির মনোভাব মনোভাব মনোভাব মনোভাব
হইত

কার্ষ্যপণ্য ভবেদগুণা যবন্তঃ প্রাকৃতো জনঃ।

ভুক্ত রাজা ভবেদ, দণ্ড্যঃ সহস্রমিতি ধারণা ॥ মতঃ

শ্রেষ্ঠ পুরুষকে রাজাকে দ্বিবিধ বাক্য অনেক সহস্র গুণ অধিক দণ্ড দেয়
হইত এবং রাজারা মনোভাব মনোভাব [ধর্ম] বাদ করিতে কালক্ষেপ করিতেন,
এ বিষয়ে পিপ্পলদ মূনির কথা শুধিবা, ইক্ষাকুর রাজত্বকালে রাজ্য ব্যবস্থা
এইরূপ ছিল। ইক্ষাকু এইরূপ ব্রাহ্মণ, নৈতিমান, যজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ ও
গুণম্পন্ন রাজা ছিলেন।

১. চোপ বন্ধু, ও বাক্য আদির বর্ণনা সপ্তম প্রাণের গুণ সম্বন্ধে বহু পাণ্ডুর দাতা এ
বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে দেখিত হইত তিনি 'অলৌকিক' অ-৩ ১৩৫। কথা অল্প
রামায়ণ মহাভারতের বৃদ্ধ গ্রন্থে দেখিবেন।

২। মরাঠী সংস্করণে 'নিবৃত্তপাদপে' পাঠ অশুদ্ধ।

৩। মরাঠী ৮ ৩৩৩ মরাঠী ৮, ১৮৭২) এর পাঠ অশুদ্ধ। ৪. মরাঠী ম. ৮ ৮৩৮ অগপাঠ।

৫। এই কথা প্রমোদমিহনে আছে।

প্রবাদ আছে—

সমরথ কো নহী* দোষ গুণাই ।

রবি পাবক সুরসর কৌ নাই* ॥

নইলে আজকাল রামা আর তাঁহার স্নায় ॥১

১। তুলসীদাসকৃত রামায়ণে এই বচনটি আছে ।

ইতিহাস বিষয়ক

আমি দক্ষিণম্ভ সরস্বতী বিজ্ঞাপন অনুসারে বুধবার পেঠে ভিড়ের
বাড়ি ২৭শে জুলাই-রাতিকালে আট ঘটিকার সময় 'ইন্ডিহাস' এই
বিশেষের ব্যাখ্যান দেন, ইহা উহার সারাংশ—

এই কণা সগর রাজর রাজত্ব কালে [যে] দুই রাজপুত্রকে দণ্ড দেয়। তখন
এ তাকে রাজ্যনাথ হইল। তখনকার হইবে নাকি কহে হয়। এই সগর রাজ
সময়ে নানান প্রকারে নর কাহিনী প্রসিদ্ধ আছে। কেহ সগর সগর রাজ
বাড়ি হাজার পুর ভাঙা লাগে করে এসে কাহিনী নতুন গল্প কহিয়া ফেলে। ইহা
হয় আদম নতুন দেহ দেব বসন পুত্র চিত্র। এতাদৃশ কাহিনীকে কে বিশ্বাস
করিবে? কেহ কেহ এই কথাটুকু উপলব্ধি এইভাবে করয় থাকেন যে এ সমস্ত
অসুখ প্রকারের বসনাদি প্রভায়ে হইয়াছিল। বসনাদি কেবল শকোক্তাদিগ কর্তৃক
হইত। পরন্তু কেবল শকোক্তাদিগ কর্তৃক শক্তি নাই। অগ্নি শক্তি বসনাদি
বা প্রকাশ উপলব্ধ হয় ন। শকো কেবল বাঁচা বাঁচক সমস্ত মাত্র আছে। যাহা
হইক, এই সমস্ত অসার কথা, ইহা সগর নষ্ট করা উচিত নয়।

এই সগর রাজার পুত্র উল্লিচর (নামক) রাজা হন। তিনি বিখ্যাত বিদ্যায়
অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। কৌবল্যকি রাজ্য গ্রন্থে বহু সম্রাট রাজার বর্ণনা আছে।

- [illegible]

[illegible]

ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଥବା ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣେ ବଞ୍ଚି
 ରହନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରହଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ହୁଏ ।
 ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ହୁଏ ।
 ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ହୁଏ ।
 ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଣ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ହୁଏ ।

১৯৩৩ সালে পূর্ববঙ্গের পুষ্টি পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হইলে সেবা
কৰিত। সেখান হইতে অসম্ভবতঃ স্বয়ংস্বৰ্গ সভায় নতুন অধুত বিজ্ঞা প্রভাৰে
একটি নতুন পুষ্টি পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটি নতুন
কমিটি গঠিত হইলে পুষ্টি পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটি
গঠিত হইলে পুষ্টি পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটি

উদ্ভিদ গুলি পৃথক পৃথক স্থানে বসে থাকে। এই কারণে মাথাপথের
 মাথাপথের উদ্ভিদ গুলি পৃথক পৃথক স্থানে বসে থাকে। এই কারণে মাথাপথের
 উদ্ভিদ গুলি পৃথক পৃথক স্থানে বসে থাকে। এই কারণে মাথাপথের
 উদ্ভিদ গুলি পৃথক পৃথক স্থানে বসে থাকে। এই কারণে মাথাপথের

[The page contains dense handwritten text in Devanagari script, which is mostly illegible due to extreme blurring.]

সম্পূর্ণ ইতিহাস গ্রামাচারে বর্ণিত আছে। এই ভাবে আচার্যবর্গে মহা বলি, অত্যন্ত শূন্য, মহাপরাক্রম শালী, অন্যান্য দক্ষ মহাবিরাম্ চারকাটী আধা রাজা হইয়াছেন। সে কালে এই আচার্যবর্গে [প্রচলিত বিষয়ে] অন্যান্য উন্নত ছিল। 'কৌবিকি রাজব' গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যখন পুত্র ও কন্যা পাঁচ বৎসরের হইত সে সময় ভাতার পাঠশালায় যাইত। আর ভাতাদের পাঠশালায় প্রেরণ করা সামাজিক নিয়ম মনো পরিগণিত হইত। যদি কোনো অবিভাবক এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিত তাহা হইলে রাজসভায় পক্ষ হইতে দণ্ড ভোগ করিতে হইত। এবিধ উন্নতির কার্য অন্তত হইলে পরশোষে শতরাজ্য রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সে সময় এই আচার্যবর্গের ঐশ্বর্য অত্যন্ত বৃদ্ধিত অবস্থায় ছিল। এই ঐশ্বর্যের মততার কারণে সহস্রটি আচার্যবর্গের অবস্থার অবনতি ঘটে। যাহার নিকটে প্রচুর ধন থাকে সে মাদ টানত হইয়া যায়। অনন্তর স্বাভাবিক রূপে দেশে সামাজিক নিয়মের মধ্যে আবাবহার স্থিতি হইয়া থাকে।

শতরাজ্য অপরিমিত ঐশ্বর্যের কারণে মহা অভিমান উৎপন্ন হইল, দেশে গ্রামাদেয় বৈভব্য (বৃদ্ধি পাইল) রাজা নিবশটক হইয়ায় শতরাজ্য অত্যন্ত মদোন্মত্ত হইয়া পড়িল। কথায় বলে—

‘অর্থকামেন্দুসকলানাং ধর্মজ্ঞানাং বিধিবতে

ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরম শ্রুতিঃ।’ মতঃ ॥

অতঃপর শতরাজ্য মনো বিষয়ানুগী বৃদ্ধি হইল। সত্যবতী সত্বকে ইহার লাম্পটা আপনারা সকলেই জ্বলেন কিন্তু শতরাজ্য হইয়াও সে সময় ভাতার প্রতি বল প্রয়োগ করে নাই। সত্যবতীর পিতা ছিল ধন হীন, তথাপি সে শতরাজ্যকে ভয়ভীরু করে। ভীয়ে উদারতা দেখাটয়া নিজের কুলধিকার সত্যবতীর পক্ষে দান করেন। ভীয়ের এলাদশ্য প্রতিক্রিয়া লাভ না পাওয়া পর্যন্ত সত্যবতীর ধনহীন পিতা রাজার প্রার্থনা স্বীকার করে নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন কালে আচার্যদের মধ্যে কি পরিমাণ স্বাধীনতা ছিল। এবং রাজ্যবর্গও সামাজিক নিয়মের বন্ধনে কি পরিমাণ আবদ্ধ থাকিতেন এই আচার্যবর্গের রাজ্যবর্গের কীর্তি সে দুগে সমস্ত বিষয়ে প্রচারিত ছিল। যুরোপ ও

১। মনুঃ ২: ১৩ ॥ ইতি বর্ণনং চিত্তে স শতরাজ্য মনুজ্ঞানং তে দেশে তথা হইল। ১। প্রমাণং য — যে বাক্যে সত্যবতী রাজ্যে লক্ষ্য পড়িত হইত, সে সময়ে সত্যবতীর দান হইতে পারে না। ধর্ম বিধি অনুসরণ করিতে পারেন না। বলা হইয়াছে যে সত্যবতী সত্যবতী নাহি

আমাদের রাজারা ইহাদের সেরা-কাজে মনোযোগ রাখা করতেন সেই
আমাদের আজ কি দশা চাইয়াছে বিচার করিয়া দেখুন। এই সমস্ত ঘটনা মহা-
ভয়ঙ্কর রাজত্বের পক্ষে যে অশ্রমে পৌঁছে বর্ণনা করা আছে। শত্রু রাজার
সম্মুখীন হইতে পাপ বৃদ্ধি হয় এবং প্রাপ্ত রাজ্যের অবস্থা অবনতি ঘটে।
আর এই পাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হইতে ভবিষ্যৎ কোরব ও পাপবাদের মধ্যে
এক প্রাপ্তি লাভের সময়, ইহারা হন এবং সেই সময় হইতে, এই
কালের দুর্ভাগ্য আরম্ভ হইল এবং রাজ্যবাদের ইতিহাস সমাপ্ত করা
হইতেছে।

দেবতাদের ইতিহাস

অতীতের দেবতাদের ইতিহাস, বর্তমানের ইতিহাস ও ভবিষ্যতের ইতিহাস বলা
হইতেছে। দেব আত্মার বর্তমান বাক্য শতপথ বাক্যে এইরূপ বর্ণনা আছে।
এই দেব বর্তমান বাক্যের ইতিহাস কীটি ছিল—প্রথম দেব কোটি, দ্বিতীয় কোটি
কোটি, আর তৃতীয় পত্ন কোটি। এই তিন কোটি সমূহের আত্মিক বাক্য
আমরা গ্রন্থে কোটী দেবতাদের ক বর্ণনা আছে। আধুনিক ভেদে কোটি
দেবতাদের কল্পনা সর্বথা নিম্নলিখিত কতক কোটি: অর্থ 'প্রকার' জনসাধারণ
ইহাদের অর্থ কোটি [সংখ্যক] করিয়া ইহাদের কল্পনা করিয়াছে। আদিভা, কল্প,
বহু, ইত্য [ও প্রজাপতি] এই রূপ ভেদে দেব শতপথ বাক্যে এবং
বর্তমানক উপনিষদে বর্ণনা করা আছে। সে কালে দেখিয়া লইবেন এই
ভেদে দেবতাদের মধ্যে বাক্য আদিভা অর্থাৎ বাক্যটি মনে এগারটি রূপ,
কল্প শব্দের ব্যাপ্তি এইরূপ, যথা—

বদাহ স্মাৎ শরারাহ প্রাণা নির্গচ্ছন্ত্যথ বোদয়ন্তি ॥

তস্মাদ্ রুদ্রা ইদ্যত্যন্তে ।

১। সত্যপথের অবস্থার পক্ষে রুদ্র শব্দ।

২। পুত্র পুত্র—বিশেষতঃ দ্বি-বৈবাহিক। শ্রুতি অধ্যায় ১০ ॥

৩। শতপথ ১৪.৩.৩।

৪। দেবতাদের কল্পনা সর্বথা নিম্নলিখিত কতক কোটি: অর্থ 'প্রকার' জনসাধারণ

ইহাদের অর্থ কোটি [সংখ্যক] করিয়া ইহাদের কল্পনা করিয়াছে। আদিভা, কল্প,

বহু, ইত্যাদি [ও প্রজাপতি] এই রূপ ভেদে দেব শতপথ বাক্যে এবং

৫। শতপথ ১৪.৩.৩ ॥ বর্তমানক উপনিষদে বর্ণনা করা আছে।

এই প্রথম দ্বারা বৃহদাত্মবাক উপনিষদ অনুসারে দশ প্রাণ ও জীবাত্মা মিলিত হয়
একাদশ রূপে জানা যায়। বস্তু আটটি সেগুলি কি কি তাহা বলা হইবে—
১. পৃথিবী ২, জল ৩, তেজ ৪, বায়ু ৫, আকাশ ৬, এই সমস্ত পঞ্চমহাভূত ৭ অঙ্গ
হইবে, দোঁ ৮, চক্ষু ৯, সূক্ষ্ম ১০, একরূপ আটটি বস্তু এবং তমটেকার ১১
আর প্রজাপতি ১২ [এই দ্বৈতশক্তি দেবতা] ।

এক নৈকট্য মত চালাই, অর্থাৎ ইহাও ব্রাহ্মধর্মের স্থান কিংবা ইহাও
মহাদেব কৈলাসবাসী 'চালাই' হইবে, ইহাও মঙ্গলী চল অনেক পুত্র এই
সমস্ত কথা কেন বলা হইবে তাহা করা হইয়াছে। আমি নিজে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ
ভ্রমণ করিয়াছি। একবার মঙ্গলময় মনো ভিত্তি দেহে সিন্ধুন দিয়া 'মঙ্গল'
হইবে। যখন কখন যখন এই মঙ্গলময় পাতিলে আকাশপুত্রী যে পর্বতে অসংখ্য
'চালাই' সেই পর্বতের নাম 'চালাই'। পরে দেখানো মঙ্গলময় কথা যে 'চালাই' পুরুষ
নামে জানি সম্পদন করিয়া পুরুষাণ্ড ও পুরুষাকার কথা উচিত হইবে। 'চালাই'
করিয়া আমি সেখানে হইতে 'চালাই' অর্থাৎ 'মঙ্গলময়' এবং 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
পক্ষে জীবাত্মার মূর্ত্তা হয় না ।

কিন্তু এই 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
উক্ত প্রদেশ আছে উক্ত দেবলোকে ৭ এবং সে সমস্ত আত্মকালের মত
সে স্থানে স্থাবরপাশ হইবে। একরূপ আমার অনুমান হয়। পাতিলে যদি
একরূপ স্থাবরপাশ হইত তাহা হইলে দেবলোকে দেবাদের অন্তর্গত কেমন হইত ?

১. মঙ্গলময় 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
২. 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
৩. 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
৪. 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
৫. 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
৬. 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
৭. 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
৮. 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
৯. 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
১০. 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
১১. 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'
১২. 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'

প্রার্থনামে বৃথা শ্রমঃ পিতৃঃ প্রদেশান্তর দেবভূময়ঃ ।

পারিত্যিক । 'চালাই' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়' 'মঙ্গলময়'

করে হইয়াছিল। উক্ত কামিনী কামিনীকে বহু বার প্রহার করিয়া পত্রকে
অবশেষে করিয়া হয়। পরে এই বহু বার প্রহার করিয়া পত্রকে
পাণিপি বহু প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব।

প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
বৈদিক কাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
উত্তর প্রদেশ হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
করা যাক।

চারটি উপবেশের মধ্যে প্রথম হইতেই আয়ুর্বেদ গণ্য করা হইয়াছে।
ইহাকে প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
অমর সত্য প্রকাশ নামক গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
করা আছে।

প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮

১. প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
২. প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
৩. প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
৪. প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
৫. প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮
প্রাচীনকাল হইতেই প্রাচীন গ্রন্থকার ইহা নিবিস্ব দেশে হইয়া, ১৮

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়া
 এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়া
 এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়া
 এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়া
 এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়া
 এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়া

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অতঃপর কনকদাস বর্ণিত বৈশেষিক শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

কনকদাস গোহম লাস্য রচনা করেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এ বিষয়ে কনকদাস বলেন—এই সব মন্ত্রের মধ্যে পবিত্র
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

২। এ স্থলেও পাঠ্য লিখিত।

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।
 এবং এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

ইতিহাস বিষয়ক

ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପଢ଼ାଯାଇପାରିବ ।

शिवदेवर्षेण कृतं वासुदेवार्चनं ॥ १ ॥

(ইহাৰ পৰা ইতিহাস বিকৃত হৈছে)

১৭। - যি যে ক্ষমতা ... ১৮। - যি যি ক্ষমতা ...

অমাণ প্রমেয-সংশয়-প্রযোজন দৃষ্টোত্ত-সিদ্ধান্ত। (নু-অ) নমবতর্ক-
 মির্গয বাদ-জল্প বিতণ্ডা-হেতু-ভাস হল জ'তি নিগ্রহস্থ'নানাং তত্ত্বজ'প্তা-
 মিশ্চয়াবগমঃ । ৩

এবং আট প্রমাণ সমূহের বিবেচন করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণের সাহায্যে
অণের পরীক্ষণ হইবার পর সত্যাসত্য বস্তুর নিঃসর হইয়া থাকে। প্রমাণগুলি
এই—১. প্রত্যক্ষ, ২. অনুমান, ৩. উপমান, ৪. স্বপ্ন, ৫. ঐ বস্তু, ৬. অর্থাপত্তি,
৭. সম্ভব, ৮. অভাব। এই আট প্রমাণে টেকসইর মধ্যে ঐচ্ছিকের অন্তর্ভাব
শব্দ প্রমাণে পরগণিত। আর অসম্ভব বস্তু [অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অভাব]
অন্তর্ভাব অনুমানে হইয়া যায়।

প্রমাণ, প্রমেন, প্রমাণা ন প্রমিত্তি ইত্যে নব লক্ষণ এইরূপ যত — যাহা দ্বারা
আদি সিদ্ধ হয় তাহাকে প্রমাণ বলা যায় । ক্রমিক বিচার উক্ত প্রমেন, যাহা
নিশ্চয়কারী হইত প্রমাণ তাহা যাহা দ্বারা কোন কোন বিষয়ের সত্যতা, উৎপন্ন হইলে
উহা প্রমিত্তি । ৩

সাহিত্য মঙ্গলকে আমরা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে রচিত পট, যেটা ছাড়াও অসুখানোর

3. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681,

० प्रकृत — कृष्णम 'निःशब्द' नः विमलः' कृष्णः
 कृष्णं दर्शयन्तु कृष्णं 'कृष्ण' इति

४ प्रसादिप्रथम पदोक्तं कृतम् । ६ चण्डिका कृतम् न २ : १०-१२ ।

• ଜଣେ ବା—ନାମାଚାର ୨।୨।୨ । ଉପୋଦ୍ୟୋଗ ।

কিন্তু সমস্তই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে হতে হবে অসহযোগ প্রসঙ্গের বিশালভাবে বিচার
করিয়েছেন। [জাতির লক্ষ্য]

“जमानक्षमवाञ्छिका आदिः”

এই লক্ষণ অল্পসংখ্যে হারিয়ে যায়। অল্পসংখ্যে হারিয়ে যায়, অল্পসংখ্যে হারিয়ে যায়, অল্পসংখ্যে হারিয়ে যায়।

ଶ୍ରୀ ୧ମ, ୨ୟ, ୩ୟ ଓ ୪ୟ ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହସିଥିଲେ ।

খোয়াংমাংগাংগাং ধর্ম ও ধর্মের লক্ষণ কহা হইয়াছে ।

কম্পিউটার শাস্ত্রমূলক প্রথম ও দ্বিতীয় বছর পরীক্ষা করে উন্নত নেসার
বিবেচন করা আছে।

[illegible][illegible]

যেগৈর দল বলে যে চুতালী লক্ষ আসন আছে। তাহাদের এইরূপ বক্তব্যনিকে
কিভাবে স্বীকার করা যাইবে বলুন? এইভাবে প্রাণায়াম সম্বন্ধে ভ্রামশা সৃষ্টি
করিয়াছে।

প্রাণায়ামের যথাযথ স্বরূপ কি উক্ত পুস্তকে বলা হইয়াছে? নাসিকা প্রমুখ
দীর্ঘকাল 'প্রাণায়াম' করিলে যদি কুস্তক হয়, তাহা হইলে যে কাসিতে কোলে,
তাহার কুস্তক প্রক্রিয়া লক্ষ হইয়াছে বর্ণিত হইবে। কুস্তকের যথাযথ স্বরূপ এইরূপ—
প্রাণায়ামকে বলা হইবে যে হইবে নক বলা হইবে 'কুস্তক'। প্রচ্ছদন 'বসন্ত' (বাঃকরে
নির্গত করা) বলা হইবে 'বসন্ত'। 'বসন্ত' 'বসন্ত' 'বসন্ত' 'বসন্ত' 'বসন্ত' 'বসন্ত' 'বসন্ত' 'বসন্ত'
কুস্তক 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক'
যথাযথ 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক'
বক্তিয়া 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক'
সংগে বলা হইবে, 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক'
অর্থাৎ 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক'
বক্তিয়া 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক'
এইরূপ 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক'
'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক'।

যোগে প্রাণায়াম বলা হইবে, পশ্চাদ্ প্রাণায়াম কি? এ সম্বন্ধে সামান্য
বিচার করা যাক্। প্রাণায়াম 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক' 'কুস্তক'।
দীর্ঘকাল পর্যায়ে প্রাণায়ামকে বলা হইবে 'কুস্তক'। এ সম্বন্ধে আজকাল সাধারণ মানুষ
মস্তায় বিকল্প চেহারা প্রক্রিয়া করা থাকে, ইহা সকলেই জানেন। এইভাবে
দীর্ঘকাল পর্যায়ে প্রাণায়ামকে বলা হইবে 'কুস্তক'। [প্রাণায়াম] চিত্রের একাগ্রতায়
কাজে লাগে।

‘প্রচ্ছদনবিধারণাত্মক বা প্রাণশু’।

প্রাণায়ামের যথাযথ উপযোগিতা উদ্ভূত যে, প্রাণ ও প্রাণায়াম সম্বন্ধে যোগ
শাস্ত্রের নিয়ম সমূহের অনুসরণ করিলে নীরোগতা হয়।

১. বক্তাও ৮৫ লক্ষ মানি স্বীকার করে উদ্ভূত। এই প্রাণায়ামে প্রাণায়াম অনুসরণে ৮৫ লক্ষ
আসনের কল্যাণে প্রাণায়াম। ৮৫টি আসন ৮৫টি প্রাণায়াম আছে।

২. প্রবচনের এই সংগৃহীত অংশ ১৩ অংশে পূর্ব উপস্থাপিত হয় নাই।

৩. প্রাণায়ামের জন্য চারটি পুস্তক ১৯৫০ খ্রিঃ পঞ্চম লক্ষ মানি—মূল কাপড় ব্যবহার
করা হয়।

প্রত্যাহার অর্থাৎ ঈশ্বরে মন যুক্ত করা ।

ধ্যানের আরও এক প্রকার হলো—

ধ্যানের আরও এক প্রকার হলো—
মুখের মনকে কেন্দ্র করে ঈশ্বর ও ঈশ্বর সেই বস্তু
মুখের মনকে কেন্দ্র করে ।

সমাধি—অর্থাৎ ঈশ্বরে তন্ময় হওয়া ।

ধ্যান, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটি পদার্থই একই জিনিস, শুধু নামের মধ্যে পার্থক্য আছে ।

[বলা হয়] ত্রয়মেকত্র সংস্রবঃ ।

একভাবে পদার্থের দুই উপাসনা করেই ব্যবস্থা করা হয়েছে । [অর্থাৎ
উপাসনার পদ্ধতি বলা হয়েছে] আর কেবলো ১ = দুই । পদার্থ সাধন সমূহের
কোমর করা হয়েছে । পরামর্শের ১২ নং করে হঠাৎ যুক্তিপূর্ণ সাধন
একটি দেখানো হলো হয় না । এই ক্ষেত্রে উপাসনার ব্যবস্থায় দুই পূজা অর্থাৎ
(সাহায্যকারী) নহে ।

অতঃপর সাংখ্য শাস্ত্রের প্রকৃতি কল্পণ ? ইত্যাদি দেখুন । সাংখ্য শাস্ত্রের উপপত্তি
পদার্থ সংক্রমে গণনা করে দেবে জড় জালিবে । সাংখ্য শাস্ত্র এই কল্পণ বলেন —

‘ন বসং স্ফুপদার্থবান্নিহো বৈশেষিকা মবৎ’ ।

অর্থাৎ একপদ বসেন—‘অনিহিত্য বজ্রো ন ভবতি’ ।

অবস্থার অভাব হলেই বসন্ত হয় । এই কল্পণ করে হঠাৎ এই প্রমাণ
দ্বারা সাংখ্য শাস্ত্রের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ হয়না বৃদ্ধ ? যদি একপদ কেউ
বলেন তাহা হলেই বাহ্য দৃষ্টিমাত্র আর এই সিদ্ধান্ত নষ্ট হয় । আর শাস্ত্রিক বসন্ত
‘সকল বসন্তাকালে এই কল্পণ বসন্তকে কল্পণ করে দেখা যায় । পরন্তু
পরিণামে সকলের নিকট একইরকম পদবসন্ত হয় । কারণ এই সাংখ্য শাস্ত্র
অবস্থাকেই ‘নিকল্পণ করিয়া’ থাকে আর অজ্ঞান, অবিজ্ঞ, অবিবেক, ভ্রম এ সমস্ত
একই ।

অর্থাৎইন অপর দেশের নিবাসী বসন্তের বসন্তের লক্ষণ অসম্পূর্ণ বিতর্ক
বা অধিক বসন্ত বিশেষ বসন্ত করিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রকারদের পদ্ধতিতে অগ্নি, পৃথিবী,
জল, বায়ু, আকাশ) ইত্যাদি যে যান্ত্রিক আছে তাহার প্রতি দোষাভিযোগ করিয়া
থাকে, পরন্তু এ দেশে আসেনা । কেননা, কল্প, বস, গন্ধ এই সমস্ত গুণের যে

১. যোগ ৩৪ ২। সাংখ্য ১২০ । ৩। একপদ পাঠ কমবা পাঠ নাই । উক্ত সাংখ্য
মানে হইতেছে । ৪ এ স্থলে অবিবেক পাঠ হওয়া উচিত ।

ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି । ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ
ନୀତିଆରୀରେ ୨୫ଟି ପଦାର୍ଥର ନିରୂପଣ କରା ହେଉଛି ।

सङ्ख्यरज्जुमन्त्रां साम्यावस्थं प्रकृतिः प्रकृतैर्दृष्टान् महतेति
 दृष्टकारेण दृष्टकाराणामप्युक्त्या दृष्टान्मिच्छित्तमं प्रकृत्या दृष्टः
 दृष्टानि पुरुष इति प्रकृतिर्न दृष्टिर्न ॥

যক্ষাচ না অন্যকর শ'হু শ'হু : ৬ বয়স হইল - ৬ বয়স হইল হইল হইল
ক'লিয়াছেন . মেটে অ'লি গু'লি ব'ল'স ল অ'লি হইল হইল হইল হইল
৬ম খো'লি ল'ল . ৬ ব'ল অ'লি ক'ল'ল হইল হইল হইল হইল
যিখা শ'ল'ল হইল পূ'ল যিখা—

‘ना विमृता प्रमद्वेग नास्ती सुधा गच्छेत्तु नमस्तु कोविदम्’

হে পু। হে ম'র ন্য চক্ৰমা' পু। হে তা'ন এতদ টেন্দ্র কাময় অলংকারে
নমস্কৃত্য হে পু। হে ম'র ন্য চক্ৰমা' হে তা'ন এতদ টেন্দ্র কাময় অলংকারে
অলংকারে হে পু। হে ম'র ন্য চক্ৰমা' হে তা'ন এতদ টেন্দ্র কাময় অলংকারে

এদিকে বর্ষে দর্শন, চরিত্র চরিত্র বাস মন কাঁথা জগৎ ও কবরন গ্রন্থ
মধ্যস্থে বচন কবিতা, কণ্ঠ ও কবরন এটি চরিত্র পদ্যে ব বিবেচন কবিতাছেন বাস
আদি-মস্তিষ্ক সর্বনা ক দেখাছেন অর চরিত্র চরিত্র চরিত্র প্রকারের প্রকার
বর্ণিত আছে। বৈজ্ঞানিক দর্শনে আপদমগ্ন পদ্য প্রকারের বর্ণনা আছে
গৌতম পদ্যময় পদ্য প্রকার বর্ণনা কবিতাছেন। সম্বন্ধ লাভকর প্রকৃতি নিত্য ও
মহত্ত্ব পদ্য প্রকার বর্ণনা কবিতাছেন আর বেদান্তে অদ্বৈত প্রকারের বর্ণনা করা
হইয়াছে। এই পদ্যকালে পদ্যময় এবং চরিত্র মায়বায় অবশিষ্ট থাকে।
এইভাবে চরিত্র দর্শনের ক্ষেত্রে বিবেচন নই। চরিত্রের সকলের প্রকারে
একবাক্যতা আছে, ইহাই দৃষ্ট হয়। অতঃপর।

অতঃপর বৃত্তিপূজা 'বনরে পুনরায়' 'বচন' কদা যাক

[illegible][illegible]

[illegible]

বিবেচনা করো ।

WINTER 2001

ইতিহাস বিষয়ক

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

(ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଖାଟି କରାଯିବ ।)

(हजिदाम भक्तवर्त्ता)

[illegible]

আমি কখনোই ছেঁড়ি না। আমার ছেঁড়ি ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না।
[অর্থাৎ, "আমি ছেঁড়ি ছাড়া কিছুই করতে পারি না।"]
আমি কখনোই ছেঁড়ি না। আমার ছেঁড়ি ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না।
[অর্থাৎ, "আমি ছেঁড়ি ছাড়া কিছুই করতে পারি না।"]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। উহা এইরূপ—পতির জীবিত অবস্থাতেও সম্মান বোধনা আদি বহু প্রসঙ্গে নিয়োগের আদেশ পাওয়া যায় নিয়োগ দলবার কবিরার আদেশ ছিল।

‘সোমঃ প্রথমো বিবিদে গজ্জবো বিবিদে উত্তরঃ।’

‘তৃতীয়ে’হ্মিষ্টে পতিঃ তুরায়স্ব মনুষ্যভাঃ’ ॥ ৪০ ৪১’

‘ইমাং কনিষ্ঠা মাতলঃ স্তম্ভুরাং স্তম্ভগাং কণু

দশাস্ত্রাং স্তম্ভানাং দেহি পুত্রঃ স্তম্ভদশং কৃষি ॥’

এই মঙ্গল অঙ্গক ১০০ কণা ১০০০ হইতে ১০০ হইতে ১০০০ পতি
ভোগ পতি নচে, তাহা ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০
আনিবার প্রয়োজন কি ১’

আবার নিয়োগ সম্বন্ধে মত একরূপ বলিয়াছেন—

দেবরাজ্যে সপ্তমাতা দ্বিতীয়া নম্যন্ত নিম্নভূমি

প্রভেদিতা দ্বিতীয়ত্যা সপ্তমাতা ১০০০ ১০০০

প্রাচীন অসম্পন্ন মত পত্র ভাষ্যে অসম্পন্ন মত পত্র ১০০০ ১০০০
মহা] ভারত কথা র পুত্র উত্তরদশ আদে।

কাস মহান্ পণ্ডিত ও ১০০ পুরুষ [১০০০] ছিলেন। তিনি [বি] চিত্রবীণ
ও চিত্রবীণার পত্নীর সহিত নিয়োগ করেন এবং তাহাদের একের গর্ভ হইতে
পুত্রবাষ্ট্র ১০ দ্বিতীয়ের গর্ভ হইতে পাণ্ডু এই দুইটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহার পর
পাণ্ডুর জীবিত কালে তাহার স্ত্রীরা পর পুরুষের সহিত নিয়োগ করিয়াছিলেন।
এ বর্ণনা পূর্বে করা হইয়াছে। এই ভাবে [নিয়োগের] সে কালে প্রচলন ছিল।
এ কারণ পুনবিবাহের বিশেষ প্রয়োজন হইত না। বর্তমান সময়ে নিয়োগ ও
পুনবিবাহ উভয় বস্তু চলে যায় ও কালে আধাদের মধ্যে যে প্রভেদ ছাড়াইয়া

১০ ১০০০০০০ ২০ ১০০০০০০

১০ ১০০০০০০ ২০ ১০০০০০০
এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। উহা এইরূপ—পতির জীবিত অবস্থাতেও সম্মান বোধনা আদি বহু প্রসঙ্গে নিয়োগের আদেশ পাওয়া যায় নিয়োগ দলবার কবিরার আদেশ ছিল।
এই মঙ্গল অঙ্গক ১০০ কণা ১০০০ হইতে ১০০ হইতে ১০০০ পতি
ভোগ পতি নচে, তাহা ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০ ১০০০
আনিবার প্রয়োজন কি ১’
আবার নিয়োগ সম্বন্ধে মত একরূপ বলিয়াছেন—
দেবরাজ্যে সপ্তমাতা দ্বিতীয়া নম্যন্ত নিম্নভূমি
প্রভেদিতা দ্বিতীয়ত্যা সপ্তমাতা ১০০০ ১০০০
প্রাচীন অসম্পন্ন মত পত্র ভাষ্যে অসম্পন্ন মত পত্র ১০০০ ১০০০
মহা] ভারত কথা র পুত্র উত্তরদশ আদে।
কাস মহান্ পণ্ডিত ও ১০০ পুরুষ [১০০০] ছিলেন। তিনি [বি] চিত্রবীণ
ও চিত্রবীণার পত্নীর সহিত নিয়োগ করেন এবং তাহাদের একের গর্ভ হইতে
পুত্রবাষ্ট্র ১০ দ্বিতীয়ের গর্ভ হইতে পাণ্ডু এই দুইটি পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহার পর
পাণ্ডুর জীবিত কালে তাহার স্ত্রীরা পর পুরুষের সহিত নিয়োগ করিয়াছিলেন।
এ বর্ণনা পূর্বে করা হইয়াছে। এই ভাবে [নিয়োগের] সে কালে প্রচলন ছিল।
এ কারণ পুনবিবাহের বিশেষ প্রয়োজন হইত না। বর্তমান সময়ে নিয়োগ ও
পুনবিবাহ উভয় বস্তু চলে যায় ও কালে আধাদের মধ্যে যে প্রভেদ ছাড়াইয়া

সংগঠিত হইয়াছিল। এই সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশে
কিন্তু আমরা এখনও এইরূপেই চলিতেছি। এইরূপেই চলিতেছি। এইরূপেই
চলিতেছি। এইরূপেই চলিতেছি। এইরূপেই চলিতেছি। এইরূপেই চলিতেছি।

প্রাচীন যুগের সময় হইতেই আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশে
কিন্তু আমরা এখনও এইরূপেই চলিতেছি। এইরূপেই চলিতেছি। এইরূপেই
চলিতেছি। এইরূপেই চলিতেছি। এইরূপেই চলিতেছি। এইরূপেই চলিতেছি।

সংগঠিত হইয়াছিল। এই সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশে
কিন্তু আমরা এখনও এইরূপেই চলিতেছি। এইরূপেই চলিতেছি। এইরূপেই
চলিতেছি। এইরূপেই চলিতেছি। এইরূপেই চলিতেছি। এইরূপেই চলিতেছি।

মধ্যযুগের যিগ্যা পরস্পরাগত অভিমান আমাদের ব্যাগ করিতে হইবে এবং
মহা শু মন্ত্রপদেশদানকারী করি, মূর্খ ও বেদ বনিত পরস্পরাগত অভিমানকে
প্রতিষ্ঠিত রাখা কর্তব্য। অতঃপর।

এবার পুনরায় ইত্যাদির বর্ণনা আবিস্কৃত করিতেছি—

রাজা পুরুষোত্তম স্বভাবতঃ কপট প্রকৃতির ছিলেন এবং পাতক স্বভাবতঃ ছিলেন শুক
— ধর্মাত্মা ।। পাতক এক বীর মনুষ্য হইয়া বেদ আত্মা বহিষ্ঠত। অতঃপর
বেদ-বিকৃত এই কবীর, মনুষ্য হইবার কাঙ্ক্ষা রাজা পাতক কালে প্রথম
যদিয়াছিল। উভয়ে কোরব পাত্রদের বক্তৃতাম নিন্দে অভি উভয়ে ধান দিয়া-
ছিলেন। পাত্রের আপন পুত্রদের এবং পাত্রের পুত্রদের বেদ নয়া শু কপটাত্ম্যের
হইতে মুক্তি দান ছিলেন। সেখানে পাত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের
পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের
পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের পুত্রের

[illegible][illegible]

দুঃখোদনের চণ্ডাল চক্রের উদ্দেশ্যে বন্য বিহর জ'নিতেন বিহর ব'ঃ
দেশের ভাষায় জাফা-গুহ বিধেব পরিজ্ঞান যুধিষ্ঠিরকে করাইয়া দিয়াছিলেন । বন্য
ভাষা ধর্মরাজ (যুধিষ্ঠির) ভাল ভাবে জ'নিতেন এ কারন পাণ্ডবরা মতক হইয়া
মংকট উত্তীর্ণ হয় [অর্থাৎ জাফাগুহের অগ্নিক'ণ্ড হইতে রক্ষা পায়] । একপ
বর্ণনা আছে ।

তাত্ত্বিক, ভাষ্য, বিহু [ও বুদ্ধি] ইহারা নানা প্রকার ভাষা জানিতেন ।
এবং তাঁহারা স্নেহ ভাষা সমূহের মধ্যে অপরকৈ ভাষাই বলিতেন । এই কথা
আজকালকার শাস্ত্রীদের নিকট যদি বলো, যে স্নেহ ভাষা অথবা যাবনী ভাষা
শিক্ষা করায় কোনও দোষ নাই একথাও বাতিল বলিবে—

“न वदेद् यावन्तो भूयाः प्राणिनः कृच्छ्रं गच्छन्ति ।

इतिहासः । इतिहासः । इतिहासः । इतिहासः । इतिहासः ।

এই প্রেক্ষাপটে জাতিগত অসমতা দূরীকরণের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে না।

২। এখানে 'সুতর'ই না হইয়া 'জুথোবন' শব্দ হওয়া উচিত।

মৎস্যের সম্বন্ধে অজ্ঞানের ভুলের প্রশংসা করা হয়। 'কত আশ্চর্যের দেশে শূন্য
কৃপণ পুরুষ বিদ্রল হইয়াছে। অজ্ঞান হইতে বঁচিলেই চলে।' এতদ্বারা নহে আম
হস্তপুস্তকের মৎস্যের অংশের অপর নানাপ্রকারের কঠিন বেগ করিতে
দেখিয়াছি।

অর্ধের সময় হইয়াছে অপর অপর কাহিন্যে সে প্রৌনদীকে [রাজ মন্ত্রী জাকিয়া
জাকিয়া] যন্ত্রণা দ্বারা ব্যবস্থা করিয়াছিল। একথা সকলেই জানা আছে।

রাজমন্ত্রী নিজে কখনো যে, রাজ্যের সুবিধার জন্য টাকা উঠাই।
এবং সুদীর্ঘকাল রাজ্য করা হোক। [কিন্তু অশান্তির মধ্যে সুপ্রসিদ্ধি। আশ্চর্য]
কিন্তু গভীর-গভীর কখনো ইহাও পর যে সমস্ত কষ্ট পাওবদের ভোগ করিতে হইয়াছিল
কিন্তু কখনো সকলে জানেন। ইহাও পর যখন পাওবদের হাতে বৈজ্ঞানিক আসে তখন
এবং রাজ্যের যত কষ্ট এবং 'মৃত্যু' নামক এক প্রেমের শিল্পের মাধ্যমে 'মহাশয়'
এক বিশেষ মত 'মৃত্যু' করে। প্রাচীন আমলের শিল্প 'মহাশয়' টি-মাস এবং
যোগ্য)।^{১২} যাহা হউক।

ইহাও রাজ্যের যত কষ্টের মধ্যে মৎস্য সংগ্রহের জন্য মৎস্যগত হইয়াছিল। সেই মতের
এবং কৌশল এবং অপর কষ্ট যে, শুধু ভুলের পরিণতি হইবে আশ্চর্য পাওয়া,
এবং যখন বিচরণ করে উঠতে জন মনে করিয়া বস্ত্রকে একটু উপরে উঠাইয়া লইলে
'মৎস্যের পুত্র অল্পই হয়' এটি বিতরণ মূলক কথা ভীষ্মসেন বলিয়া গেলে। শুধু
এবং শাস্ত্রী আপন স্বভাবের মতরূপ কপট যোজনা বসনা করিয়া ঠাট্টা কাবল।
এই সময় অজ্ঞান শুধু কষ্টের মধ্যে কষ্টের কষ্টের মধ্যে শাস্ত্রী শাস্ত্রী করেন। ইহাও পর এক
মত ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। তাহাতে ক.ব.মুনি [ভাস্কর] কঠিন রাজা, বৈজ্ঞানিক
এবং ইহাও সকলে মানন্দে একস্থানে বসিয়া ভোজন করে।

অন্যদের কপটতা সহ দ্যুত কষ্টে কঠিন যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে মাহিমিক প্রতিজ্ঞার
অবস্থা করিয়া বনবাস ও অজ্ঞানবাস করাইল। বিরাট নগরীতে থাকাকালে
অজ্ঞান বিরাট রাজার কথা উল্লেখ করে কৃষ্ণ শিক্ষা দিত। এতভাবে প্রাচীন কালে
রাজ-কন্যারা কৃষ্ণ শিক্ষা করিত [ইহা স্মৃতি]। নিজের মধ্যে লড়াই বগড়া
ব্যতীত কখনো চক্রবর্তী রাজের বিনাশ হয় না। এইরূপ প্রসঙ্গ কৃষ্ণ বলে উৎপন্ন
হয়। এই সময় প্রাচীন আমলের মধ্যে বহুবিধ দুর্ভাগ্য সৃষ্টি হয়। ইহাও
উদাহরণ।

১২. যদ্বারা মতের প্রাচীন কালে ইহাও বলা অপর কষ্টে ছিল। উহাও প্রাচীনোক্ত

কর্ণলইয়াছিল।

১৩. এ পাঠ মূল ১৮৭২ সালের মত উৎসর্গে আছে কে.উ.ম. (পৃ.), মুদ্রিত আছে।

শ্রদ্ধা ও মূর্তিপূজা প্রভৃতি মূর্ত্যাপূর্ণ চালের (প্রথা সমূহ) প্রচলন করিয়া দিল।
মূর্তি বর্জিত ধর্মীয় কেলিয়া মূর্ত্যামাত্রকে নিজেদের অধীন করিয়া লইল এবং
রাজকার—স্থান হইতে পতিত হইল।

অবিদ্যাংমৈব বিদ্যাংমৈব ত্রাক্ষণং দৈবতং মহৎ ।
প্রণীতশ্চাপ্রণীতশ্চ যথাগ্নিদৈবতং মহৎ ।
শ্মশানেষপি ভেজস্বী পাবকো নৈব তুষ্যতি
হুযমানশ্চ যজ্ঞেষু ভূয় এবান্তিবর্ধতে ।

প্রাচীন আর্য গ্রন্থ সমূহে ফেদক বচন সংযোজন করিয়া এবং [উপরি] লিখিত
শ্লোকের আশ্রয় নবীন শ্লোক রচনা করিয়া ত্রাক্ষণের নৈজের অস্তিত্ব বৃদ্ধি করিল

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি সর্বাণি সাগরে
সাগরে যানি তীর্থানি পদে বিপ্রশ্চ দক্ষিণে

এবং নিজপক্ষের পক্ষপাত বিষয় সৃষ্টি করিয়া [মতাদি প্রতি সমূহেও] যুক্ত দিল
ইহার দৃষ্টান্ত মনুষ্য এই বাক্য দেখুন—

এবং যজ্ঞপ্যানিষ্টেষু বর্তন্তে সর্ব কৰ্মসু ।
সর্বথা ত্রাক্ষণাঃ পূজ্যাঃ পরমং হি দৈবতং তৎ ।

মহু. অ. ১ ॥

এতাদৃশ ত্রাক্ষণ সমূহের প্রতি বৈষ্ণব পোষণকারী যদি কোন ব্যক্তিকে পাক্ষয়
ঘাইত, তাহা হইলে তাহাকে “ত্রাক্ষণ দেহ” নাম দিয়া তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ
করিয়া চন্দ্র দুর্গতিতে যাবৎ ফেলা হইত, ত্রাক্ষণেরা কখনও দণ্ডিত না,
হস্তায় তাহাদের মাথা সবলকার হস্তে প্রবেশ করিত। এবং পূজা — সন্মোচন;
ক্ষীণ হস্তায় দস্ত ন অন্মোচন বৃত্তি পাইল। আর সেই পরিমাণ অজ্ঞানতাও বৃত্তি
পাইতে লাগিল [যখন] দেশের এইরূপ চন্দ্র হইল তখন গাজীপুর নগরে
বৌদ্ধ রাজপুত্র জন্মলাভ করিল সে বৌদ্ধের নিন্দা করিয়া ত্রাক্ষণদের অন্মোচনের
হাত হইতে অন্মোচন সব বর্ণদের যুক্ত করিবার পথ আবিষ্কার করিল, ইহার
উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি বৌদ্ধ মতানুযায়ী হইয়া পড়িল। বৌদ্ধ ও
তাহার পর জৈন মতের প্রসার ঘটায় একেশ্বরের প্রতি ভক্তি নিঃশেষ হইয়া গেল
এবং মূর্তি পূজার প্রচলন হইল। বৌদ্ধ ও জৈনরা ঈশ্বরকে মানে না। [উহাদের
মধ্যে যে] তীর্থঙ্কর অর্থাৎ মহাপুরুষ জন্মলাভ করিলেন, তাহাদের প্রতি ভক্তি

ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା

[illegible]

প্রথম নিত্যকর্ম ব্রহ্ম যজ্ঞ—উহা নিত্য অধ্যয়ন-অধ্যাপন রূপ জ্ঞানবে।
 ব্রহ্ম অর্থাৎ বিজ্ঞা, যজ্ঞ অর্থাৎ বেদ, ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্ম ব্রহ্ম যজ্ঞের এই
 অর্থ। যজ্ঞ অর্থাৎ বিচার, ইহার দ্বারা একযজ্ঞের এই শুদ্ধ অর্থ মনে উদয়
 হইতেছে। আত্মকাল যে একযজ্ঞ প্রদর্শিত আছে উহা কেবল নিফল বিধি মাত্র

-୧୮- | ବଙ୍ଗ ୨୦୧୨-୧୩ |

ব্রহ্মচর্য, পালন করিয়াছেন তিনি ব্রহ্ম, চুয়া চিহ্ন বৎসর পর্যন্ত [ব্রহ্মচর্য পালনকারী]
কর এবং আচিহ্ন বৎসর পর্যন্ত [ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মপালনকারী] আদিতা নামে
থাকে ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাণ, মনঃ ও মায়ঃ মনেন্দ্রে বর্ণনা করা আছে।
এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করা উচিত। পিতৃ অথবা বিজ্ঞা যোগ
দ্বারা জ্ঞানদানকারী ব্রহ্মান বলায় জানিবে। আর কৃষি অথবা যথার্থ দৃষ্ট।
মন্তব্য—ভট্টা এই-ই অর্থ হয়।

আজকাল প্রচলিত 'পিতৃ যজ্ঞ' নামে [যজ্ঞ পিতৃদের] সম্বর্পণ বা শ্রাদ্ধ এই
অর্থ বৃক্ক, উক্ত যথার্থ নয়। কারণ মন্ত বর্ণিয়াছেন—

অক্রোধান্ স্ত্রশ্রসাদান্ বদন্ত্যেতান্ পুরাতনান্।

লোকশ্রাপ্যায়নে যুক্তান্ শ্রদ্ধাদেবান্ দ্বিজোত্তমান্।^১

অনুপ্যাননেকদেবান্ দ্বিজোত্তমান্।^২

এই তত্ত্বানুসারে শ্রাদ্ধ পূর্বক যে কর্ম করা যায় উক্ত শ্রাদ্ধ, সম্বর্পণ অথবা ভগ্ন
কর্ম এতভাবে [শ্রাদ্ধ] বচনগত বিচার করিলে দেখা যায় যে, আজকালকার
দেবজ্ঞ এবং সেইরূপে পিতৃযজ্ঞ, ক বা মৃগের [অথবা কবির অত্যাধিকার]
দ্বারা অনুসারে যজ্ঞ, এক করণ হইতে পারে? এ বিষয়ে বিচার-বিবেচনা
করুন। বিজ্ঞা-সংকার অথবা কব-সংকার, পিতৃ-সংকার অথবা বিজ্ঞান বাজ্ঞ-সংকার
সংকার আদর যত করা হইবেই পিতৃযজ্ঞ স্বীকার করা উচিত।^৩ শ্রাদ্ধ
বিষয়ে যে কর্ম উক্ত বচনগত শ্রাদ্ধ হয় না মন্ত বলেন—

‘পাষাণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈডালভ্রষ্টিক’জ্ঞানান্।

হৈহুনান বকবুভিঃচ বাহু-মাত্রেণাপি নার্চযেৎ।^৪

এদের মূল পদসম্পদ 'পাণ্ড' কর্তব্য, মন ও যথার্থ 'মক' (শ্রাদ্ধ) কর্ম গান
করিত সমুদ্র, পবিত্র নদী [বৃক্ক] উপরে ইহাদের স্থাপিত করিল এবং নবীন
পদ্ধান্তে শ্রাদ্ধ করিত অকৃত্য হইতে লাগিল। ইহাকে চা না বলিয়া আর
কি বলিব? পরম্পরাগত শিষ্টাচার যদি পালন করিতে হয় তাহা হইলে আবার
পূর্ব ঋষিদের পরম্পরাকে গ্রহণ করিয়া চলো।

১। ছাঃ উঃ ৩।১৬। সেখানে তৃতীয় মনেন্দ্রে নির্দেশ আছে।

২। মন্ত ৩।২১০। ৩। অনুপলক তথা অন্তর্গত পাঠ।

৪। পিতৃযজ্ঞ সম্বন্ধে প্রবর্তনঃ ১২৩২ (বন ১৮৭৪ কৃঃ) লিখিত বা ভৃক্ক সাক্ষ্যোপাসন ব'দ ত
এইকণ লেখা আছে। ভ্রঃ দয়ানন্দার লব গ্রঃ ২ সংগ্রহ পৃঃ ৩৪৮—৩৪৯।

৫। মন্ত ৪ ৩০। ৬। মলপাঠ 'আগি চটাধর শ্রাদ্ধ হোতুন লাগলে'।

সাহসকে মহামুগ্ধের অব কৃত গন্তীর ৷ এইরূপ আত্মকাল যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক যত্ন
কল্যাণের কষ্টে হইয়াছে উহাদের গুরু মনোপদেশ এই, গায় হুঁ] মহামুগ্ধ অপেক্ষা
যে কত ভুল, সকলের ইহা বিচার কর প্রয়োজন

প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকালে সঙ্কোচ মন কবা নইলকারে উপযুক্ত এই দুই
সময়ে মনের এক প্রকার বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় সন্ধ্যা সন্ধ্যাকালে ও অবশ্য
করা উচিত । অন্যথায় সমস্তই মন এইরূপ বর্ণিত হইবে

বেদোপকরণে চৈব শ্রাব্যায় চৈব শৈল্যাক
ন নিরোধোহস্ত্যলম্ব্যে হোম মন্ত্রেষু তৈব হি

নিজা কর্মের বিরুদ্ধ হইতে পারা যায় প্রত্যেকের লক্ষ্য স্থাপন কর, ইহা
অগাধ প্রভেদ কর্মের মধ্যে তৎসদ, ব্রহ্মার্চনামস্ত এইরূপ বলাও পুরাণ
আছে ।

এই পদ্যান্ত নিজা কর্মের বিচার কর হইতে পারে মুক্ত হইতে পারে অথবা কিছু
বিচার করা যাক ।

মুক্তি শব্দের অর্থ 'মুক্ত' হওয়া । কি হইতে মুক্ত হওয়া ? যদ কেহ একরূপ
সুখান্বিত করে, [তাহা হইলে] বলিতে হইবে দুঃখ হইতে অবস্থা বন্ধন দশা হইতে
মুক্ত হওয়া, ইহাই মুক্তি । যেখানে বন্ধন নাই সেখানে মুক্তি কোথায় ? সেখানে
মুক্তি নাই । জীব বদ্ধ, সেই বদ্ধ হইতে তাহার মুক্তি অপেক্ষিত । জীবের সদা মুক্ত
অর্থীৎ বন্ধন রহিত । মুক্তি লাভ করা ইহা দুর্বট (= কঠিন) কর্ম, মুক্ত
অবস্থায় শান্ত (= নিত্য) সুখ অমৃতত্ব হয় ।

আজকাল সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা জন্মিয়াছে যে, যথেষ্ট কর্ম দ্বারা
সকল তরিতরকারীর লায় মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, পরন্তু একরূপ ধারণা মূর্ত্তা
পূর্ণ । সাধারণ মানুষ যে মুক্তির ভিন্ন ভিন্ন চার প্রকার বর্ণনা করিয়া থাকে, সে
বিচার ও বিখ্যা । মুক্তি এক প্রকারেরই হয় । সামুদ্রিক, সাক্ষ্য, সাম্যোপা,
সামোকা, লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে, এই বী'ত অনুসারে মুক্তি চার
প্রকারের । একরূপ অভিমতের আধার বেদের কে থাকে প দ্বারা যাওয়া না ।

তমেবাবিলিভ্যস্তিস্থিত্যমেতি নাস্তি প না বিত্তোহৈব ন, এ । হ্যা দ

ମାଧବ କହିବ ଆମ୍ଭେ [ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍] ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ମନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ
 ବାସନା ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ସେହି ସେହି ବାସନା ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ କୃପାକର ସମ୍ଭବ
 କରନ୍ତୁ । ମୋର ମନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍
 ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେହି ସେହି କାଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍
 ଯାଚୁଛି ।



-
- ୧। ଏହିକ୍ଷମ ମଂତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାସନା ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ସେହି ସେହି ବାସନା ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ କୃପାକର ସମ୍ଭବ କରନ୍ତୁ । ମୋର ମନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେହି ସେହି କାଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଯାଚୁଛି ।
 - ୨। ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ କୃପାକର ସମ୍ଭବ କରନ୍ତୁ । ମୋର ମନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାସନା ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ସେହି ସେହି ବାସନା ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ କୃପାକର ସମ୍ଭବ କରନ୍ତୁ । ମୋର ମନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ସେହି ସେହି କାଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାଳେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଯାଚୁଛି ।

ইতিহাস বিষয়ক

আমী দয়ালব্দ সদস্যতা বিচক্ষণ অঙ্গসংগ্রে বৃদ্ধার পেঠের জীড়ের
বাড়ে তাৎ ৩ অঙ্গসংগ্রে 'ইতিহাস' এই বিষয় ব্যাখ্যান দেন, ইহা
উহারই সাবংশ—

ଏବଂ ଯଦି ସଂସାର ସମସ୍ତେ ହେଉ ନାହିଁ ତେବେ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ହେଉ ନାହିଁ ।
 ଏବଂ [ସଂସାର ସମସ୍ତେ ହେଉ ନାହିଁ ତେବେ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ହେଉ ନାହିଁ ।]

(এইরূপ স্বচাও পাঠ করেন।)

(ইতিহাস পথে বিবৃত হইতেছে ।)

সুখের নামক কৈঃ দঃ ১০ বছরও কিছু নয় = অক্ষয়, হয় হইলে
এই ধর্ম = নশ্বর এত যে প্রাণী যখন মৃত্যু চাইবে তৎপরে হয় তাহা
হইলে শঙ্করাচার্য বৌদ্ধ ধর্মী হইবে।

- ১। ত্রিফলী সঙ্করণ, সময় ১-২ মাসের মধ্যে বসানো হয়। এটি খুবই কার্যকর। বিশেষ করে দাঁত
প্রবচনে প্রচলিত।
- ২। আদর্শ সঙ্করণ ১, সময় ১০-১২ ডি
- ৩। মস্তক, সঙ্করণ এই দুই ধরনের সঙ্করণ পদ্ধতি ১০-১২ মাসের মধ্যে নিম্ন 'আদর্শ' ক
কি'ব' নিত ক্রম ও সঙ্করণ পদ্ধতি ইচ্ছা করা হইয়াছে। ইহা সঙ্করণ পদ্ধতি এ নিম্নে
নিম্ন বিধানে পূর্ব পৃষ্ঠার করা হইয়াছে। এখানে দেখিতে আসিয়াছে। অকৃত পদ্ধতি
মস্তক পদ্ধতি (ইতিহাস পূর্ব পৃষ্ঠার) সঙ্করণ পদ্ধতি। অকৃত পদ্ধতি 'ইতিহাস' এইকরণ
সংশোধন করিয়াছি।
- ৪। যজুঃ ১০২২ পূর্ব পৃষ্ঠার এ মস্তক পদ্ধতি 'নঃ বুদ্ধ প্রকাশ্য হইয়াছে' নঃ' কে [] দেখিয়া হই
নাই পাঠক সেখানে শোধন করিয়া লইবেন।
- ৫। যজুঃ পূর্ব পৃষ্ঠার সঙ্করণ হইলেও এ মস্তক পদ্ধতি, অকৃত ইহাকে 'মস্তক' বলা হইয়াছে। এই
টিপ্পনী পূর্ব পৃষ্ঠার সঙ্করণ ও জানিবেন।
- ৬। যজুঃ রাজা ও মস্তক পদ্ধতির শাস্ত্রীয় ভাষ্য প্রবর্তা যজুঃ সঙ্করণ প্রকাশ্য এই সময় ১০২২-এর
ভাষ্য সংশোধিত (১০৮ ব) উক্ত সঙ্করণের ১১ম সঙ্করণে করিয়াছেন।
- ৭। নাকোর আদর্শ যজুঃকে "ইতিহাস" লিখা হইয়াছে। অতএব এখানে 'ইতিহাস' পদ্ধতি
পাঠ হইয়া উচিত। এ নিম্নে সঙ্করণ প্রকাশ্য যজুঃ ১০২২ সঙ্করণ ও যজুঃ রাজার শাস্ত্রীয়
প্রকাশ্যে প্রবর্তা।

সহ লুভি মল্লীণ এ এক করু' তৎস্ব'র মনু লুভি লু'য় মৌবেব প্রতি অধিক উদ্বিগ্ন
করত না । অর্থাৎ মনু লুভি প্র'ক' বৈশেষ মনু' করত না]^১ বৌদ্ধ ও জৈনদের
যা'র লুভার ইচ্ছা, যা'র লুভা'র ইচ্ছা, তা'র বৈশেষ হামি (= পরাক্রম) ঘটে ।

অ - এর বিজ্ঞান - ১, ৩ ইং ২, ৩ জ, শালিগ্রহন? আদি রাজ্য হন। এই
সময়ে কাশ্মির উৎপন্ন হয়। প্রাচীন রাজ্যে তিগু নামক এক নগর আছে।
এই রাজ্যে বিশ্ব নামক বৌদ্ধের বাস। এদের নিকট "মজ্জাবনী" নামক এক
গুরু আছেন। উক্তানে মহাভারত গুরু সঙ্গকে একজন বর্ণনা আছে যে, বাস
প্রথম এক মহাশয় এর পুত্রের কন্যার, তার পর সেই এক মহাশয় প্রোককে বাসের
শিষ্টাবর্ণ ছয় মহাশয় কন্যার। অ - বর্তমান কালে অসংখ্য খোকে মহাভারত
পুত্রের তইয়া গিয়া হ। কৈলাসের যখন প্রথম [- উৎকর্ষ] ছিল তখন
বজ্রদৈবর্ষ বাস একজন চৈত্রি নষ্ট পুত্রের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে অপ্রাচীন
পুত্রের একজন নামের - ন মেই, বহিয়াছে। পরন্তু পুত্রের কতগুলি, আর
উক্তানেক লেখা আছে ইহা প্রবর্তনা অলক্ষ্য - কঠিন) কঠিনা পড়িয়াছে, ৪

न नन्देस् गाननैः आसाः [आदिनः कर्त्तव्येऽपि ।

হস্তিনা ভাড্যমানোহসি । ন বিশেষজ্ঞেন যন্নিরে ॥৫

এইরূপ বিচার শূন্য সহস্র সহস্র প্রোক রচনা করা হয় এবং হোম করিয়া
স্থানকে অর্থাৎ দেব বসনকে তাগ করিয়া বৈশ্বিক [মূর্তির স্থানকে] দেবালয় বলা
আরম্ভ করিল এবং জৈনদের মন্দিরে বসিত মূর্তিকে দেব জ্ঞান করিয়া উহাদের
পূজা করিতে আরম্ভ করিল। জৈনদের মন্দিরে মূর্তি স্থাপন করিয়া সাক্ষাৎকারের
(অমৃত-বিষয়ক) গানগল্প কাহিনী নাটক এবং নানা প্রকারের কণ্ট মূর্তি

• শীতকালে একজন রোগী ৫ বছর নিদ্রা ছিল। (ক.স. প্র. ১৯ নবুন্ন স.)

২। এখানে রাষ্ট্রাধিকার কালক্রমে অরক্ষিত নয়।

৩. এই সম্বোধনো নামক গ্রন্থের লক্ষ্য মহাভারতে প্রকৃত ইশ্বরবাদের প্রতি বিষয় প্রবক্তা সত্যার্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য সংকল্পে ও উল্লেখ করিয়াছেন।

[illegible]

‘न गच्छेद्भयमग्निवै’ आह ।

প্রচার ক'র যা শোহনের চেয়ে বেশি লাভ হয় তাই লাভ। আরও অনেক
মত নে যুগে মত ৫০৩ ... ভেঙে আসে হইতে লাগিল।

‘সনৎ ভাগ্যলক্ষ্যকং হব ...
ফেলিল। ইহার নমুনা দেখুন—

‘সহস্র ভাগ্যলক্ষ্যকং হব ...
মুখ্যঃ। অতিভাগ্যকং হব, সনৎ, ...

একজন প্রেমী ...
পুত্র ...
আত্মপুত্র ...
হৈল ...
অ ...
মুখ ...
দেখুন—

[প্রাণা ইত্যাদ্য ইত ...]

ইন্দ্রিয়াদ্যাভ্যাগচ্ছত ইত ...

এইরূপ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ...
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ...
পাশ্চা ...
পৌরা ...
লাভের জন্য ...

এইভাবে মূর্তিপূজা ...
আদি ...

অবশ্য ...
নরসিং ...
মূর্তিপূজার ...

১. এই বিবরণ ...
যে ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ প্রথম ...

২. ইন্দ্রিয় ...

যনের প্রবৃত্তি ক্ষমিত অর মানুষ মনস্ক (গেহাল খুলী যত) কষ্টিন ব্রত উপবাদ
করিতে আবদ্ধ করিল। এই সমস্ত কর্ম কর য শক্তির জানি শু বোগ বৃদ্ধি পাইয়া
শাকৈ এট রূপে প্রথমতঃ তুল্যভিন্নায় কষ্টই হয়। কেবল ইহাই নহে, দ্বিতীয়তঃ—
শৈব ও বৈষ্ণবদ্বয় মালা গেষ, লোকের চারুত সম্প্রদায়, এটরূপ নামা প্রকার
নামিয়া চানিত, যে কষ্টই হয়। তা হলেও ইহা দুই ভাবে হয়। প্রথমতঃ—জড়মুক্তির সম্মুখে
প্রতিটি জীব বাঁচ, জগৎ দেখিয়া, অন্যান্য জগৎ যা প্রাপ্ত করা, বাসনালা করা
এইরূপ মনগড়া আচার সমস্ত [সংস্কার] আবদ্ধ করার অন্যত্র বেদ
প্রমাণের পরে ব্রহ্মের সহিত থাকে এবং দেশ পাশ কর্তব্য বৃদ্ধি হয়। এটভাবে
যিনি পূর্ণ স্বরূপ জানে হয়। ২. ৩. ৪. যেকোন দক্ষতা দিব পূজাবোধে সেইরূপ
অন্যদের অবস্থা করবে। এইভাবে মনস্ক দোষাদেশ হয়। পূজাবোধে আর
আর জগৎ মনস্ক ও অধ্যাত্ম বন্ধক বহন মনস্ক প্রাপ্ত করে। মানুষকে আলো
আবদ্ধ করে। মন গড়া বাক্য প্রয়োগ করে—

अथैकत्रयं त्रयपि यद्वयम् प्रकृतम् । अष्टैति किं कद्वयम् ।

ଆଉ କାଳେ ବିଶ୍ଵେନ୍ଦ୍ର, ସର୍ବପାପେ ବିନଶ୍ଚୁତି ।

নাঃ, কি সমস্যা? পুরাতন? জ্ঞান বসন্তে ভোগ পুরুষার্থ শু আনন্দ নাই।
পরন্তু যেখানে এইরূপ (উপর কল্পিত) জ্ঞান বসন্তে পুরাতনের সমস্যা, সেখানে
ভগবত মনুষ্য পুরাতন সমস্যের পাবনা, জ্ঞান বসন্তে কেন? জ্ঞান লাভ করাকে
কেন নষ্ট? পুরাতন পুরাতন পুরাতনই বসন্তে জ্ঞান লাভ হইয়া বাখা হইয়াছে আর
প্রত্যেক পুরাতনের সমস্যা পুরাতন পুরাতন প্রকরণ করিলে কি ফল পাওয়া যায়, ইহা খায়া
ভবিষ্যৎ ফললাভের ছড়াছড়ি। অস্ব।

এইভাবে ধৰ্মী নীতি শাস্ত্র হস্তদ্বয় সমুদয় বলাইন ও ভাঙি হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই নবগ্ৰন্থের কেবল নিষ্ফল হ'নি হইবে এইরূপ চিন্তা করিতে থাকে। ইহাকে ভিত্তি করিয়া ফল ও জ্যোতিষের নবগ্ৰন্থের জন্ত মন্ত তৈরী করা হইল।^১ এটি সমস্ত মন্তাখণ্ড সমুদয় উপর যোজনাব^২ কোনও প্রকারের সম্বন্ধ নাই। কেহ এ বিষয়ে কোনও দিনও বিচাৰ করে নাই। উদাহরণ স্বরূপ 'শালো দেবী'^৩

১. কী কী হল—কী কী হল উহার অর্থপূর্ণ হয় কী কী হল, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রকে অবগ্রহ
প্রভৃতি মন্ত্রকে মন্ত্রক যুক্ত করে । ২. কী কী হল উহার অর্থপূর্ণ হয় কী কী হল ।

২। অর্থাৎ নবগ্রহ যন্ত্রের রূপ বোঝানো করা।

७ । यङु—०७, ३२ ॥

অনন্ত আশ্রম ম হাতে সেই জন জন তাঁর সহজেই লাভ করিতে পারে,
 একপ ব্রাহ্ম হওয়া উচিত। এমতাবস্থায় মৃত্যু 'ব্রহ্ম' বাস্তবের
 সকলের লক্ষ্য হইবে মদন মর উপদ্রব দেওয়া নয় গ্রাম গ্রাম আশ্রমসভা
 স্থাপন করিয়া মুক্তি পূরণ করা করা উচিত। এমতাবস্থায় সকল করিয়া
 নিজের সামান্য দ্বন্দ্ব করিয়া, এমতাবস্থায় মদন মর উপদ্রব দেওয়া
 সম্প্রদায় লব্ধ করিয়া, এমতাবস্থায় মদন মর উপদ্রব দেওয়া
 নীচাবস্থা। — দুইশ দুইশ দুইশ মদন মর উপদ্রব দেওয়া
 সাধারণ আশ্রমের দ্বারা এই কাজটি করিতে হইবে। সকলেরই মত
 (—ব্রাহ্ম, মদন মর উপদ্রব দেওয়া, মদন মর উপদ্রব দেওয়া।

পঞ্চদশ প্রবচন

স্বায় পূর্ব চরিত্র

(অগ্নি কথিত জীবন চরিত্র)^১

অগ্নি কথিত জীবন চরিত্র বিজ্ঞানময় জীবনের পূর্ববর্তী পটভূমি
পাঠে ৩০৬ পৃষ্ঠায়। এটি অগ্নি কথিত জীবন চরিত্র বিষয়ে
বিস্তারিত আলোচনা। ইতি ৩০৬ পৃষ্ঠায় -

“অগ্নি কথিত জীবন চরিত্র” নামক গ্রন্থটি ১৯৩৩ খ্রিঃ অব্দে
প্রকাশিত।

অগ্নি কথিত জীবন চরিত্র নামক গ্রন্থটি ১৯৩৩ খ্রিঃ অব্দে
প্রকাশিত।

(অগ্নি কথিত জীবন চরিত্র নামক গ্রন্থটি ১৯৩৩ খ্রিঃ অব্দে
প্রকাশিত)

অগ্নি কথিত জীবন চরিত্র নামক গ্রন্থটি ১৯৩৩ খ্রিঃ অব্দে
প্রকাশিত।

অগ্নি কথিত জীবন চরিত্র নামক গ্রন্থটি ১৯৩৩ খ্রিঃ অব্দে
প্রকাশিত।

অগ্নি কথিত জীবন চরিত্র নামক গ্রন্থটি ১৯৩৩ খ্রিঃ অব্দে
প্রকাশিত।

১। অগ্নি কথিত জীবন চরিত্র নামক গ্রন্থটি ১৯৩৩ খ্রিঃ অব্দে
প্রকাশিত।

২। প্রবণ পৃষ্ঠা ৩, সপ্তম ১৯৩৩।

৩। এটি বিজ্ঞানময় জীবনের পূর্ববর্তী পটভূমি
আহিক কথিত জীবন চরিত্র ও মুক্তি অথবা বিষয়াবলি। অগ্নি
মুক্তি রহিত।

৪। বছর ২০২১।

[illegible][illegible]

১। স্বাক্ষরিত আকর্ষিত অনুসারে ২ বৎসর ছোট।

[illegible][illegible]

১) আত্ম-বিত্ত কদম্বাৎ পাঠে আছে। ২য়টি অংশে কবিত্ব 'কদম্ব' এক শ্রেণীর বসন্ত
আছে। শেখরদাস বা কদম্বাৎ পাঠে কদম্বাৎ = কদম্ব বা কদম্ব।

৩। মূল পাঠ 'মল' ন প 'ম' শিখব' ব্রহ্মবর ন' ম' শিখব' অর্থাৎ এখানে স্বাক্ষরে শিখ
ব্রাহ্মের উক্তের সহিত সঙ্গত আছে।

[illegible]

হঠাৎ পর আমি আমার জন্মদাত্র গ্রাম ১৯৪০ সালের ১৫ জুন
মেখানে আমি দের মধ্যে একদিন নতুন হতে ছল, অর্থাৎ ১৫ - ১৬
ছোট) ভাগ্যের প্রাণ-মুখ (= মঙ্গল, মঙ্গল) অবস্থা হইয়াছিল। এখানে
গেলুমি এবং পাইয়ি বিধানাব পূর্ণ দেহের ১৫ আশ্রয় করিয়া নতুন
বহুলায়। মঙ্গলস্বর মুক্ত আমি, রজ্জ্বের নৈবেদ্যে নতুন হইয়া ১৫
মাসকে জন্ম আমি সেই জন্মের বহুলায়।

ভগিনীর মৃত্যু হইলে, আমার আশ্রয় অল্প হইবে। ১৯৩১ সালের এক প্রহরে মরিতে হইবে? আমার মনে এই ভয় জাগিয়া উঠিল। সকলে কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু আমার হৃদয়ে ভয়ের আঘাত ছাড়াই বসল। এ কারণ এক বিদ্যুৎ চোখের জল আমার চোখে হইতে পড়েনাই। পিতৃদেব আমাকে পলায়ন হৃদয় বলিলেন। আমার মা আমার ভালবাসেন, তিনিও আমার সেরে বসেই বলিলেন। আমার ঘুমাইবার জুই বলিলে আমার ভালভাবে ঘুম শনিব না। আমি সর্বদা ভয়ে চমকাইয়া উঠিতেছিলাম। প্রত্যহুই ভয়ে কঁকড়াইয়া উঠিতেছিলাম। সকল সময় মনে নানা প্রকারের বিচারের তরঙ্গ উঠিতে লাগল।

१। भद्राक्षि नमः 'व्यक्ताशाना' । अ० पूर्व पृष्ठे टिप्पणो १।

२। प्रथमो मः 'अक्षाने' । अ० पूर्व गृहे तिग गयो ।

[illegible]

এই অশায় আমি সিন্ধুপুরের পথে পা বাড়াইলাম। পথে আমাদের গ্রামের কোনও ব্যক্তির সহিত দেখা হয়, সে [বাড়ী কিদূর] অথবা পিতৃদেবকে "আমি যে সিন্ধুপুরের দিকে গিয়াছি" একথা বলিয়া দিল।

এদিকে আমার পিতৃদেব ও আত্মীয় স্বজন [আমার] সন্ধান করিতেই ছিলেন
সেই লোকটির নিকট আমার কথা শ্রবণ হইল। আমার পিতৃদেব তাৎক্ষণিক সিপাহীকে

१। कृष्ण भवा शताब्दः । स शतकं भवति । इह, न अहमेव प्रतीयते इति । इहा अहमेव प्रतीयते । २। मर्कट—मोक्षदत्त निवास स्थान ।

৩. খিয়ে এতদ্বৈ পটিক ব পক শব্দ ক ছাড়া অন্য কোন অর্থ নেই। এতদ্বৈন কোটকংগে এক হেঁচি রাজ
বলা হইয়াছে, উহা ইহার রাজধানী ছিল।

বসি ক'রে ল'লুম, এমন ক'রে যোগেন্দ্র স্বয়ং থাকতেন, সেখানে কৃষ্ণ
নাথ' নামক চৈতন্য বন দ'কা' প্রভৃতি নিবাস করিত। তাঁহার নিকট আমি
সংযতী খনন কর। অনেক রাজ' কর নকটে বেদ পাঠ করি।^১ ২৩ কি ২৪
ব'শত সপ্তমে ৩ ব'শত চৈতন্য' নামক অনেক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়।
অন্যমন করিয়া পাল ইচ্ছা হই। এই সব সন্ন্যাসী আশ্রমে অবস্থানের সুবিধা হয়,
একত্রী তাঁহার উপদেশ অনুসরণ করি। অল্প ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলাম।^২
এব' সেই সময় দুরানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ আমি গুরুর নিকট দণ্ড সমর্পণ
ক'র — [অর্থাৎ তাঁহার সম্মুখে দণ্ড ল'ব' লাগি ক'র]

চারণের গু'মে দুর্ভজন গোত্র' নামক ই' আগমন করেন। তাঁহার রাজ্যযোগ
করিতেন। আমি তাঁহারে সন্ত' অগ্ন্যদ্বাদ পর্বন্ত যাই। সেখানে এক
ব্রহ্মচারীর নাহত আশ্রয় সাক্ষাৎ ঘটে। কিছু কয়েক দিন পর আমি সেই
ব্রহ্মচারীর সঙ্গে ভাগ করিতে হই। সেখানে হটতে চ'লিতে-চ'লিতে আমি ক'রিবার
গেলাম। সে সময় কৃষ্ণ মেলা ল'গিয়াছিল। সেখানে হটতে হিমালয়ের সেই
স্থানে গমন করিলাম যেখানে হটতে অলখনন্দ নির্গত হইয়াছে। সেখানে কেবল
বরফ ছিল, জনগু' অত্যন্ত শীতল। সেখানে অনেক ক'রে থাকায় আমার পায়ে
ক্ষত হইয়া ব'ক' করিতে থাকে। 'হমানয় পর্বতে গিয়া দেহভাগ করিব, এইরূপ
আমার মনে ব'সেনা জাগিল। কিছু অব'র মনে হইল জ্ঞান লাভ করিবার
পর কি দেহভাগ করা উচিত? এইরূপ বিচ'র করিয়া আমি মধুরায় আসিলাম।
সেখানে আমি এক সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ ব'ক'র দর্শন পাইলাম। তাঁহার নাম
বিরজানন্দ নামী তিনি প্রথমে আনন্দেরে থাকিতেন। সে সময় তাঁহার
বয়স ৮, ব'সর হইবে। বেদশাস্ত্র'দি অর্গ গুরুমুখে তাঁহার অধিক অভিক্রটি
ছিল। তাঁহার চক্ষু দুইটিতে ল'লিত ক' ছিল না অর্থাৎ অন্ধ ছিলেন)। তাঁহার
উদরশূল যোগ ছিল। 'অধুনিক নৌদ' লেখক'দিক গ্রন্থ তাঁহার ভাল লাগিত
না, তিনি ভাগবত' অ'দ পুরাণের খুব প'রিত' (অর্থতঃ) ক'রেন। সময়
আগ' গুরুর প'তি তাঁহার অনেক ক'র ছিল। তাঁহার সন্ত' পরিত্যক্ত হইলে
জ্ঞানলাভ তাঁহার নিক' প'রিত্যক্ত ব'সরে বাক্যের পরিদর্শিতা লাভ করা

১। ব'শতের ক'ট প'রিত্যক্ত ব'সর ক'র দ'কা' ল'লিত ক'র চৈতন্য' নামক বীথ যোগেন্দ্র
নামীর সন্ত' আ' অ'দ ক'র দ'কা' ল'লিত ক'র চৈতন্য' নামক বীথ যোগেন্দ্র

তাজগুরুর নিকট বেদ অধ্যয়নের উল্লেখ নাই।

২। এ'দ ন' গ'র' ব'সর ব'সর' নামক ক'র দ'কা' ল'লিত ক'র চৈতন্য' নামক

প্রসারের জন্য সহস্র সহস্র ক্রান্তি মালা আমি আপন হাতে লোকদের দিয়াছি (পরাইয়াছি) । সেখানে শৈব মত এত মলপ্রসূ হয় যে, হাতি ঘোড়া সকলের বর্গে ক্রান্তি মালা পরান হইয়া গেল [অর্থাৎ পরান হইয়াছিল ।]

জয়পুর হইতে আমি পুন্ডর যাত্রা করিলাম এবং সেখান হইতে অজমের পৌছিলাম । অজমের গিয়া সেখানে শৈব মতের থওন করা আরম্ভ করিলাম । ইতিমধ্যে জয়পুরের মহারাজা লাট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ লাভের আশায় আশ্রয় গমন করিবার তোড়জোড় করিতেছিলেন । বুন্দাবনে ব্রহ্মচার্য নামের এক পণ্ডিত ছিলেন । সেখানে কোথাও শাস্ত্রার্থ হউক, এই আশায় রাজারাম সিংহ আমাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য [লোক] পাঠান । তাহার পর আমি জয়পুর গমন করিলাম । কিন্তু সেখানে আমি শৈব মতেরই থওন করা আরম্ভ করিয়া দিলাম, ইহা জানিতে পারিয়া রাজা [আমার প্রতি] অসন্তুষ্ট হন, আমিও জয়পুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম । পুনরায় স্বামীজীর নিকট গিয়া শঙ্কা সমাধান করিয়া লইলাম ।— সে স্থান হইতে পুনরায় আমি হরিদ্বার গমন করিলাম । সেখানে 'পাখণ্ড মর্দন' [পাখণ্ডদলন] এই অক্ষর লিখিয়া স্বস্থানে দ্বালা উড়াইয়া দিলাম । সেখানে বহু বাদ-বিবাদ হয় । আবার মনে হইতে লাগিল যে, সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এবং গৃহস্থদের অপেক্ষা অধিক পুস্তকাদির জঞ্জাল সঙ্গে রাখিয়া কি হইবে ? [অর্থাৎ জঞ্জাল রাখা ঠিক নহে] এই অভিপ্রায়ে বশবর্তী হইয়া আমি সর্বস্ব ত্যাগ করিলাম [অর্থাৎ সমস্ত পুস্তক বিতরণ করিয়া দিলাম] । এবার কোপীন ধারণ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলাম । সেখানেই আমি নিজ দেহে ছাই (তন্ত্র) মাখা আরম্ভ করি । অতঃ, সেখানে (— হরিদ্বারে) আমি মৌনাবলম্বন করি ২৫টি কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই । কারণ অনেকে আমাকে জানিত । একদিন আমার পূর্ণবুটীর দ্বারে "নিগমবল্লভযোগ লিভং ফলম্" ভাগবত অপেক্ষা কেহ বড় নহে, বেদ ও ভাগবত অপেক্ষা ছোট (নিম্ন স্তরের), এই বলিয়া এবড়ন বক্ব বক্ব করিতে থাকে । তখন আর আমার সহ্য হইল না, মৌন ব্রত ত্যাগ করিয়া ভাগবতের থওন করিতে লাগিলাম । ইহার পর স্থির করিলাম যে, ঈশ্বরের কৃপায় আমার যে অল্প বিস্তর জ্ঞান লাভ হইয়াছে লোক মধ্যে উহা ব্যক্ত করা উচিত । এই কথা বিচার করিয়া আমি ফকরখাবাদে উপস্থিত হইলাম । সেখান হইতে আবার রামগড় অভিমুখে যাত্রা করিলাম ।

রামগড় থাকাকালে (শাস্ত্রার্থ) আরম্ভ করিলাম । সেখানে যখনই দুইচারজন শাস্ত্রী একসঙ্গে বসে আরম্ভ করিতেন, তখনই আমি বলিয়া উঠিতাম 'কোলাহল' । এ কারণ অতীবধি সেখানে লোকেরা আমার 'কোলাহল স্বামী' বলিয়া থাকেন । সেখানে চক্রান্তিত মতাবলম্বী জনা দশ মাত্ৰ আমায় হত্যা করিবার জন্ত আসে, পরন্তু আমি তাহাদের হাত হইতে অতি কষ্টে রক্ষা পাই । [সেখান হইতে কর্ণাধার গমন করি] কর্ণাধার হইতে আমি কানপুরে আসিলাম । এবং কানপুর হইতে প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম । প্রয়াগেও আমাকে হত্যাকারী দল হত্যা করিবার জন্ত আনিয়াছিল । পরন্তু মাধবপ্রসাদ নামে এক ভদ্রলোক তিনি আমায় তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করেন । এই গৃহস্থ মাধবপ্রসাদ গৃহ মত স্বীকার করিতে উত্তম ছিলেন এবং তিনি সমস্ত পণ্ডিতদের নিকট নোটিশ (= বিজ্ঞাপন) বিতরণ করিছিলেন যে, তিন মাসের মধ্যে নিজ আধ্যাত্ম বিষয়ে যদি আমার খাত্তা (= বিশ্বাস) উৎপন্ন না করিতে পারেন, তাহা হইলে "আমি গৃহমত স্বীকার করিব ।" আমি তাহার মনে আধ্যাত্ম বিষয়ে খাত্তা উৎপন্ন করাইয়া দিই । এইভাবে তিনি গৃহমত না হইয়া রক্ষা পান । প্রয়াগ হইতে আমি রামনগর গমন করিলাম । রামনগরের রাজার কথামত কানীস্থিত পণ্ডিতদের সহিত বাদ-বিবাদ (শাস্ত্রার্থ) করিবার জন্ত [কানীতে] উপস্থিত হইলাম । সেই বাদ (= শাস্ত্রার্থ) প্রতিমা? আদি শব্দ বেদে আছে, না—নেই ? এইরূপ বিষয় স্থির করা হইয়াছিল । প্রতিমা শব্দ বেদে আছে, পরন্তু ইহার অর্থ মাপ (= মাপা, ওজন) এইরূপ । আমি ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিলাম । সেই বাদ (= শাস্ত্রার্থ) পুনরু ভাবে মুদ্রিত করিয়া প্রসিক (প্রকাশিত) হইয়াছে । সকলে উহা পাঠ করিয়া দেখুন । ইতিহাস অর্থে ব্রাহ্মণ গ্রন্থই স্বীকার করা উচিত । এইরূপ বাদ শু সেখানে হয় । গত বৎসর ভাদ্র মাসে? আমি কানীতে ছিলাম এবং আজ পর্যন্ত চারবার কানী গিয়াছি । যখনই আমি [কানীতে] গমন

১। মরাঠী সংস্করণে 'প্রতিমা বৈগতো শব্দ' পাঠ আছে । পরন্তু শাস্ত্রার্থের মূখ্য বিষয় ছিল মূর্তি পূজার বিধান বেদে আছে অথবা নাই । সেই প্রশ্নে প্রতিমা শব্দ লইয়া বিচার হয় ।

২। গত বৎসর = নব ১৮৭৩ খৃঃ ঋষি দয়ানন্দ জৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে (সম্বৎ ১৯৩১) প্রায় দুই মাস কানীতে ছিলেন । আষাঢ় (দ্বিতীয়া) কৃ. ২ = ১ জুলাই ১৮৭৩ হইতে আশ্বিন = অক্টোবর পর্যন্ত প্রায় তিন মাস সত্যার্থ প্রকাশ (প্র. নং) লিখাইবার জন্য প্রয়াগে ছিলেন । অতঃ এ স্থলে পাঠে কিছু ত্রুটি প্রতীত হইতেছে ।

করিতাম তখনই 'কেহ বেদে [মূর্তি পূজার] কোনও বচন পাইয়া থাকিলে [আমার নিকট] আসুন' এই রূপ বিজ্ঞাপন দিতাম। পরন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ বেদে [মূর্তি পূজার] বচন বাহির করিতে পারে নাই।

এইবোধে উক্তর ভারতের^১ সমস্ত অংশে আমি গিয়াছি। আজ দুই বৎসর হইল কলিকাতা, লখনউ, ইলাহাবাদ, কানপুর, জব্বলপুর আদি স্থানে বহু লোককে আমি ধর্ম মন্ত্রে উপদেশ দিয়াছি এবং ফরুখাবাদ, কাশী আদি স্থানে আর্য বিদ্যা পড়াইবার জন্য তিন চারটি^২ পাঠশালা স্থাপন করিয়াছি। শিক্ষকদের উচ্ছৃঙ্খলতা^৩ বশতঃ যে পরিমাণ উপযোগ (=লাভ) উহা হইতে পাওয়া উচিত ছিল, ততটা পাওয়া যায় নাই। গত বৎসর আমি মুম্বাই আসিয়াছিলাম। মুম্বাই এ গোসাঁই মহারাজের মত^৪ বিষয়ে বহু সমালোচনা করি, ইহার পর মুম্বাই নগরে আর্যাসমাজ স্থাপনা^৫ করি। মুম্বাই হইতে অহমদাবাদ ও রাজকোট গমন করিয়া এই সমস্ত স্থানে কিছু কাল ধর্ম উপদেশ দিই এবং আপনাদের এই নগরে দুই মাস হইল আসিয়াছি।

এইরূপ আমার অতীত চরিত্র। আর্য্য ধর্মের উন্নতি হউক এতদ্ব্যতীত আমার চ্যায় বহু ধর্মোপদেশক আমাদের এই দেশে উৎপন্ন হওয়া উচিত। একার পক্ষে এ কার্য্য ভালভাবে হওয়া সম্ভব নহে। তথাপি আপন বুদ্ধি মত এবং সামর্থ্য

১। মরাঠী সংস্করণে 'হিন্দুস্থান' শব্দের প্রয়োগ আছে।

২। স্বঃ বঃ কাসগঞ্জ ফরুখাবাদ, মির্জাপুর ও কাশীতে পাঠশালা স্থাপন করেন।

৩। মরাঠী সংস্করণে 'লবাড়ী' পাঠ আছে। ইহার অর্থকোবে বহুমানী, লুচাপন, কপট, চালাকী প্রভৃতি দেওয়া আছে। হিন্দী সংস্করণে উচ্ছৃঙ্খলতা পাঠ আছে। আমি ইহাই উচিত নিশ্চয় করিয়াছি।

৪। হিন্দী সংস্করণে 'চরিত্র' পাঠ আছে। মরাঠী সংস্করণে 'পদ্ম' শব্দ আছে। ইহার অর্থ মতও হয়।

৫। মুম্বাই নগরে আর্যাসমাজের স্থাপনা চৈত্র শুক্লা ৫ সন্ধ্যা ১৯০২ (শুজ ১৯০১) শনিবার ১০ এপ্রিল ১৮৭৫ খৃঃ হয়। কাকডবাড়ী আর্যাসমাজ বম্বাই-এ, যে লিখিত বেতপ্রস্তর প্রাচীর গাত্রে রহিয়াছে উহাতে চৈত্র শুক্ল ১ বুধবার, ৭ এপ্রিল ১৮৭৫ লিখিত আছে। এই শিলা লেখ অপ্রামাণিক। এ বিষয়ে স্বঃ দয়ানন্দের পত্র ও বিজ্ঞাপন বিতীয় ভাগে চতুর্থ পরিশিষ্টে পৃষ্ঠা ৯৪২—৯৪৯ পর্য্যন্ত বিস্তার পূর্বক বিচার করা হইয়াছে। শোধপ্রিয় পাঠক ইহা অবগত হইবেন।

অনুসারে আমি যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি উহাকে চলিতে দিব এইরূপ সংকল্প করিয়াছি। সর্বত্র আখ্যাসমাজের স্থাপনা হইয়া মূর্তিপূজা আদি দুই আচার সর্বত্র বন্ধ হউক, বেদশাস্ত্রের শুদ্ধ অর্থ [সকলে] জাহ্নব, এবং সেই অনুসারে আচরণ করিয়া দেশের উন্নতি হউক, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা। আপনাদের সকলের মনোযোগ পূর্বক সাহায্যে এই [কার্য] সিদ্ধ হইবে এইরূপ আমার পূর্ণ আশা।

সন্ ১৮৭৫ খৃ- মরাঠী ভাষায় প্রকাশিত পুনা প্রবচনের পণ্ডিত

মুদ্রিত্তির মৌমাংসক কৃত্ত আখ্যাসমাজবাদের বঙ্গভাষানুবাদ

আচার্য্য প্রিয়দর্শন

দ্বারা

কান্তিক কৃষ্ণ অমাবাস্যা সোমবার মঘ ২০৪২

১১ নভেম্বর ১৯০৫ খৃ:

পূর্ণ হইল।
